মাসুদ রানা

অনুপ্রবেশ ২

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা-১৬৯

অনুপ্রবেশ-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্ধু পরিণত হয় শক্রতে, শক্র হয়ে যায় বন্ধু—
স্পাই জীবনে এমন বহুবার দেখেছে রানা।
কাজেই, মেয়ে দুটোর ব্যাপারে আরও সাবধান হওয়া
উচিত ছিল ওর। এখনো কেউ বলতে পারে না
রোজিনা টরটেলিনি বা মলি মন্টানা ওর শক্র, নাকি বন্ধু।
দ্রুত ঘটে চলেছে অবাক সব ঘটনা।
শেষ পর্যন্ত কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিনের ইচ্ছে অনুযায়ী
হাজির করা হলো রানাকে গিলোটিনের [illegible]
[illegible] অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
কেটে নেয়া হবে ওর মাথাটা। ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে রানা।

কিন্তু পাঠকবর্গ চিন্তা করবেন না—
খোদা তো আছেনই,
লেখকও আছেন আপনাদের ফর-এ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

একুশ টাকা

মাসুদ রানা - ১৬৯

অনুপ্রবেশ - ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

বই লাভার'স পোলাপান (Boi lover's polapan)
facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগরসঙ্গম * রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রক্তদ্বীপ * নীল আতঙ্ক * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ? * বিপদজ্জনক * রক্তের রঙ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচদ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর * ব্ল্যাক স্পাইডার * গুপ্তহত্যা * তিন শত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত * সতর্ক শয়তান * নীলছবি * প্রবেশ নিষেধ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ * লাল পাহাড় * হংকম্পন * প্রতিহিংসা * হংকং সম্রাট * কুউউ ! * বিদায়, রানা * প্রতিদ্বন্দ্বী * আক্রমণ * গ্রাস * স্বর্ণতরী * পপি * জিপসী * আমিই রানা * সেই উ সেন * হ্যালো, সোহানা * হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা * পালাবে কোথায় * টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস * প্রেতাত্মা * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা * স্বর্ণ সংকট * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার * স্বর্ণ রাজা * উদ্ধার * হামলা * প্রতিশোধ * মেজর রাহাত * লেনিনগ্রাদ * অ্যামবুশ * আরেক বারমুডা * বেনামী বন্দর * নকল রানা * রিপোর্টার * মরুযাত্রা * বন্ধু * সংকেত * স্পর্ধা * চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু * অগ্নিপুরুষ * অন্ধকারে চিতা * মরণকামড় * মরণখেলা * অপহরণ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন * বিপর্যয় * শান্তিদূত * শ্বেত সন্ত্রাস * ছদ্মবেশী * কালপ্রিট * মৃত্যু আলিঙ্গন * সময়সীমা মধ্যরাত * আবার উ সেন * বুমেরাং * কে কেন কিভাবে * মুক্ত বিহঙ্গ * কুচক্র * চাই সাম্রাজ্য * অনুপ্রবেশ

অনুপ্রবেশ-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৬৯

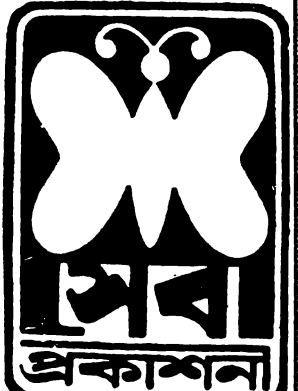

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৯০

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শরাফত খান

মুদ্রণে:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
দূরালাপন: ৪০৫৩৩২

শো-রূম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-169
ONUPROBESH-2
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে রাখলেও ক্ষতি নেই, শুধু নামের নিচে ঠিকানাটিও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। —লেখক।

ছুটি মঞ্জুর করার সময় এমন কিছু মন্তব্য করলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না মাসুদ রানা। লণ্ডন থেকে রওনা হয়েছে ও, কয়েকটা দেশ ঘুরে অস্ট্রিয়ার সালজবার্গে যাবে রাঙার মা'কে দেখতে, সফল অপারেশনের পর গুডবাই ক্লিনিকে সুস্থ হয়ে উঠছে বৃদ্ধা গৃহপরিচারিকা। ফেরিতে দু'জন তরুণ ডুবে মারা গেল, ছিনতাইকারীদের কবল থেকে কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনিকে উদ্ধার করলো রানা, ওকে অনুসরণরত একটা বি-এম-ডব্লিউ বিস্ফোরিত হলো, সেটাকে একটা রেনল্ট পাশ কাটাবার পরপরই। কুখ্যাত মাফিয়া অপরাধী আলডো বেলিকে দু'বার দেখলো রানা, দ্বিতীয়বার লাশটা। তারপর, আবার ওর সাথে দেখা হলো রোজিনা টরটেলিনির। ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, একটার সাথে আরেকটা জড়িয়ে আছে, এটুকু বুঝতে পারলেও, কেন এ-সব ঘটছে সে-সম্পর্কে রানার কোনো ধারণা নেই। এই সময় লণ্ডন থেকে বি. সি. আই. এজেন্ট সোহেল আহমেদ, ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, টেলিফোনে ওকে সতর্ক করে দিলো। ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আছে রানা। অফিশিয়াল নির্দেশ, নিজেকে চারদেয়ালের ভেতর আটকে রাখতে হবে। ইউরোপের বি. সি. আই. ও রানা এজেন্সির সব ক'জন এজেন্টের নড়াচড়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সামনে ব্যারিকেড তুলে দিয়ে। রোম থেকে আসছে রানার বন্ধু অজয় মুখার্জি, সে-ই ব্রিফিং করবে রানাকে। অজয় মুখার্জি ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট, তবে বি. সি. আই.

তাকে বিশ্বাস করে। তার কাছ থেকে হেড হান্ট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানতে পারলো রানা। ওর মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পুরনো শত্রু ইউনিয়ন কর্স অর্থাৎ হামিস এবার সুচতুর কৌশলে রানাকে খুন করার প্ল্যান করেছে। এসপিওনাজ জগতের বাঘা বাঘা সব শিকারী নাম লিখিয়েছে প্রতিযোগিতায়, রানার মাথা কেটে নিয়ে জিততে চায় পুরস্কারটা। বলাই বাহুল্য, অপরাধ জগতের রাঘব-বোয়ালরাও পুরস্কারের লোভটা সামলাতে পারেনি। রাহাত খান নির্দেশ দিয়েছেন, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে রানাকে।

অজয় মুখার্জির দু'জন লোক রানার পিছু পিছু আসছে একটা গাড়ি নিয়ে। রানা একা নয়, সাথে রোজিনাকেও জিম্মি হিসেবে রেখেছে ও, এই মুহূর্তে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। গুডবাই ক্লিনিকে ফোন করলো রানা, জানা গেল রাঙার মা ও শায়লাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। রাস্তা থেকে মলি মণ্টানা নামে অপরূপ সুন্দরী ও চঞ্চলা এক তরুণীকে গাড়িতে তুলে নিলো ওরা। রোজিনার স্কুল-ফ্রেণ্ড সে, আগেই ওদের দেখা হওয়ার কথা ছিলো। রোজিনার মতো মলিকেও সার্চ করলো রানা। কারো কাছেই কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি।

বিপদটা এলো অনুসরণরত গাড়িটা থেকে। মলি মণ্টানার হাতে পিস্তল দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। অজয় মুখার্জির দু'জন লোক যে গাড়িটায় ছিলো সেটায় আগুন ধরে গেল, আরোহীরা বাঁচলো না। মলি মণ্টানা সহাস্যে ব্যাখ্যা করলো, রানা

নিতান্তই ভদ্রলোক, সে ঠিক জায়গাটিতে হাতড়াতে পারেনি বলে অস্ত্রটা পায়নি। বি. সি. আই. ভিয়েনা প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য প্রার্থনা করলো রানা, অস্ট্রিয়া পুলিস যেন ঝামেলা না করে। ভিয়েনা প্রতিনিধি জানালো, ওদেরকে পাহারা দিয়ে সালজবার্গে নিয়ে যাবার জন্যে একদল পুলিস যাচ্ছে, সাথে কিডন্যাপিং কেসের তদন্তকারী অফিসারও থাকবে।

লোকটার নাম ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেন। তাকে দেখেই আঁতকে উঠলো মলি মন্টানা। গোটা অস্ট্রিয়ায় নাকি তার মতো অসৎ পুলিস অফিসার আর একজনও নেই। তার আশংকাই সত্যি প্রমাণিত হলো, ওদেরকে বন্দী করে ব্যক্তিগত একটা আস্তানায় আটকে রাখলো হার ট্রাইবেন। জানালো, তার এবং মাসুদ রানার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করার ব্যবস্থা করেছে সে। পুরস্কারের টাকাটা নিয়ে গা ঢাকা দেয়ার মতলব তার। একজন আগন্তুক দেখা করতে আসবে, তাই রানাকে একটা ঘরে আটকে রেখে চলে গেল সে। সময় বয়ে চললো, তার বা তার সঙ্গীদের কারো দেখা নেই। জানালা খুলে টেরেসে উঁকি দিলো রানা। চমকে উঠে দেখলো হার ট্রাইবেনের সঙ্গীরা টেরেসের চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছে, একটারও মাথা নেই। হার ট্রাইবেন ঝুলছে ফুলের টবের সাথে একটা রশির ডগায়, গলায় গাঁথা লোহার একটা হুক।

মলি মন্টানা আর রোজিনা টরটেলিনিকে উদ্ধার করলো রানা, ভিয়েনা প্রতিনিধিকে ফোন করে সব জানাবার পর ওকে বলা হলো, আরো বড় একজন পুলিস অফিসার ওদেরকে সালজবার্গে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আসছে। এরপর গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর

ডক্টর হ্যাগেনবাচ ফোন করলো রানাকে, কিডন্যাপাররা তার কানে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে। রানাকে নির্দেশ দেয়া হলো, হোটেল গোল্ডেনার লৎস-এ উঠতে হবে ওকে, ওদের জন্যে রুম রিজার্ভ করা হয়েছে। রাঙার মা'র গলাও শোনানো হলো রানাকে। পরবর্তী নির্দেশ হোটেলে ওঠার পর দেয়া হবে। পুলিসকে কিছু জানালে রাঙার মা ও শায়লাকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হবে সেখান থেকে কেউ কোনো দিন ফিরে আসে না।

হোটেল গোল্ডেনার লৎস-এ উঠলো রানা। শাওয়ার সারছে ও, বিবস্ত্র, এই সময় মুহূর্তের জন্যে দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল, আলো নিভে গেছে আগেই, ভেতরে ছেড়ে দেয়া হলো বিষধর একটা গোক্ষুর।

জীবনে কখনো এতো ভয় পায়নি রানা। ঘামে ভেজা নগ্ন শরীর নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলো, ওর দিকে পিস্তল তাক করে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে কাউন্টেস রোজিনা।

তারপর ?

এক

কঠিন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো রোজিনা, তারপর চোখ নামিয়ে হাতের পিস্তলটা দেখলো। 'ছোট্ট, কিন্তু ভারি সুন্দর, তাই না?' হাসলো সে, রানার মনে হলো তার চোখে যেন স্বস্তির খানিকটা ছায়া ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'নামাও ওটা,' ভারি গলায় বললো রানা। 'সেফটি ক্যাচ অন করে আমার দিক থেকে সরাও।'

রোজিনার মুখে চওড়া হলো হাসিটা। 'আমারও একই কথা, রানা। সরাও ওটা, আমার দিক থেকে সরাও!'

হঠাৎ সচেতন হলো রানা, এবং লজ্জা পেলো—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। হোটেলের তোয়ালেটা ঝট্ করে টেনে নিয়ে কোমরে পেঁচালো, দেখলো ছোট্ট পিস্তলটা সাদা সাসপেণ্ডারের সাথে আটকানো হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখছে রোজিনা।

'মলি এটা দিয়েছে আমাকে, ওরটার মতোই।' মুখ তুলে

রানার দিকে তাকালো রোজিনা, স্কার্টটা হাঁটুর নিচে নামাতে অযথা বেশি সময় নিলো, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো রানার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে কিনা। 'তুমি কিন্তু ভীতিকর, আপত্তিকর রকম ভদ্রলোক, মাসুদ রানা। এতোটা কোনো মেয়ে পছন্দ করবে কিনা সন্দেহ আছে আমার,' তার বলার সুরে যতোটা না কৌতুক তার চেয়ে বেশি হতাশা প্রকাশ পেলো, যদি না সেটা কৃত্রিম হয়ে থাকে। 'ভালো কথা, তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করেছি। স্ট্যাম্প এনেছি। বাথরুমে কি ঘটলো? মনে হলো কারো সাথে যুদ্ধ করছিলে? একবার একটু সন্দেহ হলো, তুমি বোধহয় সত্যিকার কোনো বিপদে পড়েছো।'

'সত্যিকার বিপদ, রোজিনা। আমাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে, এটা একটা জঙ্গল, এখানে হিংস্র পশুদের নিয়ম চলবে। হ্যাঁ, এ-যাত্রায় ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি আমি। যুদ্ধই বলতে পারো, একটা সাপের সাথে। গোক্ষুরের নাম তো নিশ্চয়ই তুমি শুনেছো। সাপটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। কে, আমার চেয়ে তুমিই বোধহয় ভালো বলতে পারবে।'

'সাপ?' রোজিনার বিস্ময় যেন বাধ মানছে না। 'সাপ, রানা? কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে বাথরুমে? কি বলছো! গোক্ষুর সাপ মানে তো নির্ঘাৎ মৃত্যু! তুমি মা···।'

'মারা যেতে পারতাম, হ্যাঁ। গোক্ষুরের বিষ মা-বাপ ডাকার সময়ও দেয় না। তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে বলবে?'

'নক করলাম, কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না।' টেবিলের ওপর স্ট্যাম্পগুলো রাখলো রোজিনা। 'তারপর আমি বুঝতে পারলাম,

দরজা আসলে খোলা রয়েছে। ভেতরে ঢুকেই আমি সাথে সাথে আলো জ্বালিনি, জ্বাললাম বাথরুমে ছুটোছুটির আওয়াজ পাবার পর। দেখি কি, কে যেন একটা চেয়ার ঠেকিয়ে বন্ধ করে রেখেছে শাওয়ারের দরজাটা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবলাম এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক—এ-ধরনের কৌতুক করে মলি খুব মজা পায়। তারপর আমি তোমার চিৎকার শুনলাম। লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি···।'

'আর তারপর লোড করা পিস্তল নিয়ে এখানে অপেক্ষায় থাকো?'

'মলি আমাকে শেখাচ্ছে কিভাবে এটা চালাতে হয়। তার ধারণা, আমার শেখাটা নাকি জরুরী।'

'আর আমি ভাবছি তোমাদের দু'জনেরই কেটে পড়াটা জরুরী। কিন্তু তোমরা তো আমার কথা শুনবে না। তুমি আমার আরেকটা উপকার করবে, রোজিনা?'

'আদেশ করো, রানা।'

রানা ভাবলো, রোজিনার আচরণ আশ্চর্য নরম, এমনকি সহানুভূতির ভাবটুকুও স্পষ্ট। তার মতো একটা মেয়ে কি কাউকে খুন করার জন্যে বাথরুমে বিষধর গোক্ষুর ছেড়ে দিতে পারে? তবে, যুক্তির বিচারে, মানতেই হবে যে রোজিনা টরটেলিনির পক্ষে যে-কোনো কাজ সম্ভবপর। 'আমাকে একজোড়া রাবার গ্লাভস আর অ্যান্টিসেপটিকের বড় একটা বোতল এনে দিতে পারো?'

'তুমি বললে আকাশের চাঁদও এনে দিতে পারি, রানা—এ আর এমন কি। বিশেষ কোনো ব্র্যাণ্ড?'

মাথা নাড়লো রানা। 'খুব কড়া কিছু হলেই হবে।'

রোজিনা চলে যেতে ফার্স্ট এইড কিট থেকে ছোটো বোতলটা বের করে হাতে অ্যান্টিসেপটিক মাখলো রানা, জিনিসটা অত্যন্ত কড়া হলেও মিষ্টি গন্ধ মেশানো আছে। এরপর কাপড় পরতে শুরু করলো ও।

মরা সাপটা কিভাবে কোথায় ফেলা যায় চিন্তা করছে রানা। উচিত হবে সাপটাকে পুড়িয়ে ফেলা, বাথরুমের মেঝেটা অ্যান্টি-সেপটিক দিয়ে ভালো করে ধোয়াও দরকার। ঝামেলা এড়িয়ে সময় বাঁচাতে হলে ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে পারে ও। হোটেল কর্মীরাই ব্যাপারটা সামলাতে পারবে। তবে ওদেরকে না জানানোই ভালো।

ধূসর রঙের কার্ডিন স্যুটটা পরলো রানা। গায়ে চড়ালো হালকা নীল শার্ট, সাথে সাদা ফোঁটা সহ নেভি ব্লু টাই। টেলি-ফোনের বেল বাজলো, রিসিভার তোলার সময় আড়চোখে টেপ মেশিনটার দিকে তাকালো একবার। কথা বলতে শুরু করে দেখলো, খুদে ক্যাসেটটা ঘুরছে। 'ইয়েস?'

'মিঃ রানা? কে কথা বলছেন, মিঃ রানা?' গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর ডক্টর হ্যাগেনবাচ তাঁর স্বভাব মতো চিৎকার করে কথা বলছেন অপরপ্রান্তে। হাঁপাচ্ছেন তিনি, আতংকে অস্থির।

'হ্যাঁ, হের ডক্টর। আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?'

'না, মিঃ রানা! না! ওরা আমাকে···ওরা আমাকে বলছে মেসেজটা যেন ঠিকভাবে বলি আপনাকে। আমি কি বোকামি করেছি তা-ও আপনাকে জানাতে বলছে।'

'বোকামি ? আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমি, মিঃ রানা। ওদের হয়ে আপনাকে আর কোনো মেসেজ দিতে আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম, ওদের কাজ ওরা নিজেরা করুক।'

'ফলে ওরা আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে ?'

'ওরা আমার···ওরা আমার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, মিঃ রানা। একজন পুরুষ মানুষের সাথে এরচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার আর কিছু হতে পারে না···।'

'কিন্তু আপনি তো ওদের কথামতোই কাজ করছিলেন, তাই না ?' জিজ্ঞেস করলো রানা, তারপর টেপ চালু রয়েছে মনে রেখে বলে গেল, 'মেয়ে দুটোকে নিয়ে ওরা আমাকে সালজবার্গে আসতে বললো, উঠতে বললো হোটেল গোল্ডেনার লৎস-এ, সবই তো আপনি আমাকে জানিয়েছেন। তারপর কি হলো যে ওদের নির্দেশ···।'

'আমি কোনো অপরাধে সহায়তা করতে চাইনি, মিঃ রানা,' প্রায় কেঁদে ফেললেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। 'ওরা বলছে, মেসেজটা তাড়াতাড়ি না বললে আবার ইলেকট্রিক শক দেবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, আমি শুনছি, আপনি বলে যান।'

ডাক্তার হ্যাগেনবাচ কিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারলো রানা। নির্যাতনের এটা একটা পুরনো নিয়ম, অত্যন্ত ফলপ্রসূও বটে—পুরুষাঙ্গের চারপাশে ধাতব টুপি পরিয়ে থেমে থেমে বিদ্যুৎ সরবরাহ। ইন্টারোগেট করতে আধুনিক ড্রাগস-এর চেয়ে এটা ফল দেয় অনেক তাড়াতাড়ি।

দ্রুত কথা বলে গেলেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ, আগের মতোই চিৎকার করে, মাঝে মধ্যে তাঁকে ফোঁপাতে শুনলো রানা। কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেলো, সুইচের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, ডাক্তার বেফাঁস কিছু বললেই টিপে দেবে। 'আপনাকে কাল প্যারিসে যেতে হবে,' বললেন তিনি। 'ওখানে পৌঁছুতে আপনার সময় লাগবে মাত্র একদিন। সোজা পথে গাড়ি চালিয়ে যাবেন আপনি, ওখানে হোটেল ইন্টারকনে আপনার জন্যে রুম রিজার্ভ করা থাকবে।'

'মেয়ে দুটো? আমার সাথে ওদেরকেও কি যেতে হবে?'

'যেতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই···বলুন, বুঝতে পেরেছেন আমার কথা? প্লিজ, বলুন, প্লিজ! আমার কথা বুঝতে পেরেছেন, মিঃ রানা···?'

'হ্যাঁ, কিন্তু···,' একটা আর্তচিৎকার বাধা দিলো রানাকে। সুইচটা কি অকারণে অন করা হলো? নাকি এদিক থেকে জবাব পেতে দেরি হচ্ছে দেখে মাশুল দিতে হলো বেচারা ডাক্তারকে? 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি।'

'গুড।' এবার ডাক্তার কথা বলছেন না। ফাঁপা একটা কণ্ঠস্বর, ভাঙা ভাঙা। 'গুড। আপনি প্যারিসে এলে আমাদের হাতে বন্দী ভদ্রমহিলাদের মস্ত উপকার করবেন, মিঃ রানা। আপনি না এলে হের ডাক্তারকে যেভাবে কষ্ট দেয়া হচ্ছে সেই একইভাবে জিম্মি দু'জনকেও কষ্ট দেয়া হবে। আবার আমরা প্যারিসে কথা বলবো, মিঃ রানা।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে মিনিয়েচার টেপ

মেশিনটা তুলে নিলো রানা। রিওয়াইণ্ড করে টেপটা চালালো ও, চমৎকার রেকর্ড হয়েছে। আর কিছু না হোক, এই তথ্যগুলো ভিয়েনা বা লণ্ডনে পাঠাতে পারবে ও। ফোন লাইনে ভেসে আসা শেষ কণ্ঠস্বরটা প্রতিধ্বনির মতো, সনাক্ত করতে এক্সপার্টদের সুবিধে হতে পারে। এমনকি টেরোরিস্টরা যদি ইলেকট্রনিক 'ভয়েস হ্যানকারচিফ'-ও ব্যবহার করে থাকে, তবু বি. সি. আই. বিশেষজ্ঞরা ওটা থেকে নিখুঁত ভয়েস প্রিণ্ট আদায় করতে সমর্থ হবে, রাহাত খান জানতে পারবেন কোন্ বিশেষ অপরাধী চক্রের সাথে লড়তে হচ্ছে রানাকে।

টেপ মেশিন থেকে ক্যাসেট খুলে এনভেলাপ ভরলো রানা, লণ্ডনের একটা নিরাপদ পোস্ট বক্স নম্বর এবং রাহাত খানের ছদ্ম-নাম লিখলো ওপরে। ক্যাসেটের গায়েও দু'একটা লাইন লিখে দিয়েছে। এনভেলাপ বন্ধ করে ওজন আন্দাজ করলো, তারপর স্ট্যাম্প লাগালো।

কাজ শেষ করেছে রানা, দরজায় টোকা পড়ার শব্দ জানিয়ে দিলো ফিরে এসেছে রোজিনা। সদ্য কেনা জিনিসগুলো বাদামি একটা কাগজের থলেতে ভরে নিয়ে এসেছে সে। ভেতরে ঢোকার পর আর সে বেরুতে চায় না। অবশেষে স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে পরামর্শ দিলো রানা, ওর জন্যে মলিকে নিয়ে বারে অপেক্ষা করা উচিত তার।

সাথে সাথে রোজিনার চেহারায় বিষণ্ন ভাব ফুটে উঠলো। 'আমি ভেবেছিলাম, আমাকে তোমার দরকার হতে পারে। ঠিক জানো রানা, আর কিছু লাগবে না তোমার?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা।

তবু নড়ে না রোজিনা, কি ভেবে যেন ইতস্তত করছে সে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কিছু বলবে?'

'একটা কথা,' ম্লান সুরে বললো রোজিনা। 'তুমি বললে, সাপটা কে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তা নাকি তোমার চেয়ে আমিই ভালো বলতে পারবো। আমি তোমার এই কথাটার অর্থ বুঝিনি। আসলে কি বলতে চেয়েছো, রানা?' রানার দিকে সরাসরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'অর্থ যদি বুঝে না থাকো, তাহলে ধরে নাও কিছুই আমি বলতে চাইনি তোমাকে,' স্মিত হেসে বললো রানা।

'অর্থ বুঝিনি বলাটা ঠিক হয়নি আমার। বুঝেছি, আর তাই মন খারাপ হয়ে গেছে আমার। রানা, তুমি আমাকে সন্দেহ করো?'

রোজিনার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে আবার হাসলো রানা। 'তুমি দারুণ সুন্দরী, জিনা। আমি যে পেশায় আছি, এই পেশায় সুন্দরী মেয়েদেরকে সাধারণত বিপজ্জনক ভূমিকাতেই দেখা যায়। যদিও তারমানে এই নয় যে তোমাকে আমি সন্দেহ করি। ধরে নাও না, সাপটা বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যাবার সময়, সে যে-ই হোক, তাকে তুমি দেখতে পেয়েছো কিনা জানতে চেয়েছি আমি।'

স্বস্তির ছায়া পড়লো রোজিনার চোখে। দীর্ঘশ্বাস চেপে কাঁধ ঝাঁকালো সে, ভঙ্গিটা এতো সুন্দর যে রোজিনাকে কাছে রাখার একটা ঝোঁক চাপলো রানার। কিন্তু না, হাতে সময় কম, কয়েকটা কাজও দ্রুত সারতে হবে। তাছাড়া, কে শত্রু বা কে মিত্র, এখনো তা বলার সময় আসেনি।

'ঠিক আছে, রোজিনা ?' তাকে বিদায় করার জন্যে জিজ্ঞেস করলো রানা।

ধীরে ধীরে মুখ তুললো রোজিনা। মৃদু, কোমল কণ্ঠে বললো, 'একটা খবর দিই তোমাকে, রানা। তোমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ভয়ানক বিস্ময়কর।'

'কি খবর, রোজিনা ?' ভুরু কুঁচকে মনোযোগী হলো রানা।

'তোমার প্রতি আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। কিভাবে বুঝতে পারছি, জানো ? তুমি আমাকে সন্দেহ করো চাই না করো, আমার মনে হয়েছে করো, আর সেজন্যে তোমার ওপর আমার রাগ হওয়া উচিত, সেটাই স্বাভাবিক, কারণ এ তো এক ধরনের অপমানই—কিন্তু অপমানও বোধ করছি না, রাগও হচ্ছে না। আমার লাগছে।'

'লাগছে,' শব্দটা এমন সুরে পুনরাবৃত্তি করলো রানা, যেন অর্থ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে ও।

'বুকে,' রানাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করলো রোজিনা।

'বুকে লাগছে,' আওড়ালো রানা, এগিয়ে এসে হাত দুটো তুলে দিলো রোজিনার কাঁধে, কাছে টানলো ওকে।

শুধু একজনের, রোজিনার, নিঃশ্বাস জোরালো হয়ে উঠলো, প্রায় হাঁপিয়ে উঠলো এক মুহূর্তেই। বাধা না দিয়ে রানার টানে সাড়া দিলো সে। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারলো না রানা, মনে পড়ে গেল প্রথমবার রোজিনাকে কাছে টানতে গিয়ে বাধা পেয়েছিল ও। শুরু করে এখন আর থামা যায় না, সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা কমলা রঙের ঠোঁট জোড়ার দিকে মুখ নামালো।

ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে ওকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলো রোজিনা। ছোট্ট করে, রুদ্ধশ্বাসে শুধু বললো, 'না।'

রানা অবাক। 'কেন?' বলেই বুঝলো, প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেছে।

'কারণ, তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছি বটে, কিন্তু এখনো নিজের সাথে বোঝাপড়া বাকি আছে। তোমাকে আরো ধৈর্য ধরতে হবে, রানা, সত্যিই যদি তুমি আন্তরিক হও।' হঠাৎ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো রোজিনা, রানার ঠোঁটে আলতোভাবে চুমো খেলো। 'আপাততঃ এর বেশি কিছু আশা করো না।'

রোজিনা কামরা ছেড়ে চলে যাবার পর কয়েক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। মনে হলে, যদিও স্পষ্ট নয়, কপালের দু'-পাশে আবার যেন ব্যথা করছে। রোজিনা সম্পর্কে কি ভাববে ঠিক বুঝতে পারলো না ও। হতে পারে মেয়েটা দক্ষ অভিনেত্রী, যা বলে গেল সবই বানানো গল্প, রানার চোখে নির্মল হবার চেষ্টা। আবার, এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি, এমনও হতে পারে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপাততঃ রোজিনার কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করলো ও।

অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে বাথরুমটা ধুতে পনেরো মিনিট লেগে গেল। সবশেষে কাগজের ব্যাগে সাপটা ভরলো রানা। কাজ-গুলো করার সময় ওর প্রাণের ওপর সর্বশেষ আক্রমণটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে, হামি-সের তরফ থেকেই করা হয়েছে হামলাটা। গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর ডঃ হ্যাগেনবাচকে তারাই জিম্মি করে রেখেছে, তাঁর মাধ্যমে মেসেজ পাঠাচ্ছে ওকে। তবু, রানা ভাবলো, হামিসের

কাজের যে ধারা, তার সাথে কি মেলে এটা—ওকে খুন করার জন্যে একটা সাপ ঢুকিয়ে দেবে ঘরে ?

নাকি হামিস নয়, অন্য কোনো সংগঠন ? সাপের কামড় খেয়ে রানা মারা যাবে, তারপর ওর গলা কাটার প্ল্যান করেছিল ? জানে, জীবিত রানার মাথা কেটে নেয়া সম্ভব নয় ? ওকে সাংঘাতিক ভয় পায় তারা ?

কাজটা যারাই করে থাকুক, প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে, পাওয়া মাত্র কাজে লাগাতে হয়েছে। জ্যান্ত একটা সাপকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সহজ কাজ নয়, সেটাকে থলে থেকে বের করে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দেয়াও অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার, নিজেরই কামড় খাবার ভয় আছে। এতো যার সাহস, সে এমন কাপুরুষের মতো আচরণ করলো কেন ? এ যেন পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা। হেড হান্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এমন নোংরা কাজ কি করবে তারা ? বরং কাজটার সাথে যেন সি. আই. এ. বা মোসাডের, এমন কি মাফিয়া সংগঠনগুলোরই বেশি মিল আছে।

রোজিনা প্রসঙ্গে আবার ফিরে এলো রানার মন। ও যখন মৃত্যুর সাথে নৃত্য করছে; এমন সময় ওকে উদ্ধার করার জন্যে উদয় হলো একজন। এর আগেও এ-ধরনের সাহায্য পেয়েছে রানা, এবারও পেতে বা পেতে যাচ্ছিলো। সময়মতো পৌঁছে ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিল এবার রোজিনা।

রোজিনা, কাউন্টেস রোজিনা, যার সাথে হঠাৎ রাস্তায় পরি-

চয়। ও কি সত্যিকার বিপজ্জনক একটা মেয়ে হতে পারে?

হোটেলের কিচেনে টেলিফোন করলো রানা। ব্যাখ্যা করলো, কিভাবে যেন ওর গাড়িতে কিছু খাবার রয়ে গেছে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ওদের কাছে একটা ইনসিনারেটর আছে কিনা। কিচেন থেকে একজন লোক পাঠানো হলো, ইনসিনারেটরের কাছে ওকে নিয়ে যাবে বলে। কাগজের থলেটা বহন করার অনুমতি চাইলো লোকটা, বললো, যা করার সেই করবে। রাজি না হয়ে লোকটাকে মোটা বখশিশ দিয়ে বিদায় করলো রানা, জানালো, খাবারগুলোকে নিজের চোখে পুড়তে দেখবে সে।

এরইমধ্যে ছ'টা দশ বেজে গেছে। বারে যাবার আগে নিজের কামরায় আবার ফিরে এলো রানা, অ্যান্টিসেপটিকের অবশিষ্ট গন্ধ চাপা দেয়ার জন্যে গায়ে কোলন মাখলো।

এতোক্ষণ ধরে কি করছিল ও, শোনার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করলো রোজিনা আর মলি, রানা এড়িয়ে গিয়ে শুধু বললো, সময় হলে সবই জানতে পারবে ওরা। আপাততঃ কোনো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো নয়, তারচেয়ে জীবনের মধুর জিনিসগুলো উপভোগ করা উচিত, তাতে মনে প্রশান্তি আসে, আর মনে প্রশান্তি এলে আয়ু বাড়ে। বারে বসে পান করার পর মলির রিজার্ভ করা টেবিলে উঠে গেল ওরা, বিখ্যাত ভিয়েনিজ বয়েলড বীফ ডিশ পরিবেশন করা হলো ওদেরকে। দুনিয়ার অন্য কোনো বয়েলড বীফের সাথে এটার কোনো মিল নেই, এমন মুখরোচক অভিজ্ঞতা খুব কমই হয়েছে রানার। একই সাথে পরিবেশিত হলো ভেজিটেবল সস, সাথে ক্রীম লাগানো আলু ভাজা।

ডিনার সেরে রাস্তায় নেমে এলো ওরা, সারি সারি দোকানের জানালার পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকলো। খোলা বাতাস দরকার বলে ওদেরকে বের করে এনেছে রানা, আসলে সম্ভাব্য আড়িপাতা যন্ত্র থেকে দূরে সরে থাকার ইচ্ছে ওর।

'বেশি খাওয়া হয়ে গেছে,' বললো মলি মণ্টানা, নাভির ওপর একটা হাত বুলালো।

'আজ রাতে শরীরের ওপর ধকল যাবে, কাজেই অতিরিক্ত খাবারটুকু দরকার ছিলো,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা।

'প্রতিশ্রুতি, শুধু প্রতিশ্রুতি,' বিড়বিড় করলো রোজিনা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেললো বারকয়েক। 'কারো হাত ধরে স্বপ্নের জগতে চলে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। নিজেকে আমার পোষা হরিণ মনে হচ্ছে, আদর করে ডাকলেই কাছে যাবো। বলো, রানা, কেন ভাবছো আজ রাতে ধকল যাবে শরীরের ওপর?'

'গাড়ি নিয়ে প্যারিসে যাচ্ছি আমরা,' বললো রানা। 'তোমরা আমাকে আগেই জানিয়েছো, দু'জনেই আমার সাথে থাকবে। যারা আমাকে হুকুম দিয়ে চরকির মতো ঘোরাচ্ছে, তারাও জানিয়েছে তোমাদেরকে আমার সঙ্গিনী হতে হবে। ওদের কথা না শুনে আমার কোনো উপায় নেই, কারণ আমার অত্যন্ত পুরনো এক শুভানুধ্যায়ী ও অত্যন্ত প্রিয় একজন কলিগ সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছে। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'অবশ্যই আমরাও প্যারিসে যাচ্ছি,' সোজা-সাপ্টা বললো রোজিনা।

'ফেলে যাবার চেষ্টা করেই একবার দেখো না!' হুমকির সুরে

বললো মলি।

'ওদের নির্দেশ পুরোপুরি মানছি না আমি,' বললো রানা। 'ওরা বলেছে, কাল আমাদেরকে রওনা হতে হবে। এরমানে হলো, ওরা চাইছে আমরা দিনের বেলা রওনা হই। কিন্তু আমরা রওনা হবো মাঝরাতের খানিক পর। নির্দেশ মানিনি বলে অভিযোগ করলে আমি বলতে পারবো, আগামী কাল রওনা হতে বলেছিলে, তাই হয়েছি। লাভ হতে পারে এইটুক যে, আমরা হয়তো ওদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকবো। বলা যায় না, ব্যাপারটা ওদেরকে ভারসাম্য হারাতে সাহায্য করতে পারে।'

সিদ্ধান্ত হলো, কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায় গাড়ির কাছে মিলিত হবে ওরা। হোটেল গোল্ডেনার লৎস-এর দিকে ফেরার পথে একটা লেটার বক্সের সামনে মুহূর্তের জন্যে থামলো রানা, বুক পকেটের এনভেলাপটা চুপিসারে ফেলে দিলো বাক্সের ভেতর। কাজটা নিখুঁতভাবে করা হলো, মাত্র দু'সেকেণ্ডের মধ্যে। রানা প্রায় নিশ্চিত, রোজিনা বা মলি কিছুই দেখার সুযোগ পায়নি।

রাত দশটার কিছু পর নিজের কামরায় ফিরে এলো রানা। আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিফকেস আর ব্যাগ গুছানো শেষ করলো, কাপড় পাল্টে পরে নিলো জিনস আর জ্যাকেট। ব্যাটন আর এ. এস. পি.-টা সাথেই রয়েছে। হাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময়, হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতা বানচাল করে দিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকা যায় তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো ও।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার। ওকে খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে কৌশলে। প্রতিবার, হামলার মুহূর্তে বা হামলার প্রস্তুতি চলার

সময়, কেউ একজন ধূমকেতুর মতো উদয় হয়ে ওর প্রাণ রক্ষা করছে —ধরে নেয়া চলে, নাটকের শেষ দৃশ্যে ওকে বহাল তবিয়তে উপস্থিত রাখার স্বার্থে। রানা জানে, কাউকে বিশ্বাস করার উপায় নেই ওর, বিশেষ করে রোজিনাকে তো নয়ই, কারণ ওকে করার ভূমিকায় অভিনয় করে ওর বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করেছে সে।

এখন প্রশ্ন হলো, পরিস্থিতির ওপর কিভাবে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া যায়। হঠাৎ করেই হ্যাগেনবাচের কথা মনে পড়ে গেল। বেচারা নিরীহ ডাক্তারকে তাঁরই ক্লিনিকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে অস্ত্রের মুখে। সন্দেহ নেই, গুডবাই ক্লিনিকে অস্থায়ী ঘাঁটি গেড়েছে কিডন্যাপাররা। এই ঘাঁটিতে হামলা চালানো গেলে একটা কাজের কাজ হয়। শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে, রানা তাদের নির্দেশ মতো কাজ করবে। ঘাঁটিতে তারা কোনো আক্রমণ আশা করছে না। সালজবার্গ থেকে গুডবাই ক্লিনিক মাত্র পনেরো মিনিটের পথ। ভালো একটা গাড়ি পেলে সময়ের অনটনে পড়তে হবে না রানাকে।

তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ও। নিচে নেমে রিসেপশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করলো, এই মুহূর্তে কি ধরনের ভাড়াটে গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। অন্তত এবার ভাগ্য ওর অনুকূলে, পাওয়া গেল একটা স্যাব নাইন হানড্রেড টার্বো। স্যাব আগেও চালিয়েছে রানা, পরিচিত গাড়ি। এইমাত্র গ্যারেজে ফিরে এসেছে ওটা। টেলিফোন করে সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হলো। হোটেল থেকে খানিকটা দূরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে স্যাব, হেঁটে যেতে চার মিনিট লাগবে।

ক্রেডিট কার্ডের বিশদ বিবরণ লিখে নিচ্ছে ক্লার্ক, ফোন বুদে ঢুকে মলির নম্বরে ডায়াল করলো রানা। অপরপ্রান্তে সাথে সাথে রিসিভার তুললো মলি। 'ইয়েস?'

'কিছু বলো না, শুধু শুনে যাও,' নিচু গলায় বললো রানা। 'তোমার কামরায় অপেক্ষা করো। রওনা হতে এক ঘণ্টার মতো দেরি হতে পারে আমার। রোজিনাকে জানিয়ো।'

রাজি হলো মলি, তবে গলা শুনে মনে হলো ভারি বিস্মিত হয়েছে। ডেস্কে ফিরে এসে রানা দেখলো, আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পর, খোশমেজাজী প্রতিনিধির কাছ থেকে গাড়িটা বুঝে নিয়ে, গুডবাই ক্লিনিক অভিমুখে রওনা হয়ে গেল রানা। পাহাড়ী পথ ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটলো গাড়ি, পিছনে ফেলে এলো সালজবার্গকে।

প্রধান রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে গুডবাই ক্লিনিক, আশপাশে বাড়ি-ঘর বা কল-কারখানা না থাকায় পরিবেশ দূষণের ভয় নেই। মেইন রোডটায় গাড়ি চলাচল দিনের বেলাতেই কম, গভীর রাতে একদম ফাঁকা পড়ে আছে। তবে স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো ঠিকমতোই জ্বলছে, খানিক পর পর একটা করে টেলিফোন বুদও দেখলো রানা। এই পথ দিয়ে আগেও এসেছে ও, জানে কখন ডান দিকে মোড় ঘুরতে হবে।

রাস্তার দু'পাশে গভীর বনভূমি। গাড়ির ভেতর থাকলেও, কেন যেন সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলো রানা। নিস্তব্ধ, নির্জন রাতও অনেক সময় ভয় পাইয়ে দিতে পারে মানুষকে, গা ছমছম

করে ওঠে। একটা আলোকিত টেলিফোন বুদ পেরিয়ে এলো গাড়ি। ঘাড় ফিরিয়ে খালি বুদটার দিকে তাকিয়ে ছিলো ও, তা না হলে আলোর প্রতিফলনটা দেখতেই পেতো না। বুদের পিছনে ও দু'পাশে জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ভেতর থেকে কি যেন একটা চকচক করে উঠলো, আবছা আলোর মতো।

গাড়ির গতি কমালো না রানা, ডান দিকের বাঁকটা সামনে চলে এসেছে।

বাঁক ঘুরলো রানা, ব্রেক কষে দাঁড় করালো গাড়ি, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নিচে নেমেই ছুটলো ফিরতি পথে। জঙ্গলের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকালো ফেলে আসা বুদটার দিকে।

ভুল দেখেনি রানা। বুদের পাশে, জঙ্গলের ভেতর, নিশ্চয়ই কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত স্যাব-এর আলো লেগে গাড়িটার কাঁচ চকচক করে ওঠে। অন্তত ওখানে যে একজন লোক অপেক্ষা করছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটাকে এই মুহূর্তে দেখতেও পাচ্ছে রানা। টেলিফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করছে সে।

সময় নষ্ট না করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটলো রানা। পায়ের শব্দ হচ্ছে, গ্রাহ্য করলো না। বুদের ভেতর থেকে লোকটা শুনতে পাবে বলে মনে হয় না। হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে গেল ও, দেখলো ওর অনুমানই ঠিক। জঙ্গলের ভেতর ছোটো একটা গাড়ি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গাড়ির সামনে দিয়ে নিঃশব্দে এগোলো রানা, টেলিফোন বুদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। বুদের তিনপাশে কাচ, শুধু পিছনে কাঠের দেয়াল।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেলো রানা, কথাবার্তা ইতো-মধ্যে শেষ করেছে লোকটা। দরজা খুলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলো সে, জঙ্গলে ঢোকার জন্যে ছুট দিলো। গাড়ি নিয়ে সম্ভবত রানাকেই অনুসরণ করতে চায়।

'একটু দাঁড়াও,' লোকটার পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে বললো রানা, এ. এস. পি.-টা বেরিয়ে এসেছে হাতে। 'দুটো কথা বলি।'

পিলে চমকে উঠলো, তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা। মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই ঘাড় ফেরাতে শুরু করে পকেটের দিকে হাত তুললো সে।

'মরতে চাও নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, এ. এস. পি.-টা লোকটার শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে ধরে আছে ও। 'হাত দুটো মাথার দু'পাশে তুলে ঘোরো, আস্তে-ধীরে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানা আর ওর অস্ত্রটা দেখে নিয়েছে লোকটা, নির্দেশ পালন করতে দ্বিধা করলো না। বয়স খুব বেশি নয়, ত্রিশ কি বত্রিশ হবে, আন্দাজ করলো রানা। জার্মান বা অস্ট্রীয়-জার্মান বলে মনে হলো। এই বয়সেই মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। ভোঁতা চেহারা, কিন্তু চোখ দুটো অসম্ভব চঞ্চল।

'ভয় পেয়ো না,' তাকে আশ্বস্ত করলো রানা। 'তুমি যদি সত্যি কথা বলো, আমি তোমার যম নই। কাকে ফোন করলে?' জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো ও।

লোকটা জবাব না দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

'জঙ্গলে গাড়ি রেখে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলে, তাই না?' শান্তসুরে উত্তর চাইলো রানা। 'হোটেল থেকে কেউ টেলি-

ফোন করে তোমাকে জানিয়েছে, একটা স্যাব নিয়ে রওনা হয়ে গেছি আমি, ঠিক ?'

লোকটা নিরুত্তর। বিস্ময়ের ঘোর এখনো তার কাটেনি।

'আর গুডবাই ক্লিনিকে ফোন করে তুমি জানালে, আমি আসছি, তাই না ?'

লোকটা জবাব দিলো না।

'উত্তর না পেলে আমি কি করবো, জানো ? ইঁদুর মেরে হাত গন্ধ করার অভ্যেস নেই, আবার তোমাকে সচল রাখাও সম্ভব নয়, তাই শুধু তোমার একটা হাঁটু গুঁড়িয়ে দেবো।' এ. এস. পি.-টা লোকটার হাঁটুর দিকে তাক করলো রানা। 'রেডি ?'

'হ্যাঁ···মানে···না···মানে হ্যাঁ, জবাব দেবো।' শূন্যে হাত তোলা অবস্থায় এক পা পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলো লোকটা।

বাম পা পিছিয়েছে, ডান পা তোলার আগেই ধমক দিলো রানা, 'নড়বে না। কাকে ফোন করলে ?'

'গুডবাই ক্লিনিকে···নাম জানি না। আমাকে খবর শোনা আর পাঠাবার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে, যীশুর কিরে আর কিছু আমি জানি না।'

'বিশ্বাস করলাম,' বললো রানা। 'গুডবাই ক্লিনিকে ওরা ক'জন লোক ?' লোকটা ইতস্তত করছে দেখে রানা আবার বললো, 'আমার যদি মনে হয় তুমি সত্যি কথা বলছো না, তাহলেও গুলি করবো।'

'আমি ছাড়া আরো দু'জন পাহারায় আছে, গেটের পাশে একজন, বাগানের ভেতর আরেকজন। ভেতরে আছে তিন কি

চারজন; আমি ঠিক জানি না।'

'ভেতরে তুমি গেছো?'

লোকটা মাথা নাড়লো।

'আর আমার হোটেল থেকে যে তোমাকে ফোন করলো, তার কথা বলছো না যে?'

'যতোটুকু জানি আমি, হোটেলের আশপাশেই থাকার কথা তার।'

'ডাক্তার হ্যাগেনবাচকে ওরা কোথায় আটকে রেখেছে জানো?'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়লো লোকটা। গলা শুকিয়ে গেছে, ঢোক গিললো।

'ফোনে কি বললে তুমি ওদেরকে?'

'বললাম, আপনি আমাকে পাশ কাটিয়েছেন, ক্লিনিকে পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই।'

দ্রুত চিন্তা করলো রানা। কিডন্যাপাররা জানে, ও আসছে। অবশ্যই ওর জন্যে একটা অভ্যর্থনা কমিটি অপেক্ষা করবে। তবে, সে-ও জানে যে তার জন্যে একটা ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। আরো জানে, পাহারা আছে গেটে আর বাগানে। ঝুঁকিটা নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো রানা। রাঙার মা আর শায়লার জন্যেই বেচারা ডাক্তার হ্যাগেনবাচ নির্যাতন ভোগ করছেন, তাঁকে উদ্ধার করা উচিত। কিডন্যাপারদের দু'একজনকে ধরতে পারলেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। 'পেছনে ফেরো!' লোকটাকে নির্দেশ দিলো ও। 'তোমার হাত দুটো বাঁধবো।'

পিছন ফিরলো লোকটা, প্রথমে হাত না বেঁধে এ. এস. পি.-র

বাঁট দিয়ে তার মাথার মাঝখানে সজোরে একটা বাড়ি মারলো রানা। কোন শব্দ না করে জ্ঞান হারালো অস্ট্রীয়-জার্মান, তাকে এক হাতের ভাঁজে আটকালো রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিলো নিচু করা কাঁধে। জঙ্গলের কিনারা পেরিয়ে এসে ছোটো গাড়ির ভেতর অজ্ঞান দেহটা নামিয়ে রাখলো ও। পালস পরীক্ষা করলো। জ্ঞান ফিরবে, তবে ঘণ্টাখানেকের আগে নয়। সবশেষে পকেট থেকে নাইলন কর্ড বের করে লোকটার হাত আর পা শক্ত করে বাঁধলো।

স্যাব টার্বোয় ফিরে এসে স্টার্ট দিলো রানা, মনে মনে একটা কৌশল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। কিডন্যাপাররা বন্দী করার চেষ্টা করবে ওকে, তার আগে ওরা চাইবে ওকে কোণঠাসা করতে। এটা ধরে নিয়ে কৌশলটা কাজে লাগাতে হবে রানাকে। যতোটা সম্ভব শত্রুপক্ষের লোকবল কমিয়ে আনার চেষ্টা করবে ও।

দূর থেকে ক্লিনিকের গেট দেখা গেল, গুডবাই সাইনবোর্ডের মাথায় শেড পরানো একটামাত্র বালব জ্বলছে, আশপাশের অন্ধকার তাতে দূর হয়নি। গেটের পাশে ছোট্ট একটা খুপরি, ভেতরে অন্ধকার। রানা ধারণা করলো, ওটার ভেতরই কিডন্যাপাররা একজনকে পাহারায় বসিয়েছে।

বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি থামালো রানা। এ. এস. পি.-টা হোলস্টারে ফিরে গেছে, তবে প্রয়োজনে এক নিমেষে বের করতে পারবে। গাড়ি থেকে নেমে শান্তভাবে গেটের দিকে এগোলো, দেখলো লোহার গেটে কোনো তালা নেই। ঠেলা দিয়ে পুরোপুরি খুললো গেটটা, ফিরে এসে গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ধনুকের

মতো বেঁকে গেছে সামনের পথ, একপাশে সবুজ ঘাস নিয়ে বড়সড় মাঠ, আরেক পাশে বাগান। বাগানটা অন্ধকার, আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখলো না রানা। গাড়ি-বারান্দায় থামলো স্যাব।

তিনটে ধাপ বেয়ে কাঁচের একটা দরজা পেরোলো রানা। করিডরে ডাক্তার বা নার্স কেউ নেই। দরজার পাশে, একটা থামের আড়ালে বসে পড়লো ও। কাঁচের ভেতর দিয়ে গেটটা দেখতে পেলো না, তবে বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো এক লোককে। দরজার দিকে নয়, ধনুক আকৃতির পথের মাঝামাঝি একটা জায়গা লক্ষ্য করে বেরিয়ে আসছে সে।

গাড়ি-পথে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো লোকটা, পাঁচ-সাত সেকেণ্ড পর গেটের দিক থেকে আরেকজন লোক এসে তার সাথে মিলিত হলো। মাত্র দু'একটা কথা হলো, দ্বিতীয় লোকটা আবার গেটের দিকে ফেরার জন্যে হাঁটা ধরলো। প্রথম লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ি-বারান্দায় উঠে আসার পর তার হাতে একটা পিস্তল দেখলো রানা।

কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে হাঁটুর নিচে শক্ত হাড়ে রানার বুটের প্রচণ্ড একটা লাথি খেলো সে। আর্তনাদ করে ওঠার আগেই এক ঝটকায় সিধে হয়ে তার মুখে বাম হাতটা চেপে ধরলো রানা, সেই সাথে এ. এস. পি.-র মাজল দিয়ে সবেগে গুঁতো মারলো সোলার প্লেকসাসে। রানার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো দেহটা।

করিডর ধরে টেনে-হিঁচড়ে অজ্ঞান দেহটাকে একটা ঝুল-বারা-

ন্দায় নিয়ে এলো রানা, এক সারি টবের আড়ালে শোয়ালো। লোকটার হাত-পা বেঁধে মুখে খানিকটা কাপড় গুঁজে দিলো।

ক্লিনিকের আরেক পাশ দিয়ে, একটা ঝুল-বারান্দার রেলিং টপকে অন্ধকার মাঠে নামলো রানা। গেটের পাশে ছোট্ট খুপরির ভেতর নিচু গলায় টেলিফোনে কথা বলা মাত্র শেষ করেছে দ্বিতীয় লোকটা, জানালা দিয়ে এ. এস. পি.-টা গলিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারলো ও।

করিডরে ফিরে এসে শুরু হলো কিডন্যাপার বা ডাক্তার হ্যাগেনবাচকে খোঁজার পালা। কয়েকটা কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, রোগীদের নাক ডাকার আওয়াজ পেলো রানা। একটা হলরুমে দু'জন নার্স গল্প করছে, দরজার দিকে পিছন ফিরে। এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আরেক দরজায় ঢুকলো একজন ডাক্তার, হাতে হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। রানাকে দেখতে পায়নি। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর ডক্টর হ্যাগেনবাচের অফিস কামরার দিকে এগোচ্ছে ও।

করিডরটা অন্ধকার, তবে অফিস কামরার ভেতর আলো জ্বলছে, দরজাও খোলা। কারা যেন কথা বলছে ভেতরে। পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে কান পাতলো রানা। ডক্টর হ্যাগেনবাচের গলা পরিষ্কার চিনতে পারলো ও। যা স্বভাব, অকারণ চিৎকার করে কথা বলছেন।

'আমি নিরীহ একজন ডাক্তার, আমাকে জিম্মি রেখে আপনারা ভয়ানক অন্যায় করছেন। রোগীদের আমাকে দরকার,' বিনীত, আবেদনের সুরে বললেন তিনি। 'আপনাদের উদ্দেশ্য

যাই হোক, আমি কোনো কাজে লাগবো না···।'

'ইতিমধ্যে আপনি আমাদের যথেষ্ট কাজ করেছেন, হের ডাক্তার,' আরেকটা গলা শুনতে পেলো রানা। 'তবে উপকার করেছেন বলে উপকার পাবেন, এমনটি আশা করবেন না। বুঝতেই পারছেন, আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। বিশ মিলিয়ন ডলারের মাথাসহ মাসুদ রানাকে আমরা হাতে পাই, সাথে সাথে আপনার ক্লিনিক ছেড়ে চলে যাবো। অধৈর্য হবেন না, আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। মাসুদ রানা নিজেই আমাদের হাতে ধরা দিতে আসছে। ও ধরা পড়ার পর, আপনাকে আমরা চিরকাল শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করবো।'

'যতোটা গর্জে ততোটা বর্ষে না,' নতুন আরেকটা গলা শুনতে পেলো রানা, সেই সাথে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা। এক নিমেষে শরীরের সব রক্ত হিম হয়ে গেল ওর।

তৃতীয় লোকটা বলে চলেছে, 'এসপিওনাজ জগতে সবাই বলাবলি করে, মাসুদ রানা নাকি অজেয়, তাকে কাবু করার সাধ্য নাকি কারো নেই। আমার অবশ্য কখনোই তা মনে হয়নি। এতোদিন ওর বিরুদ্ধে কিছু করিনি বা করার কথা ভাবিনি, কারণ—কি লাভ! কিন্তু যখন দেখলাম বিশ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, ওর সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে হলো। উপলব্ধি করলাম, রানার ব্যক্তিত্ব আসলে আমি সহ্য করতে পারি না। আরো উপলব্ধি করলাম, ওকে আমি তেমন একটা বুদ্ধিমান বলেও মনে করি না। এমনকি, নতুন করে ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, আমাদের বন্ধুত্বটা আসলে লোক-দেখানো, ভেতরে ভেতরে

আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।'

শিউরে উঠলো রানা। গলার আওয়াজটা এমন একজনের, এই পরিস্থিতিতে শুনতে পাবে বলে কল্পনাও করেনি। গভীর একটা শ্বাস টানলো ও, আস্তে করে পর্দাটা ধরে সামান্য একটু সরালো। ভেতরে উঁকি দিলো সাবধানে।

ডাক্তার হ্যাগেনবাচ একটা চেয়ারে বসে আছেন, চেয়ারের হাতা আর পায়ার সাথে তাঁর হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা। তাঁর পিছনে একটা বুককেস, বই-পত্র সব সরিয়ে দিয়ে রাখা হয়েছে একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার। রেডিওর সামনে চওড়া কাঁধ নিয়ে বসে রয়েছে এক লোক। ডাক্তারের সরাসরি পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেক লোক। তৃতীয় লোকটা যেন দু'পেয়ে একটা দৈত্য, হ্যাগেনবাচের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, পা দুটো ফাঁক করে। গলার আওয়াজের মতো, দেখার সাথে সাথে চেহারাটাও চিনতে পারলো রানা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তিনজনই ওরা সশস্ত্র। ডাক্তারের পিছনে দাঁড়ানো লোকটার হাতে একটা সাবমেশিনগান, দরজা ও ডাক্তারকে কাভার দিচ্ছে সে। রেডিও অপারেটরের হাতের কাছে রয়েছে একটা পিস্তল। আর তৃতীয় লোকটার রিভলভার রয়েছে কোমরে জড়ানো হোল-স্টারে।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। ঝুঁকি নেয়ায় এতোদূর আসতে পেরেছে ও, তবে যা অর্জন করেছে তা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে আবার যদি বোকার মতো ঝুঁকি নেয় সে।

এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা রাখলো রানা, বাগিয়ে

ধরা এ. এস. পি. থেকে গুলি করলো চারটে।

দুটো বুলেট হ্যাগেনবাচের পিছনে দাঁড়ানো লোকটার বুক ঝাঁঝরা করে দিলো। বাকি দুটো সেঁধিয়ে গেল রেডিও অপারেটরের পিঠে, শিরদাঁড়া চুরমার করে দিয়ে। তৃতীয় লোকটা, দৈত্যাকার, চরকির মতো আধপাক ঘুরলো, হাঁ হয়ে আছে মুখ, হাত উঠে আসছে কোমরে।

'থামো, অজয়! নড়েছো কি পা দুটো হারিয়েছো!'

অজয় মুখার্জি, ভারতীয় এসপিওনাজ এজেন্ট, বি. সি. আই.-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত, রানার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, স্থির পাথর হয়ে গেল। তার মুখ হিংস্র নেকড়ের মতো বাঁকা হয়ে আছে। সাবধানে এগিয়ে এসে তার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা তুলে নিলো রানা।

'মিঃ রানা? আ-আপনি কি-কিভাবে···,' কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে এলো ডাক্তার হ্যাগেনবাচের গলা থেকে।

'তুমি শেষ হয়ে গেছো, রানা। আমাকে নিয়ে যাই তুমি করো, তোমার দিন শেষ।' এখনো নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিতে পারেনি অজয় মুখার্জি, তবে ভাব দেখালো সে তার আত্মবিশ্বাস হারায়নি।

'নিজে হেরে গেছো, হেরে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছো আরেক জুজুর।' হাসলো রানা, ওর হাসিতে জয়ের উল্লাস বা প্রতিশোধের হিংস্র কোনো ভাব ফুটলো না। 'তারচেয়ে বেঈমানী সম্পর্কে কিছু বলো। এ-কাজ কেন করলে তুমি, অজয়? বিশ মিলিয়ন ডলার তোমার কাছে এতোই বড় হলো?'

জবাব দিলো না অজয়, জানে আড়াল থেকে ওর কথা শুনেছে রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'আমার লোকজন···।'

'যাকে তুমি বোকা বলে মনে করো, সেই মাসুদ রানা ওদের সব ক'টাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কে তোমাকে আমার মাথা কাটার সাহস যোগান দিলো, অজয়? তোমাকে আমি চিনি, তোমার একার পক্ষে এ-কাজে হাত দেয়া সম্ভব নয়। কাদের সাথে হাত মিলিয়েছো তুমি? মোসাড?'

'কে. জি. বি.-র কয়েকজন এজেন্টের সাথে অনেক দিন থেকেই খাতির রয়েছে আমার, রানা,' খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললো অজয় মুখার্জি, কি যেন ভাবছে সে। 'সেজন্যেই বলছি, তোমার দিন শেষ। ওরা যদি না-ও পারে, আরো অন্তত পঞ্চাশটা পার্টি আছে, ক'জনকে তুমি এড়াবে? যাই বলো, চাল একটা ভারি সুন্দর চেলেছে হার্মিস।'

'ওদের সাথে তোমার খাতিরের কথা সুপ্রিয়া কি জানে?'

'না! সুপ্রিয়া কেন জানবে!'

'কে. জি. বি. এজেন্টদের চালাকিটা তুমি ধরতে পারোনি, অজয়,' বললো রানা। 'ওরা তোমাকে কসাইয়ের দায়িত্বটা দিয়ে নিজেদের আড়ালে রেখেছে। আমার মাথা তুমি যদি কাটতেও পারতে, তোমার কপালে বিশ হাজার ডলারও জুটতো কিনা সন্দেহ।'

ডাক্তার হ্যাগেনবাচ বললেন, 'প্লিজ, মিঃ রানা, প্লিজ! আমাকে মুক্ত করুন, প্লিজ।'

রানা এরপর কি করে, গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে অজয় মুখার্জি। ক্ষীণ, বাঁকা একটু হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

দুই

সময় নষ্ট করতে রাজি নয় রানা। শত্রুকে কথা বলতে দেয়ার বিপদ সম্পর্কে জানা আছে ওর। সময় পাবার কৌশলটা নিজেও বহুবার ব্যবহার করেছে ও, জানে চেহারায় কৌতুক আর কৌতূহলের ভাব ফুটিয়ে সেই কৌশলটাই প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে অজয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, কঠিন ভাষায়, দেয়ালের কাছ থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলো অজয়কে। 'হাত দুটো লম্বা করো, দেয়ালে তালু ঠেকাও। পা ফাঁক করো।'

পা ফাঁক করলো অজয়, কিন্তু দেয়ালের দিকে ফিরলো না, জানতে চাইলো, 'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তুমি?'

এ. এস. পি.-টা এক চুল নাড়লো রানা, অজয়ের তলপেট লক্ষ্য করে ধরেছে ওটা। 'যা বলছি করো,' ঠাণ্ডা সুরে বললো রানা। 'সময় নষ্ট করো না। দেখতেই পাবে কি করা হবে।'

রানার চোখে কি দেখলো সে-ই জানে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করলো অজয়।

'পা দুটো আরো পিছিয়ে আনো,' বললো রানা। এই ভঙ্গিতে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না অজয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোলো এবার রানা, সার্চ করলো অজয়কে। ছোট্ট একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন চীফ'স স্পেশাল রিভলভার পাওয়া গেল শিরদাঁড়ার কাছে, ট্রাউজারে গোঁজা অবস্থায়। খুদে আরো একটা পিস্তল রয়েছে, টেপ দিয়ে বাম হাঁটুর নিচে আটকানো। ডান পায়ের গোড়ালির ওপরে খাপসহ পাওয়া গেল একটা ছোট্ট ছুরি। পিস্তলটা ডেস্কের দিকে ছুঁড়ে দিলো ও। নেড়েচেড়ে দেখলো ছুরিটা। 'অনেক দিন এ-ধরনের জিনিস দেখিনি। শিরদাঁড়ার নিচের ফুটোয় গ্রেনেড ঢুকিয়ে রাখোনি তো?' রানা হাসলো না। 'তুমি দেখছি সচল একটা অস্ত্রের ভাণ্ডার, অজয়। সাবধান, টেরোরিস্টরা লুঠ করার জন্যে তোমার ভেতর হানা দিতে পারে।'

'এই খেলায় কারো চেয়ে কোনো অংশে কম সতর্ক নই আমি, রানা,' বাঁকা হাসিটুকু অজয়ের মুখে ফিরে এলো আবার। 'দু'-একটা কৌশল এখনো আমার আস্তিনে লুকানো আছে।' কথাটা শেষ করার সাথে সাথে শরীরটা ঢিল করে দিলো সে, ঢলে পড়লো মেঝেতে, আবার উঠে বসতে চেষ্টা করলো, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়ালো ডেস্কে পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে।

'উঁহুঁ, ভুলে যাও!' কঠিন সুরে বললো রানা, এ. এস. পি. তাক করলো অজয়ের মাথার পিছনে।

এখনো আশা ছাড়েনি অজয়, কাজেই মরতে তার আপত্তি আছে। স্থির হয়ে গেল সে, হাতটা এখনো শূন্যে।

'মুখ মেঝেতে নামাও, হাঁটু ভেঙে সেজদার ভঙ্গিতে থাকো,

পিঠের ওপর এক করো দশটা আঙুল!' নির্দেশ দিলো রানা, কামরার চারপাশে তাকালো বন্দীকে বাঁধার জন্যে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে। সাবধানে ডাক্তার হ্যাগেনবাচের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো ও, এক হাত দিয়ে তার বাঁধন খুলতে শুরু করলো। একটা চোখ অজয়ের ওপর রাখলো ও, দু'এক সেকেণ্ড পরপরই একটা করে নির্দেশ দিচ্ছে, 'মুখ মেঝেতে। কার্পেট খাও, ইউ বাস্টার্ড!'

প্রতিবার নির্দেশ পালন করলো অজয়, বিড়বিড় করে অকথ্য ভাষায় গাল পাড়ছে। রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনার জন্যে হাত আর পা ডলছেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ, কব্জিতে রশির গভীর দাগ ফুটে উঠেছে।

'চেয়ারেই বসে থাকুন,' ফিসফিস করে বললো রানা। 'নড়বেন না। দেখবেন, একটু পরই সব ঠিক হয়ে যাবে।' রশিগুলো নিয়ে অজয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো ও, অস্ত্র ধরা হাতটা যথেষ্ট পিছনে রাখলো, জানে পা ছুঁড়লে কব্জিতে লাগতে পারে। 'এক চুল নড়ে দেখো, এতো গভীর গর্ত তৈরি করবো যে মাছিদেরও ভেতরে ঢোকার জন্যে ম্যাপ দরকার হবে। বুঝতে পারছো?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ ছাড়লো অজয়, তার পিঠের ওপর হাঁটু দিয়ে সজোরে গুঁতো মারলো রানা। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে। এই সুযোগে তার হাত দুটো রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো রানা। তারপর জুতোর চোখা ডগা দিয়ে অজয়ের পায়ের আঙুলে আঘাত করলো। কার্পেটের ওপর মুখ ঘষলো অজয়, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে সে। তার ডান পায়ের সাথে বাম হাতের

কব্জি বাঁধলো রানা, বাম পায়ের সাথে ডান হাতের কব্জি।

মেঝেতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে থাকলো অজয়, এরচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গি আর হতে পারে না। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো তার দু'দিকের পাঁজরে, পালা করে, মাঝে মধ্যেই একটা করে লাথি কষালো রানা। 'যদি ভেবে থাকো কাজটায় আমি আনন্দ পাচ্ছি, আমার ওপর অন্যায় করা হবে,' বললো রানা। 'বিশ্বাস করো, আমি শুধু রাগ কমাবার চেষ্টা করছি মাত্র। তুমি শালা মহা ভাগ্যবানদের একজন ছিলে, বি. সি. আই. তোমাকে বিশ্বাস করেছিল, আর এই তার প্রতিদান! এমন উজবুক সত্যিই আমি দেখিনি, নিজের এতো বড় ক্ষতি কেউ করে নাকি?'

'আমি এখনো বলি, রানা, তুমি একটা গর্দভ!'

'চোপ!' পকেট থেকে রুমালটা বের করে অজয়কে হাঁ করতে বললো রানা। তার মুখে গুঁজে দিলো সেটা।

এই প্রথম কামরাটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেলো রানা। ডেস্কটা অত্যন্ত ভারি, বুককেসগুলো সিলিং ছুঁয়েছে, প্রতিটি চেয়ারের পিঠ বাঁকা। ডেস্কের পিছনে এখনো বসে আছে ডাক্তার হ্যাগেনবাচ, চেহারা ফ্যাকাসে, হাত দুটো কাঁপছে। প্রচুর কথা বলেন ভদ্রলোক, বাজখাঁই কণ্ঠস্বর, কিন্তু একেবারে বোবা বনে গেছেন।

শেলফ থেকে প্রচুর বই মেঝেতে, কার্পেটের ওপর নামিয়ে রাখা হয়েছে; সেগুলো টপকে রেডিওটার সামনে চলে এলো রানা। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও, চেয়ার থেকে পড়ে যায়নি রেডিও অপারেটর। ক্ষত থেকে এখনো রক্ত পড়ছে কার্পেটে। ধাক্কা

দিয়ে লাশটা চেয়ার থেকে ফেলে দিলো রানা। বিকৃত মুখটা চিনতে পারলো না। দ্বিতীয় লাশটা দেয়াল ঘেঁষে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, যেন কোনো পার্টিতে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। নামটা স্মরণ করতে না পারলেও, বি. সি. আই. ফাইলে ওর ফটো দেখেছে রানা। পূর্ব জার্মানীর লোক, ক্রিমিনাল, সেই সাথে টেরোরিস্টদের খাতাতেও নাম আছে।

ডাক্তারের দিকে ফিরলো রানা। 'কিভাবে ওরা ম্যানেজ করলো, বলুনতো?'

'ম্যানেজ করলো?' হতভম্ব দেখালো ডাক্তার হ্যাগেনবাচকে।

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, ডাক্তার কোনো রকমে ইংরেজি বলতে পারেন। যা-ও বা জানেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভুলে গিয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের কাঁধে একটা হাত রাখলো ও। 'শুনুন,' জার্মান ভাষায় বললো এবার, 'হের ডক্টর। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনফরমেশন দরকার আমার। দেরি করলে আপনার রোগিণী বা আমার সেক্রেটারীকে বাঁচানো যাবে না।'

'ও, মাই গড!' প্রায় ডুকরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন হ্যাগেনবাচ। 'ওদের এই পরিণতির জন্যে আমিই দায়ী, মিঃ রানা। মিস শায়লাকে অনুমতি দেয়াই উচিত হয়নি আমার।' ভদ্রলোকের চোখে পানি।

'আরে, কি করেন! তা হবে কেন! আপনি কি জানতেন নাকি! শান্ত হোন, প্লিজ। আমি যা জিজ্ঞেস করি, ভেবে-চিন্তে উত্তর দিন। এই লোকগুলো ভেতরে ঢুকলো কিভাবে? ক্লিনিকে

এতো লোকজন, তারপরও আপনাকে আটকে রাখতে পারলো—কিভাবে?'

ডাক্তারের মুখ থেকে পিছলে নেমে এলো আঙুলগুলো। তাঁর চোখে এখনো ভয় লেগে রয়েছে। 'ওরা···ওরা দু'জন···,' লাশগুলোর দিকে একটা হাত তুললেন তিনি, '···অ্যান্টেনা মেরামতের ছুতো ধরে ভেতরে ঢোকে ওরা। অ্যান্টেনা-ই তো বলেন আপনারা? টেলিভিশনের···।'

'টেলিভিশন এরিয়াল?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, টেলিভিশন এরিয়াল। ডিউটি নার্স ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়, পথ দেখিয়ে তুলে দিয়ে আসে ছাদে। তার আগে পর্যন্ত কিছুই জানতাম না আমি। নার্স এসে আমাকে যখন বললো, আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ওরা আপনার সাথে দেখা করলো?'

'এখানে, আমার অফিসে। পরে আমি জানতে পেরেছি, ওরা আসলে নিজেদের রেডিওর জন্যে অ্যান্টেনা ঠিক করছিল। এখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় ওরা, অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয়। ওদের কথামতো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিই আমি, তাকে জানাই ক্লিনিকের অ্যাকাউন্টে বড় ধরনের একটা গরমিল ধরা পড়েছে, হিসাব না মেলা পর্যন্ত অফিস থেকে আমি বেরুচ্ছি না, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। ওদের কাছে পিস্তল ছিলো, রিভলভার ছিলো, আর কি করতে পারতাম, বলুন?'

'আপনার কামরায় লোকজন রয়েছে, তার কি ব্যাখ্যা দিলেন?'

জিজ্ঞেস করলো রানা। 'গেটে আর বাগানেও তো ওদের লোক ছিলো, তাই না?'

'হিসাবের গরমিল প্রসঙ্গে বলার সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-কে আমি কয়েকজন অডিট অফিসারের কথাও বলি। ওরাই আমাকে শিখিয়ে দেয়। গেটে দু'জন দারোয়ান থাকে, দু'জনকেই ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিই। ওদের বলি, নতুন দু'জন দারোয়ান রাখা হবে, তারা নিজেরা কাজ বুঝে নিতে পারে কিনা পরখ করতে চাই। মিঃ রানা, বুঝতেই পারছেন, অস্ত্রের মুখে ওরা আমাকে বাধ্য করেছে···।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আপনার কিছু করার ছিলো না।' অজয় মুখার্জির দিকে তাকালো রানা। 'এই জোকারটা কখন পৌঁছুলো?'

'সেই রাতেই, খানিক পর। জানালা দিয়ে।'

'সেটা কোন্ রাত ছিলো?'

'যে-রাতে আমার রোগিণীকে নিয়ে মিস শায়লা গায়েব হয়ে গেলেন, তার পরের রাতে। দু'জন এলো বিকেলের দিকে, একজন রাতে। ও আসার আগেই বাকি দু'জন আমাকে চেয়ারে বেঁধে ফেলেছে। সেই থেকে এখানে আমাকে আটকে রেখেছে ওরা, শুধু দু'চারবার ব্যক্তিগত কাজে বেরুতে দিয়েছে বাইরে···।' বিস্মিত দেখালো রানাকে। '···ব্যক্তিগত কাজে মানে প্রকৃতির ডাকে,' ব্যাখ্যা করলেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। 'এক সময় মেসেজ পাঠাবার জন্যে আপনাকে ফোন করতে অস্বীকৃতি জানাই আমি। তার আগে পর্যন্ত ওরা শুধু আমাকে হুমকি দিয়েছে। কিন্তু তারপর···।'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো রানা। একটা পানি

ভরা পাত্র ও কুমীর আকৃতির ক্লিপগুলো আগেই দেখেছে রানা, ক্লিপ থেকে বেরিয়ে দেয়ালের সকেটে গিয়ে ঢুকেছে তারগুলো। সন্দেহ নেই, বন্দী করতে পারলে রানার ওপর ওগুলো ব্যবহার করতো অজয় মুখার্জি। ওর মাথা কেটে নেয়ার আগে মূল্যবান তথ্য আদায়ের এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তো না সে। 'আর রেডিওটা?'

'হ্যাঁ, ওটা ওরা ব্যবহার করেছে। প্রতিদিন দু'বার, কখনো তিনবার।'

'আপনি কিছু শুনেছেন?' রেডিওটার দিকে তাকালো রানা। রিসিভারের সাথে দুই সেট এয়ারফোন রয়েছে।

'ওদের প্রায় সব কথাই শুনেছি। মাঝে মধ্যে এয়ারফোন ব্যবহার করেছে ওরা।'

রানা দেখলো, রেডিওর সাথে একজোড়া খুদে স্পীকার রয়েছে। 'বলুন কি শুনেছেন।'

'কি বলবো? এদিক থেকে কথা বলেছে ওরা, অনেক দূর থেকে একজন শুনেছে। দূর থেকে কথা বলছে একজন, এদিক থেকে ওরা শুনেছে·· ।'

'কে আগে কথা বললো?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন হ্যাগেনবাচ। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঘড় ঘড় আওয়াজের সাথে প্রথমে জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিওটা, তারমানে অপরপ্রান্ত থেকেই আগে কথা বলা হয়।'

এগিয়ে গেল রানা, অত্যাধুনিক হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্সমিটার সেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো, ডায়ালগুলো আভা ছড়াচ্ছে, স্পীকার থেকে বেরিয়ে আসছে মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন। ডায়াল সেটিং-ও

লক্ষ্য করলো ও। বহু দূরের কারো সাথে কথা বলা হচ্ছিলো, দূরত্ব-টা ছ'শো থেকে ছ'হাজার কিলোমিটারের কম নয়। 'মনে করতে পারেন, মেসেজগুলো নির্দিষ্ট একটা সময়ে আসছিল কিনা?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো ও।

ভুরু কুঁচকে উঠলো হ্যাগেনবাচের। এক সেকেণ্ড পর মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'হ্যাঁ। নির্দিষ্ট সময়, হ্যাঁ। সকালে, খুব সকালে। ছ'টার দিকে। তারপর মাঝরাতে।'

'সকাল ছ'টায় আর রাত বারোটায়?'

'হ্যাঁ, প্রায় তাই।'

'ছ'টার খানিক আগে বা পরে, বারোটার খানিক আগে বা পরে, কেমন?'

'হ্যাঁ।'

'আর কিছু?'

আবার চিন্তা করলেন ডাক্তার। মাথা ঝাঁকালেন। 'টেলি-ফোন।'

'টেলিফোনে মেসেজ এলো?'

'টেলিফোনে খবর এলো, আপনি সালজবার্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তখনই বুঝলাম, রেডিওর সাহায্যে ওরা একটা মেসেজ পাঠাবে। ওদের একজন লোক অপেক্ষা করছিল···একজন নয়, দু'জন।'

'একজন হোটেলে? আরেকজন রাস্তায়?'

'হোটেলে কিনা জানি না, তবে একজন রাস্তায় কোথাও অপেক্ষা করছিল। প্রথম লোকটা টেলিফোনে জানায়, আপনি

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ওদেরকে সে নির্দেশ দেয়, রেডিওর সাহায্যে মেসেজ পাঠাতে হবে। বলে, নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করতে হবে···।'

'কোডগুলো মনে করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'প্যাকেটটা প্যারিসে পোস্ট করা হয়েছে, এ-ধরনের কিছু।'

রানার জানা আছে, এ-ধরনের পদ্ধতি আজও হ্যামিস ও কে. জি. বি. এজেন্টরা ব্যবহার করে। 'আর কোনো বিশেষ সাংকেতিক শব্দ?'

'হ্যাঁ, আছে। অপরপ্রান্তের লোকটা নিজের পরিচয় দিলো গোল্ডেন ফিদার বলে। অদ্ভুত, তাই না?'

'আর এদিক থেকে কি বলা হলো?'

'এদিক থেকে ওরা নিজেদের পরিচয় দিলো, ব্লু লেগুন।'

'তারমানে রেডিও জ্যান্ত হবার পর অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, ব্লু লেগুন, দিস ইজ গোল্ডেন ফিদার···?'

'ওভার।'

'ওভার, হ্যাঁ। তারপর, কাম ইন গোল্ডেন ফিদার?'

'হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই কথাবার্তা শুরু হলো।'

সামান্য তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'আপনার স্টাফদের কেউ আসেনি কেন অফিসে? পুলিসেই বা খবর দেয়নি কেন? নিশ্চয়ই সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট শব্দ হয়েছে। আমি গুলি করেছি, তা-ও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। 'গুলির শব্দ শুধু এই দরজা দিয়ে বেরুতে পেরেছে। আমার অফিস কামরা সাউণ্ডপ্রুফ।

কামরা সাউণ্ড প্রুফ হলে ভেতরে বাতাস খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। সেজন্যেই খানিক পর পর দরজাটা খুলতে বাধ্য হয়েছে ওরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাতঘড়ি দেখলো রানা। পৌনে বারোটা বাজে। যে-কোনো মুহূর্তে গোল্ডেন ফিদারের কল আসতে পারে। এরই মধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে ও, অজয় মুখার্জির লোকটা ই ইলেভেন অটোবান-এর কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা সালজবার্গ থেকে বেরিয়ে যাবার সবগুলো রাস্তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে অজয়। শুধু হোটেলে একজন লোক রাখার চেয়ে সেটা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত।

দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। মেঝেতে মোচড় খাওয়া বন্ধ করেছে অজয়, তাকে নিয়ে কি করা যেতে পারে ভাবছে রানা। এসপিওনাজ জগতের পুরনো পাপী সে, পোড় খাওয়া চিড়িয়া, অভিজ্ঞতা আর ট্রেনিং তাকে মচকাবার শিক্ষা দেয়নি। রানা জানে, ইণ্টারোগেশন টেকনিক খুব একটা কাজে আসবে না। উঁহুঁ, ভায়োলেন্স কোনো সমাধান দেবে না। অজয়ের মতো লোককে নরম ছাতু বানাবার একটাই মাত্র উপায় আছে।

মেঝেতে মুখ ঠেকিয়ে ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে রয়েছে অজয়, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা। নরম সুরে কথা বললো ও। দেখলো, ব্যথায় নীল হয়ে উঠেছে অজয়ের চেহারা। চোখ ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো সে, দৃষ্টিতে নগ্ন ঘৃণা। রানা বললো, 'আমরা তোমার সহযোগিতা চাই, অজয়।'

মুখে রুমাল, ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করলো অজয় নাক

দিয়ে।

'আমি জানি, টেলিফোনটা নিরাপদ নয়,' বললো রানা। 'তবু, ভিয়েনার সাথে কথা বলতে হবে আমাকে, লণ্ডনে একটা মেসেজ পাঠাবার জন্যে। আমি চাই, মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনো তুমি।'

ডেস্কের কাছে ফিরে এলো রানা, রিসিভার তুলে ডায়াল করলো ভিয়েনার টুরিস্ট বোর্ড অফিসের ০২২২-১৬-০৮ নম্বরে। রানা জানে, রাতের এই সময় ওখানে একটা আনসারিং মেশিন রাখা আছে। রিসিভারটা কানের কাছ থেকে একটু দূরে রাখলো, যাতে উত্তরটা অস্পষ্ট হলেও শুনতে পায় অজয়। সাড়া পাবার পর রিসিভারটা নিজের কানের সাথে চেপে ধরলো রানা, সেই সাথে রেস্ট বাটন-টা অন করলো। নিজের কোড নাম্বার বললো ও, ফিস-ফিস করে, তারপর তিন সেকেণ্ড বিরতির পর শুরু করলো, 'হ্যাঁ। প্রায়োরিটি কল। কপি করে লণ্ডনে পাঠাতে হবে, জরুরী অ্যাকশন নেয়ার জন্যে। আমাদের রোমের বন্ধু বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।' আবার থামলো ও, যেন শুনছে। 'হ্যাঁ, লোভী কয়েকজন কে. জি. বি. এজেন্টের সাথে হাত মিলিয়েছে সে। তাকে আমি পেয়েছি, কিন্তু আরো একজনকে দরকার আমার। চুরাশি নম্বর ভায়া বারবেরিনি, আঠারো নম্বর ফ্ল্যাট—ওখানে একটা টিম পাঠাতে হবে। সুপ্রিয়া মুখার্জিকে তুলে আনো। তারপর আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো। টরচার করার দরকার হতে পারে, বস্‌কে লুকিয়ে জানাশোনা একজন স্যাডিস্ট ক্যারেক্টর যোগাড় করে রাখো। হ্যাঁ, শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, প্রয়োজনে নোংরামির চূড়ান্ত করাতে হবে তাকে।'

পিছনে, রানা শুনতে পেলো, আহত পশুর মতো গোঁঙাচ্ছে অজয়। একমাত্র প্রিয়তমা স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করার হুমকি দিলে যদি সহযোগিতা করতে রাজি হয় সে।

'হ্যাঁ, তাই। ওতেই হবে। দায়িত্বটা তোমাকেই দিলাম, তবে মনে রেখো, শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা বোকামি হতে পারে। সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন, এমন একটা মেয়েকে তুমি রাস্তায় ছেড়ে দিতে পারো না। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার যোগাযোগ করবো আমি। গুড।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা। আবার অজয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার চোখে তাকালো ও, ঘৃণার সাথে তার দৃষ্টিতে এখন আতংক ও উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

রশি দিয়ে বাঁধা হাত আর পা মোচড়াতে শুরু করলো অজয়।

হাসলো রানা। 'তুমি কিন্তু আমার সাথে লড়ার সুযোগ হারিয়েছো, অজয়। তোমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে কয়েক টুকরো রশির সাথে। ভাগ্যকে এই বলে ধন্যবাদ দাও যে তোমাকে কেউ মারতে যাচ্ছে না। তবে, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, সুপ্রিয়ার বেলায় উল্টোটা ঘটবে। সত্যি আমি দুঃখিত, অজয়।'

অজয় জানে, রানা মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। রানা সম্পর্কে তার ধারণা অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ওর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে রোমহর্ষক বহু গল্প শুনেছে সে। তাছাড়া, এসিপিওনাজ জগতে স্যাডিস্ট ক্যারেক্টর শব্দ দুটোর ভয়ানক তাৎপর্য আছে। একজন রেপিস্টকে এই নামে ডাকা হয়। সে এমন একটা চরিত্র, চার দেয়ালের ভেতর একটা মেয়েকে অন্তত তিন দিন আটকে রেখে খেয়াল-খুশি মতো পাশবিক অত্যাচার চালায়, তারপর খুন করে। ইউরোপের সব বড়

শহরেই ভাড়ায় পাওয়া যায় এ-ধরনের চরিত্র। রানা সম্পর্কে অজয়ের সবচেয়ে বড় ভয়টা হলো, মিথ্যে হুমকি দেয়ার পাত্র সে নয়। তার চোখের সামনে গ্রীক দেবীর মতো একটা দেহসৌষ্ঠব ভেসে উঠলো, বিশ্বাসই করা যায় না ওটা কোনো বাঙালী মেয়ের শরীর। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে ওদের, আজও সুপ্রিয়াকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারে না অজয়। পরমুহূর্তে তার চোখের সামনে স্ত্রীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত দেহটা যেন গোলাপি আগুনে ঝলসে উঠলো। নিষ্ফল আক্রোশে মেঝেতে মুখ ঘষতে শুরু করলো অজয়।

রানা বলে চলেছে, 'একটা কল আসবে, অজয়। রেডিওর সামনে একটা চেয়ারে বাঁধবো তোমাকে। সুপ্রিয়ার ভালো চাইলে তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ো।'

স্থির হয়ে গেছে অজয়, রানার কথা শুনছে।

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কথাবার্তা সেরে যোগাযোগ কেটে দিয়ো। অজুহাত দেখাতে পারো, ট্র্যান্সমিশন পরিষ্কার নয়। তবে, অজয়, বেফাঁস কিছু বলে বসো না। ওদেরকে সতর্ক করার জন্যে ভুলেও কোনো শব্দ উচ্চারণ করো না। তুমি জানো, সেরকম কিছু করলে আমি বুঝতে পারবো। এতো করে বারণ করছি, তারপরও যদি বোকামি করো,' কাধ ঝাঁকালো রানা, 'তাতে শুধু সুপ্রিয়ার ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়বে। মারা যাবার আগে, কথা দিচ্ছি, সুপ্রিয়ার ফটো দেখার সুযোগ তুমি পাবে। রঙিন ফটো, অজয়।'

স্থির হয়েই থাকলো অজয়, কয়েকটা বাঁধন খুলে তাকে রেডিও অপারেটরের চেয়ারে বসালো রানা, তারপর আবার হাত-পায়ে রশি বাঁধলো। নির্জীব হয়ে পড়েছে অজয়। তবে রানা নিঃসন্দেহ

নয়, অনেক বিশ্বাসঘাতক নিজের স্ত্রীকে বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বাঁধার কাজ শেষ করে জিজ্ঞেস করলো ও, সে কি সহ-যোগিতা করতে রাজি আছে?

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মাথাটা ঝাঁকালো অজয়। তার মুখের ভেতর থেকে রুমালটা বের করে নিলো রানা।

'ইউ বাস্টার্ড!' রুদ্ধশ্বাসে, কর্কশ সুরে বললো অজয়।

'কর্মফল, অজয়। মেনে নাও। যা বলা হচ্ছে করো, দু'জনেরই বাঁচার একটা সুযোগ পেয়ে যেতে পারো।'

রানা থামতেই জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিওটা। রিসিভ লেখা বোতামটায় চাপ দিলো রানা। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর থেকে ভেসে এলো, 'ব্লু লেগুন, দিস ইজ গোল্ডেন ফিদার। ব্লু লেগুন, দিস ইজ গোল্ডেন ফিদার। কাম ইন, ব্লু লেগুন। ওভার।'

অজয়ের চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকালো রানা, সেণ্ড লেখা সুইচটা টিপে দিয়ে অনেক বছর পর প্রার্থনা করলো মনে মনে।

তিন

'গোল্ডেন ফিদার, ব্লু লেগুন, আই হ্যাভ ইউ। ওভার।' অজয়ের গলা অস্বাভাবিক শান্ত, প্রায় খটকা লাগার মতো, তবু তাকে বাধা দিলো না রানা।

অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর শুধু যান্ত্রিক নয়, অস্পষ্ট ও ভাঙা ভাঙা। 'ব্লু লেগুন, গোল্ডেন ফিদার, রুটিন চেক। রিপোর্ট সিচুয়েশন। ওভার।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো অজয়, এ. এস. পি.-র মাজলটা তার কানের পিছনে চেপে ধরলো রানা।

'সিচুয়েশন নরমাল,' জবাব দিলো অজয়, আগের মতো শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর। 'উই অ্যাওয়েট ডেভলপমেন্টস। ওভার।'

'কল ব্যাক হোয়েন প্যাকেট ইজ অন ইটস ওয়ে। ওভার।'

'অলরাইট, গোল্ডেন ফিদার। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

রিসিভ-এর সুইচ অন হলো, তারপর কয়েক সেকেণ্ডের নিস্তব্ধতা। ডাক্তার হ্যাগেনবাচের দিকে ফিরলো রানা, জিজ্ঞেস করলো,

'কি মনে হলো আপনার, কথাবার্তা স্বাভাবিক ছিলো ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাগেনবাচ বললেন, 'স্বাভাবিক ছিলো, মিঃ রানা।'

'রাইট, হের ডক্টর। আপনি এখন মুক্ত, চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোবার জন্যে এই বেজন্মাটাকে কিছু দিতে পারেন কিনা দেখুন তো। ঘুম ভাঙার পর যেন ওষুধের প্রভাব না থাকে, কথা জড়িয়ে গেলে চলবে না।'

'আছে, তেমন ওষুধও আমার কাছে আছে।' এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসলেন হ্যাগেনবাচ। আড়ষ্টভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, আড়মোড়া ভাঙলেন, ঘাড়ের পিছনটা ডললেন কয়েকবার, তারপর ধীর পায়ে এগোলেন দরজার দিকে। কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি, হঠাৎ খেয়াল হয়েছে পায়ে জুতো বা মোজা কিছুই নেই। ওগুলো পরে চলে গেলেন তিনি।

'তোমার বা সুপ্রিয়ার কপালে যাই ঘটুক না কেন, তাতে কিন্তু আমার তেমন কোন ভূমিকা নেই, অজয়,' গম্ভীর মুখে বললো রানা। 'তুমি যদি গোল্ডেন ফিদারকে কোনোভাবে সতর্ক করে দিয়ে থাকো, টের পাবার সাথে সাথে সুপ্রিয়ার ওপর কাজ শুরু করবো আমরা। অর্থাৎ, তোমার বা সুপ্রিয়ার ভালো-মন্দ নির্ভর করছে এককভাবে তোমার ওপর। সুপ্রিয়ার কি হবে, তার আভাস তুমি পেয়েছো। তোমার কি হবে, সে-কথা এখনো বলিনি আমি।'

শ্বাপদের মতো স্থির, ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে অজয়।

'যদি ভেবে থাকো, খুন করে রেহাই দেবো তোমাকে, মস্ত ভুল

করবে। তোমাকে আমরা মারবো না, অজয়। দু'হাতের কব্জি কেটে নেবো। চোখ দুটোও ডোনেশন হিসেবে চলে যাবে কোনো আই হসপিটালে। তোমার আরেকটা জিনিস কাটবো আমরা। সেটা কি এখুনি বলছি না। আন্দাজ করার চেষ্টা করো। শুধু এটুকু বলি, সেটা কেটে নিলে কোনো পুরুষমানুষের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। তবে, প্রথমে ধরা হবে সুপ্রিয়াকে। তারপর তোমার পালা।'

'রানা,' শুরু করলো অজয়, কিন্তু তার নাকের ওপর একটা ঘুসি মেরে চুপ করিয়ে দিলো রানা।

'চোপ! শুধু শুনে যাও। এতো কথা বলছি, শুধু ইনফরমেশন চাই বলে। সরল, সত্যি কথা শুনতে চাই। এখুনি। শর্তগুলো এ-রকম—প্রতিটি মিথ্যে জবাবের জন্যে একটা করে পার্টস হারাবে তুমি। তৈরি?'

'জবাবগুলো আমার জানা না-ও থাকতে পারে!' ভয় গোপন করার জন্যে রাগতঃ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলো অজয়।

'যা জানো তাই বলবে। সত্যি বলছো না মিথ্যে, একসময় ঠিকই জানতে পারবো আমরা।'

চুপ করে থাকলো অজয়।

'প্রথমে, প্যারিসে কি ঘটতে যাচ্ছে? হোটেল ইন্টারকনে?'

'আমার লোকজন তোমাকে আটক করবে···হোটেলে।'

'কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাকে তোমরা এখানে আটক করতে পারতে, মানে আটক করার চেষ্টা করতে পারতে। তোমার লোক-বল ছিলো। এরইমধ্যে অনেক লোক সে চেষ্টা করেছে। প্যারিসে

কেন ?'

'তারা আমার লোকজন নয়। কে. জি. বি.-র লোকজনও নয়। আমরা ধরে নিয়েছিলাম শায়লা আর রাঙার মা'র খোঁজে এখানে তুমি আসবে।'

'কিডন্যাপের আয়োজন তাহলে তোমরাই করেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আর কে ?'

'আমরা, মানে...আমরা বলতে আমার নিজস্ব কিছু লোকজন। সবাই ভাড়াটে।'

'ওদেরকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারে কে. জি. বি. এজেন্টদের কোনো ভূমিকা ছিলো না ?'

'ওরা প্রস্তাব দিয়েছিল, তবে অ্যাকশনে কোনো রকম সাহায্য করেনি।'

'আমাকে সালজবার্গে নিয়ে আসার পরামর্শটা কার ছিলো ?'

'আমার। ভেবেছিলাম সালজবার্গে নিয়ে আসতে পারলে, তোমাকে কোণঠাসা করা সহজ হবে। প্ল্যানটা ছিলো, সালজবার্গ থেকে তোমাকে আমরা প্যারিসে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো।'

'তাহলে রাস্তায় আমার গাড়ির ওপর যে হামলাটা চালানো হয় সেটা তোমার লোকদের কাজ নয় ?'

'না। ওরা আরেক দল। আমার লোক দু'জনকে ওরা খুন করে। দেখে শুনে মনে হচ্ছিলো, তোমার ওপর কোনও স্বর্গীয় দেবীর নেকনজর আছে।'

'তোমার এজেন্টদের নাম বলো।'

'ওরা রোমে আমার সহকারী হিসেবে কাজ করছিল। আমার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই ওরা জানতো না। তোমাকে সালজ-বার্গে পৌঁছে দেয়ার পর ওদের আমি গায়েব করে দিতাম।' ... গুলোর নাম জানালো সে।

'তারপর আমাকে প্যারিসে পাঠাতে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হোটেলে আমার ওপর যে হামলাটা করা হলো তার সাথেও তুমি জড়িত নও?'

'হোটেলে হামলা?'

'বাথরুমে একটা সাপ ছেড়ে দেয়া হয়েছিল,' বললো রানা।

ভুরু কুঁচকে তিন সেকেণ্ড চিন্তা করলো অজয় মুখার্জি। 'কি সাপ?'

'গোক্ষুর।'

মাথা নাড়লো অজয়। 'গোক্ষুর হোক আর কেউটে, সম্ভবত আগেই বিষ বের করে নেয়া হয়েছিল।'

'কেন, এ-কথা বলছো কেন?'

'কারণ, প্রতিযোগীদের ওপর শর্ত আছে, তোমাকে আগে প্যারিস, বার্লিন অথবা লণ্ডনে নিয়ে যেতে হবে। সাপটা কামড়ালে তুমি হয়তো জ্ঞান হারাতে, তবে মারা যেতে বলে বিশ্বাস করি না।'

'কেন?'

অজয় চুপ করে থাকলো।

'কেন? সুপ্রিয়ার কথা ভাবো।'

'তোমার মাথায় বাজ পড়ুক, রানা। শুধু সুপ্রিয়ার জন্যে...।'

'হ্যাঁ, আমরা সুপ্রিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করতে বসেছি। আমাকে প্যারিসে কেন নিয়ে যেতে চেয়েছো?'

'হেড হান্টের আয়োজক চেয়েছে, তাই। সব প্রতিযোগীর জন্যেই এই শর্ত প্রযোজ্য। প্যারিস, বার্লিন অথবা লণ্ডনে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। ওরা তোমার মাথা চায়, রানা; এবং মাথা কাটার অনুষ্ঠানে নিজেরা উপস্থিত থাকতে চায়। নির্দিষ্ট তিনটে শহরের বাইরে কোথাও তোমার মাথা কাটা হলেও পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাবে, তবে দশ ভাগের এক ভাগ, মাত্র দুই মিলিয়ন ডলার। সেজন্যেই বলছি, সাপটা বিষধর ছিলো বলে মনে হয় না।'

'আচ্ছা!'

'আমার ওপর নির্দেশ ছিলো, তোমাকে প্যারিসে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে লোক থাকার কথা, তারা ডেলিভারি নেবে···।' হঠাৎ চুপ করে গেল অজয়, যেন বেশি কথা বলে ফেলেছে।

'ডেলিভারি নেবে আমাকে?'

দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর মাথা ঝাঁকালো অজয়। 'হ্যাঁ।'

'কোথায়? কার কাছে ডেলিভারি দেয়া হবে?'

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিচু গলায় অজয় বললো, 'লিডারের কাছে।'

'হামিসের লিডার, পিয়েরে দ্য মালিন?'

'হ্যাঁ।'

আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কোথায় ডেলিভারি দেয়া হবে?'

জবাব নেই।

'সুপ্রিয়ার কথা ভাবো, অজয়। তোমাকে তো বলেছি, তোমার

অসহযোগিতার জন্যে মারা যাবার আগে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হবে সুপ্রিয়াকে। তারপর তোমার পালা। কোথায় ডেলিভারি দেয়া হবে আমাকে?'

অনেকক্ষণ কথা বললো না অজয়, তারপর বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো, 'ফ্লোরিডায়।'

'ফ্লোরিডার কোথায়? ফ্লোরিডা অনেক বড় জায়গা। কোথায়? ডিজনি ওয়ার্ল্ড?'

আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো অজয়। 'আমেরিকার সবচেয়ে দক্ষিণ প্রান্তে,' বললো সে।

'আচ্ছা!' মাথা ঝাঁকালো রানা। তারমানে ফ্লোরিডা কী, ভাবলো ও। সংযুক্ত দ্বীপগুলো মহাসাগরের দিকে দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বাহাই হোণ্ডা কী, বিগ পাইন কী, কডজো কী, বোকা চিকা কী···নামকরা, বহুল পরিচিত দ্বীপগুলোর কথা মনে পড়লো রানার। তবে, সর্বদক্ষিণ যদি হয়, তাহলে কী ওয়েস্ট —হেমিংওয়ের বাড়ি ছিলো একসময়। কী ওয়েস্ট ড্রাগস চোরাচালানের একটা পথও বটে, ট্যুরিস্টদের স্বর্গ বলা হয়। আচ্ছা, হামিস তাহলে কী ওয়েস্টে তাদের ঘাঁটি গেড়েছে!

'ঠিক জানো, কী ওয়েস্ট?' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো অজয় উত্তরে। 'প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন। রোম এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোর কথাও বলতে পারতো ওরা। কিন্তু এমন যে-কোনো শহর, যেখান থেকে সরাসরি মিয়ামি পর্যন্ত ফ্লাইট আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কী ওয়েস্টের ঠিক কোন্ জায়গায়, অজয়?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস

করলো রানা।

'তা আমি জানি না। বিশ্বাস করো, সত্যি আমি জানি না।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, যেন তাতে কিছু আসে যায় না।

দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা পাত্র নিয়ে এসেছেন তিনি। হাসছেন। 'আপনি যা চেয়েছেন, নিয়ে এসেছি, মিঃ রানা।'

'গুড।' পাল্টা হাসলো রানা। 'আমারও উত্তর পাওয়া হয়েছে। ঘুম পাড়িয়ে দিন ওকে, হের ডক্টর।'

ডাক্তার হ্যাগেনবাচ অজয়ের শার্টের আস্তিন তুললো, অজয় কোনো বাধা দিলো না। হাইপডারমিক সিরিঞ্জের সূচটা তার বাহুতে ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তার। অজয়ের শরীর শিথিল হতে মাত্র দশ সেকেণ্ড লাগলো, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো মাথাটা, বন্ধ হলো চোখ। এরইমধ্যে তার হাত-পায়ের বাঁধনগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করেছে রানা।

'চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা অঘোরে ঘুমাবেন উনি। আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, ঘুম ভাঙার পর যেন পালিয়ে যেতে না পারে ও। অবশ্য ততোক্ষণে আমার লোক পৌঁছে যাবে। অজয়ের ওয়াচার ফোন করবে, মেসেজটা রিসিভ করে তার সোর্স-এর কাছে পাঠাবে অজয়, আমার লোকের নির্দেশে। তাকে আপনি চিনবেন কিভাবে, হের ডক্টর?'

'আপনি আমাকে সাংকেতিক কিছু ব্যবহার করতে বলবেন বলে মনে হচ্ছে, মিঃ রানা?' একগাল হেসে, চিৎকার করে জিজ্ঞেস

করলেন ডাক্তার হ্যাগেনবাচ।

'সে আপনাকে বলবে, "আই উইল মীট বাই মুনলাইট"। আপনি উত্তরে বলবেন, "প্রাউড টাইটানিয়া", বুঝতে পারছেন?'

'সেক্সপীয়ার, তাই না, দা সামার মিডনাইট ড্রিম, ঠিক?'

'আ মিডসামার নাইট'স ড্রিম, হের ডক্টর।'

'আহা, সামার মিডনাইট, মিডসামার নাইট'স, পার্থক্যটা কি? কি আসে যায়?'

'মিঃ সেক্সপীয়ার নিশ্চয়ই পার্থক্যটা বুঝেছিলেন, কাজেই ঠিক-মতো মুখস্থ করে নিন।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলো রানা। 'ভেবে দেখুন, আপনি সব সামলাতে পারবেন তো? ক্লিনিকের গেট হাউসে, করিডরে আর রাস্তায় তিনজনকে বেঁধে রেখেছি, ওদের ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকে···।'

'আমার ওপর ভরসা রাখুন, মিঃ রানা।'

পাঁচ মিনিট পর, হোটেল গোল্ডেনার লৎস-এর দিকে ফিরে যাচ্ছে রানা। নিজের কামরায় পৌঁছে মলি মন্টানাকে ফোন করলো ও। ওদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো, তারপর বললো, 'প্ল্যান একটু বদল করা হয়েছে। তবে তৈরি থেকো তোমরা। রোজিনাকে জানাও। খানিক পর যোগাযোগ করবো আমি। ভাগ্য প্রসন্ন হলে এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে যাবো আমরা।'

'জানতে পারি, এ-সব কি ঘটছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মলি।

'স্রেফ একটু ধৈর্য ধরো। চিন্তা করো না। তোমাদেরকে ফেলে

যাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

'একমাত্র পরম পিতা যীশুই বলতে পারেন তোমার মনে কি আছে!' বলে খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো মলি।

আপনমনে হাসলো রানা, ব্রিফকেস থেকে সি-সি ফাইভ হ্যান্ড্রেড স্ক্র্যাম্বলারটা বের করে টেলিফোনের সাথে জোড়া লাগালো। যদিও একা কাজ করতে পছন্দ করে ও, এই বিপদে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গও বটে, তবু বি. সি. আই.-এর খানিকটা সাহায্য চাওয়ার সময় হয়েছে।

লণ্ডন, বি. সি. আই. শাখার নম্বরে ডায়াল করলো রানা, জানে গুডবাই ক্লিনিক থেকে অজয়ের দলটাকে নির্মূল করায় লাইনটা এখন নিরাপদ। ডিউটি অফিসারকে চাইলো ও। সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল।

নিজের পরিচয় জানাবার পর নির্দেশ দিতে শুরু করলো রানা। ওর কিছু তথ্য দরকার, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো সম্পর্কে রাহাত খানকে জানাতে হবে, তারপর সরবরাহ করতে হবে বি. সি. আই. ভিয়েনা প্রতিনিধিকে। সংক্ষেপে, দৃঢ়তার, সাথে কথা বললো ও, জানালো পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্যে ওর পদ্ধতিটাই একমাত্র উপায়। এ-ধরনের সুযোগ সারাজীবনে একবারই আসে, ঠিকমতো কাজে লাগাতে না পারলে বি. সি. আই.-কে অনেক বড় মূল্য দিতে হতে পারে। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে হামিস, কোথায় তা-ও জানা গেছে, ঠিক যেন গুলি খাবার অপেক্ষায় ডালে বসা একটা পাখি। হামিসকে ধ্বংস করার এই সুযোগ হারাতে চায় না রানা। ওর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে

পালন করতে হবে। হোটেলের নাম আর কামরার নম্বর জানালো রানা, নির্দেশ দিলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর পাঠাতে হবে।

মাত্র পনেরো মিনিট লাগলো। রানার সমস্ত নির্দেশ অনুমোদন করেছেন রাহাত খান, ভিয়েনা প্রতিনিধি এরইমধ্যে অপারেশনের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

পাঁচজনের একটা দল নিয়ে প্লেনটা ল্যাণ্ড করবে সালজবার্গ এয়ারপোর্টে। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন পুরুষ, দু'জন মেয়ে। প্লেনটা প্রাইভেট। এয়ারপোর্টে রানার জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা। ব্যবসায়ী হিসেবে আলাদা একটা পাসপোর্ট নিয়ে ওই প্লেনে চড়ে জুরিখ যাবে রানা। এরইমধ্যে প্যান আমেরিকান ফ্লাইটের টিকেট বুক করা হয়েছে রানার জন্যে, জুরিখ থেকে মায়ামি যাবার জন্যে। ডিউটি অফিসারকে ধন্যবাদ দিলো রানা, রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে বাধা পেলো।

'স্যার?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'স্যার, বসের একটা ব্যক্তিগত মেসেজ আছে।'

'বলে যাও।'

'তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশ আশা করে, দেশের প্রতিটি লোক তার দায়িত্ব পালন করবে"।'

কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো রানা। একটা মাত্র বাক্য, কিন্তু অর্থ তার বহু। বুড়ো গার্জেন বলতে চেয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির কোনো এজেন্ট লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না অর্থাৎ বিশ মিলিয়ন

ডলার পাবার আশায় কেউ তারা রানার সাথে বেঈমানী করবে না। তিনি আরো বলতে চেয়েছেন, রানা যেন ওর কাজ অসমাপ্ত না রাখে, হামিসকে শেষ করার এই সুযোগ কোনোভাবেই যেন হাতছাড়া না হয়। আপনমনে হাসলো রানা, বললো, 'তাঁকে বলবে, তিনি যেন আমার জন্যে দোয়া করেন।'

'এবং,' ডিউটি অফিসার জানালো, 'তিনি আপনার শুভকামনা করছেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা, এই বিষম বিপদে ভাগ্যদেবীর সবটুকু সহায়তা দরকার হবে ওর। সি-সি খুলে নিয়ে মলির কামরায় ফোন করলো ও। 'রানা? রানা, তুমি?' ব্যাকুল আগ্রহের সাথে সাড়া দিলো মলি।

'সব ঠিক হয়ে গেছে। রওনা হবার জন্যে প্রায় তৈরি হয়ে গেছি আমরা।'

'বেশ, বেশ। শুনে কৃতজ্ঞবোধ করছি। তা কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'সেটা আমার কাছেও একটা রহস্য,' বললো রানা, হাসছে ও। 'এমন হতে পারে, মাঝপথ থেকে দুনিয়ার বাইরে কোথাও চলে যেতে পারি।'

'মাঝপথ থেকে? অসম্ভব, অসম্ভব। আমরা আছি কি করতে, রানা?' মলি মণ্টানা হাসলো না, রীতিমতো সিরিয়াস সে।

চার

'আরে! করো কি! রানা, উল্টোদিকে যাচ্ছো কেন তুমি? তোমার বেন্টলি তো কার পার্কে, বাম দিকে, ভুলে গেছো?'

'চুপ! দুনিয়ার সবাইকে শোনাতে চাও? বেন্টলি থাক ওখানে, আমরা ওটা ব্যবহার করছি না।'

হোটেলে ফিরে, কার পার্কের ডান দিকে স্যাবটাকে রাখার পর, চট করে একবার বাম দিকটা ঘুরে গেছে রানা, বেন্টলির এগ-জস্ট পাইপের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে গাড়ির চাবি। পুরনো কৌশল, খুব একটা নিরাপদ নয়, তবু আর কোনো উপায়ও ছিলো না। এই মুহূর্তে লাগেজ নিয়ে স্যাবের দিকে হাঁটছে ওরা।

'আমরা ওটা···?' কথা শেষ না করে খুব জোরে শ্বাস টানলো মলি মন্টানা।

'বিকল্প বাহন আছে আমাদের,' সংক্ষেপে, সংবাদ পাঠকের সুরে বললো রানা।

হর্মিসকে ধোঁকা দেয়ার একটা প্ল্যান করেছে রানা, প্ল্যানের

সাফল্য নির্ভর করছে সতর্কতা আর সময়ের চুলচেরা হিসেবের ওপর। রোজিনা আর মলিকে হোটেলে ফেলে যাবার কথাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে ও। ওদের নিরাপত্তার দিকটাও ভাবতে হয়েছে ওকে। পরিচয় বা বন্ধুত্ব অল্পদিনের হলেও, ওদের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ জন্মেছে রানার মনে। এই মুহূর্তে হোটেলে ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, লোকবলের অভাব। তাছাড়া, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নও আছে। সব দিক বিবেচনা করে ওদেরকে নিজের সাথে রাখাই ঠিক বলে মনে হয়েছে ওর। এমনিতেও ওরা ওর সাথে থাকার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। ফেলে যাবার চেষ্টা করলে ঝামেলা বাধাবে।

'আশা করি, তোমাদের আমেরিকান ভিসা আপ-টু-ডেট করা আছে,' গাড়িতে লাগেজ তোলার পর স্টার্ট দিয়ে বললো রানা।

'আমেরিকান?' বিস্ময় এবং আনন্দে বেসুরো বিকৃত হয়ে উঠলো রোজিনার গলা।

'জানতে চাইছি ভিসা ঠিক আছে কিনা।' হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো গাড়ি, এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরলো রানা।

'কেন ঠিক থাকবে না!' কথা শুনে মনে হলো, মনোক্ষুণ্ন হয়েছে মলি।

'কিন্তু পরবো কি আমি? আমার তো কিছুই পরার নেই!' প্রতিবাদ করলো রোজিনা।

'আমরা যেখানে যাচ্ছি, জিনস আর একটা শার্টই যথেষ্ট।' বাঁক নিয়ে ইনসব্রুক রোডে পড়লো গাড়ি, হেডলাইটের আলোয় এয়ারপোর্ট লেখা সাইনবোর্ডটা মুহূর্তের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে

উঠলো।

'ভুলে যেয়ো না, আমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে,' গোমরা মুখে বললো রোজিনা। 'আমি একজন কাউন্টেস।'

'শোনো, দু'জনেই,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'গাড়িটা থেকে নামার আগেই তোমাদের অস্ত্রগুলো আমার ব্রিফকেসে রেখে দেবে তোমরা।'

'কেন?' সমস্বরে প্রশ্ন করলো মলি আর রোজিনা।

'কারণ, আমরা জুরিখে যাচ্ছি। সেখান থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে। আমার বড় কেসটার ভেতর গোপন একটা কমপার্টমেন্ট আছে, আমাদের সব অস্ত্রই ওটায় লুকিয়ে রাখতে হবে। জুরিখ থেকে কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধরবো আমরা।'

চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে প্রতিবাদ জানালো মলি, তবে রানা থামিয়ে দিলো তাকে। 'প্রথম থেকেই তোমরা দু'জন আমার এই বিপদে জড়াতে চেয়েছো। এখন তোমরা যদি আমার সাথে থাকতে না চাও, পরিষ্কার করে বলো, তোমাদেরকে আমি হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। ব্যক্তিগতভাবে, আমি তোমাদেরকে সে-পরামর্শই দিই। আমার জন্যে কেন শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি নেবে তোমরা। তারচেয়ে, যাও, হোটেলে ফিরে সময়টা উপভোগ করো।'

'এমন সুরে কথা বলছো, যেন জানো না আমরা কি চাই। যা-ই ঘটুক, তোমার লেজ আমরা ছাড়ছি না, মিঃ মাসুদ রানা। আমি তো নই-ই, রোজিনাও নয়—কি বলিস, জিনা?'

'মাথাখারাপ! বিপদের ভয় দেখিয়ে এমন মজার অ্যাডভেঞ্চার থেকে বঞ্চিত করবে, সেটি হচ্ছে না।'

'সে চেষ্টা কেউ করলে তাকে আমরা আস্ত রাখবো ভেবেছিস?'

'এমন প্যাঁচ কষবো··· ।'

রোজিনার কথা কেড়ে নিয়ে মলি বললো, 'দু'জনকে কাছছাড়া করার কথা ভাবতে পর্যন্ত সাহস পাবে না!'

'তবে, মলি, আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে—ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে।'

'ভয় শোবার সময়, বুঝলি। সবচেয়ে ভালো হয় ওকে যদি আমরা এক বিছানায় নিয়ে শুতে পারি। একজন ঘুমাবো, আরেক-জন জেগে থেকে পাহারা দেবো।'

'তাহলে আর হোটেলে ফিরতে হচ্ছে না,' শান্তস্বরে বললো রানা, যেন ওদের হাসি-ঠাট্টা ওকে স্পর্শ করেনি। এয়ারপোর্ট দ্রুত কাছে সরে আসছে। 'আমাদের জন্যে একটা প্রাইভেট জেট আসছে এয়ারপোর্টে। প্লেনের আরোহীদের সাথে কিছু কথা আছে আমার। কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। তোমরা গাড়িতেই বসে থাকবে। ফিরে এসে তোমাদেরকে আমি প্লেনে নিয়ে যাবো, কেমন? তারপর সরাসরি জুরিখ।'

এয়ারপোর্ট কার পার্কে পৌঁছে গাড়ি থামালো রানা। ফোল্ডিং স্যামসোনাইট কেসটা খুললো ও। বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকার কারিগররা কেসটার মাঝখানে আলাদা একটা চেইন লাগানো কমপার্টমেন্ট তৈরি করে দিয়েছে, এয়ারপোর্ট চেকিঙে ওটার অস্তিত্ব ধরা পড়বে না। মলি আর রোজিনার দিকে একটা হাত পাতলো ও, বললো, 'কি বলেছি মনে আছে? অস্ত্রগুলো দাও।'

রোজিনা আর মলি নিঃশব্দে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর দু'জন একসাথে তলপেটের কাছে তুললো যে যার স্কার্ট। সাসপেণ্ডার বেল্টের সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে অটোমেটিক পিস্তল দুটো, ক্লিপ খুলে দু'জনেই যার যার অস্ত্র রানার হাতে তুলে দিলো।

মলি বললো, 'কথাটা মনে রেখো। তোমার সাথে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করছি।'

'প্রয়োজনে আমাদের কথাও তোমাকে শুনতে হবে,' শর্ত দিলো রোজিনা।

কেসটা লাগেজ কমপার্টমেণ্টে ফিরে গেল। দুই বান্ধবীকে গাড়িতে ওঠার তাগাদা দিলো রানা। তারপর বললো, 'ভুলে যেয়ো না, তোমরা নিরস্ত্র। তবে, যতোদূর আমি বুঝি, বিপদের কোনো ভয় নেই। আমার পেছনে লেগেছে যারা, তাদেরকে আরেকদিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। আমি না ফেরা পর্যন্ত এখান থেকে তোমরা নড়বে না। যদি কোনো ইমার্জেন্সী দেখা দেয়, এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সাথে থাকবো আমি। খুব বেশি দেরি করবো না।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে হাঁটা ধরলো রানা।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে আগেই যা বলার বলা হয়েছে, এক্সিকিউটিভ প্লেনের আগমন স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে দেখছেন তিনি।

'এই মুহূর্তে প্লেনটা আশি কিলোমিটার দূরে রয়েছে, পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই,' রানাকে জানালেন তিনি। 'আমার যতো-

দূর জানা আছে, জেটটা আবার রওনা হবার আগে ছোটো একটা কনফারেন্স রুম দরকার হবে আপনাদের, ব্যবসায়িক আলোচনার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। রাতের এই অসময়ে এয়ারপোর্ট খোলার ঝামেলায় ফেলার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো।

'আপনি বরং আবহাওয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান,' ঠোঁটে অনিশ্চিত হাসি নিয়ে বললেন ম্যানেজার। 'আকাশে প্রচুর মেঘ থাকলে ব্যাপারটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অ্যাপ্রনে দাঁড়ালো ওরা, রানা দেখলো পাইলটকে পথ দেখানোর জন্যে আলোগুলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে। কয়েক মিনিট পর লাল আর সবুজ আলোর ঝলক দেখতে পেলো ওরা, মেইন রানওয়ের দিকে এগিয়ে আসছে ছোট্ট একটা জেট, গায়ে বাংলাদেশী আইডেনটিফিকেশন নাম্বার ছাড়া কোনো মার্কিং নেই, এঞ্জিনের হিস হিস আওয়াজ তুলে ওদের কাছাকাছি এসে থামলো। বোঝাই যায়, আগেও সালজবার্গে এসেছে পাইলট। একজন 'ব্যাটসম্যান' আলোকিত ব্যাটনের সাহায্যে স্থির করলো প্লেনটাকে।

সামনের দরজা খুলে গেল, ভাঁজ মুক্ত হলো গ্যাংওয়ে। মেয়ে দুটোকে চিনতে পারলো না রানা, তবে পুরুষদের মধ্যে সোহেলকে দেখতে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলো বুকটা। অ্যাশ কালারের কম-প্লিট স্যুট পরে রয়েছে সোহেল আহমেদ, বোঝাই যায় না যে ওর একটা হাত নেই। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো সে, কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে এলো রানার দিকে, চেহারায় থমথমে

গাম্ভীর্য।

দুই বন্ধু কেউ কোনো কথা বললো না, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো বুকে। হৃদয় নিঙড়ানো আন্তরিকতায় ভরপুর এই স্পর্শে যে আবেগ, যে সমমর্মিতা আছে তার কাছে মুখের ভাষা হার মেনে যায়। আলিঙ্গনমুক্ত হলো ওরা, শুধু দুই জোড়া বাহু পরস্পরকে আঁকড়ে থাকলো, স্থির হয়ে থাকলো চার চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি।

সংকট সম্পর্কে বা রানার কুশলাদি নিয়ে সোহেল কোনো প্রশ্ন করলো না। টিমের অন্যান্য সদস্যের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দিলো সে। সবাই ওরা বি. সি. আই.-এর এজেন্ট, আমেরিকা, চীন ও যুগোস্লাভিয়া থেকে ট্রেনিং পেয়েছে। রানাকে তারা সমীহের সাথে মাসুদ ভাই বলে সম্বোধন করলো, কিন্তু চেহারা নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা, দৃষ্টিতে দৃঢ়প্রত্যয় ও কাঠিন্য, বিনয়ে বিগলিত কোনো ভাব নেই। ভালো লাগলো রানার, বোঝা যায় নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ওরা, কাজের গুরুত্ব বোঝে।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের পিছু পিছু ছোট্ট একটা কনফারেন্স রুমে ঢুকলো ওরা। গোল টেবিলের ওপর কফি, পানির বোতল আর নোট প্যাড রয়েছে।

'হেলপ ইওরসেলফ,' নতুন এজেন্টদের ওপর চোখ বুলিয়ে বললো রানা। 'হাত-মুখ ধুয়ে এখুনি আমি আসছি।' সোহেলের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো ও।

রানার পিছু পিছু নিঃশব্দে কনফারেন্স রুম থেকে কার পার্কে বেরিয়ে এলো সোহেল। নিচু গলায় আলাপ করলো ওরা।

'গোটা ইউরোপ জুড়ে আমাদের সামনে যে ব্যারিকেড তোলা

হয়েছিল, প্রায় সব আমরা ভেঙে দিয়েছি,' রানাকে জানালো সোহেল। 'যে-কোনো সাহায্য চাইলেই এখন তুই পেতে পারিস।'

'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার ভয় আছে।'

'তোর পাশে আমাকে দরকার?'

মাথা নাড়লো রানা। 'তোকে আমি অন্য দায়িত্ব দিতে চাই। তোকে ব্রিফ করা হয়েছে?'

'শুধু কাঠামোটা সম্পর্কে জানি, পুরো চেহারাটা তুই আমাকে দিবি।'

'রাইট। ছোকরাদের একজনকে নিয়ে ভাড়া করা একটা স্যাবে চড়বি তুই। ওদিকে রয়েছে স্যাবটা, ওই যে, দুটো মেয়ে বসে আছে, দেখতে পাচ্ছিস? গাড়িটা নিয়ে সোজা গুডবাই ক্লিনিকে যাবি তোরা। রাস্তার ম্যাপ দেখে এসেছিস?'

মাথা ঝাঁকালো সোহেল। 'হ্যাঁ। রানা, অজয়ের ব্যাপারে তুই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?'

'সম্পূর্ণ। গুডবাই ক্লিনিকে তাকে পাবি তুই। ক্লিনিকের ডিরেক্টর ডাক্তার হ্যাগেনবাচকে খোদাপ্রদত্ত সাহায্য বলতে পারিস। ইঞ্জেকশন দিয়ে অজয়কে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন তিনি। অজয় আর তার দল ভদ্রলোককে ক্লিনিকের ভেতর জিম্মি করে রেখেছিল।'

ব্যাখ্যা করে রানা বললো, ক্লিনিকে পৌঁছে প্রথমেই কিছু জঞ্জাল সরাবার কাজে হাত দিতে হবে ওদেরকে। কে. জি. বি.-র একজন লোক বেন্টলির অপেক্ষায় রাস্তায় কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে, গাড়িটাকে দেখতে পাবার সাথে সাথে ক্লিনিকে রেডিও মেসেজ পাঠাবে সে, মেসেজটা স্বাভাবিকভাবে রিসিভ করার জন্যে অজয়কে

তৈরি রাখা দরকার। 'মেসেজ রিসিভ করার সময় অজয়ের ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে, সোহেল। অসৎ একজন লোক, কতোটুকু বিপজ্জনক হতে পারে বুঝতেই পারছিস। সমস্ত কৌশল জানা আছে তার, আমি শুধু ওর স্ত্রীর বিরুদ্ধে হুমকি দেয়ায় সহযোগিতা আদায় করতে পেরেছি···।'

'সুপ্রিয়াকে তুলে এনেছে ওরা, খবর পেয়েছি,' বললো সোহেল। 'রোমের একটা সেফ হাউসে আটকে রাখা হয়েছে তাকে। বেচারি নিশ্চয় খুব ঘাবড়ে গেছে।'

'হয়তো বিশ্বাসই করতে পারছে না। অজয় বলছে, এ-ব্যাপারে সুপ্রিয়া কিছুই জানে না।'

'হুম।'

'তোর টিমের সবার যদি স্যাবে জায়গা হয়ে যায়, একজন ছোকরা আর মেয়ে দুটোকে হোটেল গোল্ডেনার লৎস-এ নামিয়ে দিতে পারিস। বেন্টলি নিয়ে দলটা কখন বেরুবে হোটেলে থেকে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেন্টলি রওনা হবার আগেই ক্লিনিকে পৌঁছে পরিবেশটা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে তোদের, ঘুম ভাঙাতে হবে অজয়ের। বেন্টলিকে দেখামাত্র ওদের ওয়াচার ধরে নেবে, গাড়িটায় বান্ধবীদের নিয়ে আমি আছি, রওনা হয়েছি প্যারিসের উদ্দেশ্যে। অন্তত কিছুটা সময় ধোঁকা দেয়া যাবে ওদেরকে। বেন্টলিকে কোথায় পাওয়া যাবে, চাবিটা কোথায় আছে, ক্লিনিকে গিয়ে কি বলতে হবে, বেন্টলি টিম কোন্ পথ ধরে প্যারিসে যাবে, সব ব্যাখ্যা করলো রানা। রেডিও মেসেজ পাবার পর অজয়কে নিয়ে দ্রুত কোনো পরিবহনের সাহায্যে ভিয়েনায় পৌঁছুতে হবে সোহেলকে।

'টিকেট,' বলে পকেট থেকে লম্বা, ভারি একটা এনভেলাপ বের করলো সোহেল। না খুলেই ব্রেস্ট পকেটে সেটা রেখে দিলো রানা। 'আরেকবার ভেবে দেখবি, তোর পাশে আমাকে দরকার কিনা?'

চোখ কুঁচকে বন্ধুর দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। 'জানিসই তো, কার মাথা চাইছে ওরা। একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়?'

সোহেলও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে, তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সে। বললো, 'যা তাহলে, একাই যা। কিন্তু কথা দে, সাবধানে থাকবি।'

'থাকবো,' বলে ঘুরে দাঁড়ালো রানা, ওর পিছু পিছু কনফারেন্স রুমে ফিরে এলো সোহেল।

কনফারেন্স রুমে প্রায় মিনিট পনেরো থাকলো ওরা, চকলেট রফতানীর একটা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলো। এক সময় চেয়ার ছাড়লো রানা। 'তাহলে সেই কথাই রইলো, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন। আবার তাহলে বাইরে দেখা হচ্ছে, কেমন?'

মলি আর রোজিনা যাতে জেটের আরোহীদের দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে রানা। স্যাব থেকে ওদের লাগেজ বের করার জন্যে একজন লোক যোগাড় করলো ও, বান্ধবীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের ভেতর, ওখানে ওদের জন্যে এয়ারপোর্ট ম্যানেজার অপেক্ষা করছেন। 'আসছি,' বলে দু'মিনিটের জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলো রানা, সোহেলকে স্যাবের চাবিটা দিতে হবে।

'বস্, তোকে ফুটন্ত তেলে ভাজবে, কোনোভাবে যদি অ্যাসাইন-

মেন্টটা কেঁচে যায়,' নিঃশব্দ হাসির সাথে বললো সোহেল।

চুলের একটা গোছা কপাল ছুঁয়ে বাম চোখে নেমে এসেছে, চোখটা কুঁচকে রানা বললো, 'যদি ভাজার মতো আমার কিছু অবশিষ্ট থাকে।'

'ঠাট্টা নয়, দোস্ত—আমরা সবাই দেখতে চাই ঢাকায় ফিরে গেছিস তুই, ঘাড়ে মাথাসহ।'

নিজের অজান্তেই গলায় হাত বুলালো রানা।

'ভি. আই. পি. ট্রিটমেন্ট!' এক্সিকিউটিভ জেটটা দেখেই আনন্দে নেচে উঠলো রোজিনা। 'একজন কাউন্টেসের উপযুক্ত বাহন, সন্দেহ নেই। ধন্যবাদ, রানা।'

মলি কোনোরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না, শুধু রোজিনার বাহুতে চিমটি কেটে বললো, 'ঠিক জানিস, রানা আমাদেরকে নিয়ে পালাচ্ছে না?'

খিলখিল করে হেসে উঠলো রোজিনা। তারপর বললো, 'বলতে চাইছিস, আমরা একটা-মেয়ে শিকারীর পাল্লায় পড়েছি? উফ, কি মজাই না হয় তাহলে। আমার অনেক দিনের শখ, কেউ আমাকে নিয়ে পালাক!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে যে যার সিট বেল্ট বেঁধে নিলো ওরা। রাতের কালো গর্ভের ভেতর সগর্জনে ঢুকে পড়লো প্রাইভেট জেটটা। স্যাণ্ডউইচ আর কফি পরিবেশন করলো স্টুয়ার্ড, কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে ফিরে গেল সে।

'আয়, তাহলে, মেয়ে ধরাকেই জিজ্ঞেস করা যাক,' রোজিনাকে

প্রস্তাব দিলো মলি, 'কোথায় আমাদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে। রানা, এবার নিয়ে এক কোটিবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় যাচ্ছি আমরা? কোথায় যাচ্ছি এবং কেন?' কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলেও চুমুক দিলো না, উত্তরের অপেক্ষায় থাকলো সে।

'কোথায় হলো ফ্লোরিডা। প্রথমে মায়ামি, তারপর দক্ষিণ দিকে। কেন-টা একটু জটিল।'

'ট্রাই আস,' একটু হেসে বললো মলি, কাপটা এখনো ঠোঁটের কাছে ধরে আছে সে।

'সে লম্বা এক কাহিনী,' বললো রানা। 'সংক্ষেপে, আমাদের সর্ষেতে একটা ভূত ছিলো। এমন একজন, যাকে আমি বিশ্বাস করতাম। আমাকে নিয়ে কৌশল করে সে, কাজেই এখন আমি তাকে নিয়ে কৌশল করছি, যাতে তার লোকজন ধরে নেয় প্যারিসের পথেই আছি আমরা। ছোট্ট একটা ডাইভারশন-এর আয়োজন করা হয়েছে।'

'তাহলে সত্যি আমরা প্যারিসে না গিয়ে যাচ্ছি জুরিখে?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকে প্যান আমেরিকান ফ্লাইট ধরে মায়ামি যাবো, তবে জুরিখে পৌঁছে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করি আমি। সে-কথা ভেবে তোমাদের টিকেটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' সোহেলের দেয়া এনভেলাপটা খুললো রানা, নীল আর সাদা রঙের দুটো ফোল্ডার ধরিয়ে দিলো দু'জনের হাতে। জুরিখ-মায়ামি ফ্লাইটের টিকেট ওগুলো, ওদের আসল অর্থাৎ রোজিনা টরটেলিনি ও মলি মণ্টানা নামে রিজার্ভ করা হয়েছে। জাপান এয়ারলাইন্সের টিকেটটা নিজের কাছে রাখলো রানা, ওটা

মায়ামি থেকে কী ওয়েস্টে পৌঁছে দেবে ওকে। কি কারণে যেন উপলব্ধি করলো রানা, চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে কিছু জানাবে না ওদেরকে। নিজের ফোল্ডারটা খুলে দ্বিতীয় পাসপোর্টের সাথে নামটা মেলে কিনা একবার দেখে নিলো ও। নতুন পাসপোর্টটা আলবার্তো ওর্তেগা নামে, টিকেটেও তাই লেখা আছে। পেশার জায়গায় লেখা হয়েছে, কোম্পানী ডিরেক্টর। দেখে সবকিছু নিখুঁত বলেই মনে হলো।

জুরিখে ওরা প্লেন থেকে আলাদাভাবে নামার ব্যাপারে একমত হয়েছে। প্যান অ্যাম ফ্লাইটে এমনভাবে উঠবে ওরা, যেন কেউ কাউকে চেনে না। মায়ামি ইন্টারন্যাশনালে আবার তিনজন মিলিত হবে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ডেস্কে।

'ডেস্কের দিকে যাবার সময় খুব সাবধান,' ওদেরকে পরামর্শ দিলো রানা। 'মায়ামি ইন্টারন্যাশনাল বিশাল একটা ব্যাপার, একটু ভুল হলেই হারিয়ে যাবার ভয় আছে। আর হুরে কৃষ্ণ শুনলেই আরেকদিকে ঘুরে যাবে। হরে কৃষ্ণ পার্টি, নান, হিপ্পি, আরো কতো রকমের ধান্দাবাজরা হাত পাতার ব্যবসা ফেঁদেছে ওখানে। খবরদার, ওদের দেয়া কোনো খাবার ছুঁয়ো না···।'

'আমরা জানি, রানা,' বললো মলি। 'আগেও আমরা মায়ামিতে গেছি।'

'দুঃখিত। বেশ, সব তাহলে ঠিক হয়ে গেল। তোমরা কেউ যদি নতুন কিছু ভেবে থাকো···।'

'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথাই জানি ও বলছি আমরা। তোমার সাথে আছি এবং থাকবো, দেখবো শেষ পর্যন্ত কি ঘটে।'

দৃঢ় গলায় বললো মলি।

'সমাপ্তিটা ভালো বা মন্দ, যাই হোক না কেন, আমরা দুঃখ করবো না। সত্যিকার অর্থে, রানা, আমাদের দু'জনেরই তোমার সাথে না গিয়ে কোনো উপায় নেই।'

সামান্য তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'উপায় নেই?'

মাথা নাড়লো রোজিনা। 'নেই। আমাকে তোমার সাথে থাকতে হচ্ছে, কারণ অনন্তকাল ধরে তোমার মতো একটা পুরুষের স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। সম্ভবত গতজন্মের পুণ্যের ফল, আমার স্বপ্ন-পুরুষকে হঠাৎ বাস্তবে পেয়ে গেছি। বলো, তোমাকে চোখের আড়াল করার উপায় আমার আছে?'

রানা নিরুত্তর, যদি মুচকি হাসিটুকু কোনো অর্থ বহন না করে।

'আর প্রোটেকটর হিসেবে মলিকে আমার সাথে থাকতে হচ্ছে,' আবার বললো রোজিনা। 'কাজেই আমাদের সাথে না গিয়ে ওর-ও কোনো উপায় নেই।'

'শুধু প্রোটেকটর হিসেবে নয়, আমার আরো একটা ভূমিকা আছে। রানা, এখনো আমাকে তুমি চিনতে পারোনি? নারী—তার দুটো পরিচয়—একাধারে পুণ্যবতী ও পাপিষ্ঠা। তোমার সাথে আমাকে থাকতে হবে, কারণ আমি কলংকিনী হতে চাই। নারীর ভূষণ লজ্জা, সেটা আমি সানন্দে বিসর্জন দিতে চাই—নিভৃতে, সংগোপনে। এখনো যদি বুঝে না থাকো, অনুমতি দাও, আরো খোলসা করে বলি।'

সহাস্যে হাতজোড় করলো রানা। 'রক্ষে করো।'

'ওর সাথে আমি একমত নই, রানা, বলাই বাহুল্য,' সামনের

দিকে ঝুঁকে রানার কব্জিটা নিজের হাত দিয়ে ঢাকা দিলো রোজিনা। 'নারীর একটাই পরিচয়, সে প্রেমিকা।'

ধীরে ধীরে রানার মুখে ম্লান হলো হাসিটুকু, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ও।

জুরিখে, প্লেন থেকে নেমে, এয়ারপোর্টের একটা কাফেতে দুই সখীকে বসে থাকতে দেখলো রানা। ভেতরে ঢোকার পর ওদের দিকে একবারও তাকালো না। হালকা নাস্তার সাথে এক কাপ কফি খেয়ে প্যান অ্যাম ফ্লাইটের খবর নেয়ার জন্যে বেরিয়ে এলো আবার।

সাতশো সাতচল্লিশ বোয়িঙে রোজিনা আর মলি বসলো পাশাপাশি একেবারে সামনের দিকে, খানিকটা পিছনে, স্টারবোর্ড সাইডে, একটা জানালার পাশে রানার সিট। রোজিনা বা মলি, কেউই ওর দিকে দ্বিতীয়বার তাকালো না। এসপিওনাজ জগতের রীতিনীতি এতো তাড়াতাড়ি প্রায় নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে দেখে রোজিনার ওপর খুশি হলো রানা। আর মলি যে ফিল্ড টেকনিক ভালো বোঝে, তা আগেই জেনেছে রানা। আরো কিছুটা ট্রেনিং পেলে রানা এজেন্সির একটা সম্পদ হয়ে উঠতে পারে মলি মন্টানা। বিপুল ধন-সম্পত্তি আর ঐশ্বর্য থাকলেও রোজিনা টরটেলিনিকেও কাজে লাগাতে পারে রানা এজেন্সি। সৌখিন স্পাই হিসেবে এমন অনেকেই তো রানা এজেন্সিতে কাজ করছে। তবে, রানা ভাবলো, এ-সব অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা। এখনো নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসেনি, ওদের কার কি ভূমিকা।

ডেস্কে যাবার পথে নিজের সুস্থতা সম্পর্কেও চিন্তা করলো রানা। কপালের দু'পাশে ব্যথাটা অনেকক্ষণ হলো টের পাচ্ছে না, তবে মাথাটা একটু যেন ভার হয়ে আছে। তাহলে কি নতুন ওষুধের প্রভাব শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠছে ওর শরীর?

এ-প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে পড়লো ওর। ছুটি দেয়ার সময় ওর সাথে আশ্চর্য রহস্যময় আচরণ করেছিলেন রাহাত খান। রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল রানা। অজয় মুখার্জি ওর বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছে জানার পর সে-ধাঁধার সমাধান সম্ভবত পেয়ে গেছে রানা। বুড়োটা যেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তিনটেই দেখতে পায়। ইঞ্জেকশনের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যটা গোপন থাকবে না, এটা ধরে নিয়েই মিথ্যে প্রচার করেছেন তিনি, এগিয়ে দিয়েছেন তারিখ। রানার বুদ্ধি দীর্ঘদিন ভোঁতা থাকবে, জানলে এমনকি বন্ধুরাও ওর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে। কে শত্রুতে পরিণত হয় দেখতে চেয়েছেন তিনি। চেয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই সেরে উঠে রানা যেন মোকাবিলা করতে পারে যে-কোন পরিস্থিতির। বুড়োর জালে ধরা পড়েছে অজয় মুখার্জি।

মায়ামি ফ্লাইটে সময়টা তেমন আনন্দে কাটলো না ওদের। শুধু খাবারটাই ভালো। নতুন কয়েকটা ভি-ডি-ও ফিল্ম দেখানো হলো, কিন্তু কেটে একবারে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। রাত আটটার দিকে মায়ামি ইন্টারন্যাশনালে নামার পর গায়ে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগলো। ডেল্টা ডেস্কে পৌঁছে রানা দেখলো, রোজিনাকে নিয়ে আগেই চলে এসেছে মলি।

ওকে দেখেও না দেখার ভান করলো ওরা। মৃদু হেসে রানা

বললো, 'মুখ লুকোবার দরকার নেই। জে. এ. ডিপারচারে যাবো আমরা গেট ই দিয়ে।' সর্বশেষ ফ্লাইটের টিকেটগুলো ওদের হাতে ধরিয়ে দিলো ও।

টিকেটের ওপর চোখ বুলিয়ে ঝট করে মুখ তুললো মলি। 'কী ওয়েস্ট?'

খসখসে গলায় হেসে উঠলো রোজিনা। 'লোকে বলে: দা লাস্ট রিসর্ট। গ্রেট! ওখানে আমি আগেও গেছি! হানিমুনের জন্যে জায়গাটা স্বর্গ।'

'শোনো, আমি ওখানে পৌঁছুতে চাই···।' লাউডস্পীকার বাধা দিলো রানাকে।

'আপনি, মিঃ আলবার্তো ওর্তেগা, এইমাত্র জুরিখ থেকে এসেছেন, দয়া করে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উল্টোদিকে ইনফরমেশন ডেস্কে রিপোর্ট করুন। মিঃ আলবার্তো ওর্তেগা, প্লিজ।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'বলতে চাইছিলাম, ওখানে আমি ছদ্মপরিচয়ে পৌঁছুতে চাই। ওটাই আমার ছদ্মপরিচয়। আমার লোকজন সম্ভবত কোনো তথ্য পেয়েছে। অপেক্ষা করো, এখুনি ফিরবো।'

লাগেজ নিয়ে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে চেকিঙের অপেক্ষায়। ভিড় ঠেলে এগোতে হলো রানাকে। ইনফরমেশন ডেস্কে এক তরুণী বসে আছে, স্বর্ণকেশী, দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝিক ঝিক করছে, রক্তলাল ঠোঁট। সে তার চোখের পাতা পাখির ডানার মতো ঝাপটালো বারকয়েক। 'আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি আলবার্তো ওর্তেগা, আমার জন্যে সম্ভবত কোনো

মেসেজ আছে,' বললো রানা, দেখলো, মেয়েটা ওর বাম কাঁধের পিছনে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো।

রানার কানে মৃদু বাতাসের মতো লাগলো নরম, ফিসফিসে গলাটা, তবে চিনতে ভুল হলো না। 'গুড ইভিনিং, মিঃ আল-বার্তো। আবার দেখা হওয়ায় ভালো লাগছে।'

রানা ঘুরছে, আরো কাছে সরে এলো অজয় মুখার্জি। পাঁজরের ওপর পিস্তল মাজলের কঠিন স্পর্শ অনুভব করলো রানা, জানে নিজের চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

'ভালো লাগছে, তা যা বলেছেন!' অজয় মুখার্জির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর ডক্টর হ্যাগেনবাচ। 'কি যেন নামটা? নতুন নামটা, মিঃ রানা? আলবার্তো? আল-বার্তো ওর্তেগো? হা-হা-হা।' উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর চেহারা।

'কি···?' শুরু করলো রানা।

ওকে বাধা দিয়ে অজয় বললো, 'ওই যে, ওদিকে এগজিট ডোর, কথা না বলে শান্তভাবে হাঁটতে থাকো' মুখে বিজয়ীর হাসিটা এখনো ধরে রেখেছে সে। 'বান্ধবীদের বা জে. এ. এল. ফ্লাইটের কথা ভুলে যাও। আমরা অন্য রুট ধরে কী ওয়েস্টে যাচ্ছি।'

পাঁচ

অত্যন্ত শান্ত ও সাবলীলভাবে ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্লেনটা। শুধু জেটগুলো থেকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। চড়ার আগে কোনো রকমে দ্রুত একবার চোখ বুলানো গেছে, প্লেনটাকে ভালো করে দেখার সুযোগ হয়নি রানার। ওটাকে অ্যারোস্পেইশাল করভেট বলে মনে হয়েছে ওর, বিশেষ করে লম্বা নাক দেখে। ভেতরটা সোনালি আর নীল রঙে সাজানো, ছ'টা সুইভেল আর্মচেয়ারের সাথে লম্বা একটা সেন্ট্রাল টেবিল রয়েছে।

বাইরে অন্ধকার, মাঝেমধ্যে দূরে শুধু আলোর সরু সরু ঝলক দেখা গেল। রানা আন্দাজ করলো, এভারগ্লেডস-এর ওপরে রয়েছে ওরা, কিংবা সাগর পেরিয়ে কী ওয়েস্টের দিকে যাবার জন্যে বাঁক ঘুরছে।

নিজের দু'পাশে অজয় আর হ্যাগেনবাচকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠেছিল রানা, তবে বিস্ময়ের ধাক্কাটা চট করে কাটিয়ে ওঠে ও। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিজের ওপর আস্থা

বেড়ে গেছে ওর। কপালের ব্যথাটা তো নেই-ই, সেই সাথে যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মনের জোরও ফিরে পেয়েছে ও। বোকার মতো কোনো ঝুঁকি নেয়নি, একজোড়া অস্ত্রের মুখে ওদের নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রাণ রক্ষা করার একমাত্র সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে ও।

পাঁজরে প্রথম যখন পিস্তলের কঠিন স্পর্শ অনুভব করলো রানা, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাবোধ করেছিল। তারপর মেনে নেয়। শান্ত-ভাবে দুই শত্রুর মাঝখানে হাঁটতে শুরু করলো ও, হাঁটার সময় ওর গা ঘেঁষে থাকলো ওরা দু'জন, যেন আইনের প্রতিনিধিরা চুপিসারে একজন লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে সত্যিসত্যি একা হয়ে গেল রানা। বাকি দু'জনের কাছে কী ওয়েস্টের টিকেট আছে বটে, কিন্তু তাদেরকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছে সে। শুধু রোজিনা আর মলিই পিছনে রয়ে যায়নি, ওদের সাথে রয়ে গেছে রানার লাগেজ ও অস্ত্র ভরা কেসটা।

কালো, লম্বা একটা লিমুসিন, জানালায় রঙিন কাঁচ নিয়ে এগজিটের বাইরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। পিছনের দরজাটা খোলার জন্যে এক পা এগিয়ে গেল ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। ঝুঁকে ভেতরে ঢুকে গেল।

'ঢোকো!' পিস্তলের মাজল দিয়ে রানার পাঁজরে খোঁচা মারলো অজয়, একই সাথে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে রানার নিতম্বে গুঁতো দিলো। রানার পিছু পিছু, প্রায় ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে। দু'পাশ থেকে দু'জন ওরা রানার গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে থাকলো।

দরজা ভালো করে বন্ধ হবার আগেই স্টার্ট নিলো গাড়ি, ঝাঁকি

খেয়ে রাস্তায় উঠে এলো ওরা। পিস্তলসহ হাতটা ইতোমধ্যে কোটের পকেট থেকে বের করে এনেছে অজয়। ছোট্ট একটা ম্যাকারভ ওটা, রাশিয়ায় তৈরি, জার্মান ওয়ালথার পি-পি সিরিজের সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে ডিজাইনটা। গাড়ির ভেতর এয়ারপোর্টের আলো উজ্জ্বল না হলেও, দেখার সাথে সাথে জিনিসটা চিনতে পারলো রানা। একই আলোয় ড্রাইভারের মাথাটাও দেখতে পেলো, ছোবড়া ছাড়ানো বড়সড় একটা নারকেলের মতো, নারকেলের অর্ধেকটা সরু চূড়া আকৃতির ক্যাপে ঢাকা। কেউ কথা বললো না, কোনো নির্দেশও দেয়া হলো না।

ছোট্ট একটা রাস্তা ধরে ধীরগতিতে এগোচ্ছে লিমুসিন। রানা আন্দাজ করলো, এয়ারপোর্ট পেরিমিটার ট্র্যাক-এর সাথে মিশেছে রাস্তাটা।

'কোনো চালাকি নয়, রানা,' ফিসফিস করলো অজয়। 'নিজের জীবনের কথা ভাবো। ভাবো শায়লা আর রাঙার মার কথা।'

বিশাল একটা গেটের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি, গেটের দু'পাশে কাঁটাতারের উঁচু বেড়া।

সিকিউরিটি শেড এ থামলো গাড়ি। ইলেকট্রিক গুঞ্জন শুনলো রানা, দেখলো ড্রাইভারের জানালা নিচে নামছে। একজন গার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার হাতে কয়েকটা পরিচয়-পত্র ধরিয়ে দিলো ড্রাইভার, বিড়বিড় করে কি যেন বললো লোকটা। পিছনের একটা জানালা নিচু হলো, ভেতরে মাথা গলিয়ে আরোহী তিনজনকে দেখলো, হাতের কার্ডগুলোর ওপর চোখ বুলালো পালা করে। রানা, হ্যাগেনবাচ অজয়, কারো ওপরই তার

দৃষ্টি দু'সেকেণ্ডের বেশি স্থির হলো না। 'ঠিক আছে,' কর্কশ গলায় বললো সে। 'গেট পেরিয়ে গাইড ট্রাকের জন্যে অপেক্ষা করুন।'

সামনে এগিয়ে থামলো গাড়ি, কমিয়ে আনা হলো আলোর উজ্জ্বলতা। ওদের সামনে কোথাও প্রচণ্ড গর্জনের সাথে একটা প্লেন ল্যাণ্ড করলো, কিছুক্ষণের জন্যে চাপা পড়ে গেল বাকি সমস্ত শব্দ। খানিক পর ছোটো একটা ট্রাক ওদের সামনে এসে ঘুরলো। ট্রাকটার গায়ে হলুদ ফিতের মতো দাগ, কপালের ওপর ঘুরছে লাল আলো। পিছনে বড়সড় একটা সাইন, লেখা রয়েছে, 'আমাকে অনুসরণ করো।'

ট্রাকের পিছু পিছু এগোলো ওদের গাড়ি, একে একে পাশ কাটিয়ে এলো বিভিন্ন ধরনের প্লেনগুলোকে। কমার্শিয়াল জেটগুলো থেকে তোলা বা নামানো হচ্ছে মালপত্তর। বড় আকারের পিস্টন এঞ্জিন বিশিষ্ট এরোপ্লেনও দেখা গেল। প্রাইভেট প্লেনও আছে। কয়েকটা বিল্ডিঙের কাছাকাছি, আর সব প্লেন থেকে দূরে, মাঠের একেবারে শেষ প্রান্তে, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্লেন, এতো নিচু যে রানার মনে হলো হাত তুললে ডানাটা ছুঁতে পারবে।

গাড়িটা ভালো করে থামার আগেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো ডাক্তার হ্যাগেনবাচ, তারপর রানাকে সামনে নিয়ে নামলো অজয়, হাতের পিস্তলটা রানার পাঁজরে চেপে ধরে। রানা যখন নামছে, দরজার পাশ থেকে হ্যাগেনবাচ খপ করে রানার একটা কব্জি চেপে ধরলো। নিচে নেমে অজয় ধরলো ওর অপর হাতটা। ওকে মাঝখানে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো তারা। প্লেনের ভেতর ঢোকার পর এক পা পিছিয়ে গেলো হ্যাগেনবাচ, দড়াম করে বন্ধ

করে দিলো দরজাটা।

'ওই সিটে,' পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করলো অজয়।

রানার দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো হ্যাগেনবাচ, সেটা প্যাড লাগানো সিটের হাতায় ফিট করা ডি-রিঙের সাথে জোড়া লাগানো হলো।

ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে রানা বললো, 'এ-ধরনের কাজ আগেও আপনি করেছেন, ডক্টর হ্যাগেনবাচ।' আতংক বা উদ্বেগ বোধ করলেও শত্রুকে তা বুঝতে দিয়ে লাভ নেই কোনো।

'স্রেফ একটু সতর্কতা। প্লেন আকাশে ওঠার পর এ-সব কাজ ঝামেলা সৃষ্টি করে।'

প্রতিটি মুহূর্ত নিরাপদ দূরত্বে থাকলো অজয়, হাতে স্থির হয়ে আছে পিস্তল। রানার দুই পায়ে লুপসহ ইস্পাতের শিকল পরালো হ্যাগেনবাচ, শিকলের অপরপ্রান্ত ডি-রিঙের সাথে আটকালো। জ্যান্ত হয়ে উঠলো প্লেনের এঞ্জিন, প্রায় সাথে সাথে ছুটতে শুরু করলো। একটু পর আকাশে উঠে পড়লো ওরা।

'নাটকটার জন্যে সত্যি আমি ক্ষমাপ্রার্থী, রানা,' বললো অজয়। ঢিল পড়েছে তার পেশীতে, সিটে হেলান দিয়ে বসেছে সে, হাতে মদের গ্লাস। 'সব কথা খুলেই না হয় বলি তোমাকে। গুডবাই ক্লিনিকে তুমি আসবে, এ আমরা আগেই ধারণা করে-ছিলাম। তুমি আসছো, সে-খবরও পাই আমরা। কাজেই মঞ্চ সাজাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম।'

শান্তভাবে শুনছে রানা, হাসি হাসি ভাব।

'কিন্তু জানতাম না, আমার লোকজনকে কাবু করে ভেতরে

ঢুকেছো তুমি। জানলে মঞ্চটা অন্যভাবে সাজাতাম। তার আগে বলে নিই, দরজার আড়াল থেকে তুমি যে কথাগুলো আমাকে বলতে শুনেছো তার সবগুলো সত্যি নয়। না, রানা, তোমাকে আমি ভুলেও কখনো আণ্ডারএস্টিমেট করিনি। দুনিয়ার সেরা এজেন্টদের একজন তুমি, এ আমি সব সময় অকপটে স্বীকার করি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি যা শুনেছো, সবই তোমাকে শোনাবার জন্যে বলা। তোমার সাথে একটু রসিকতা করার ইচ্ছে থেকে এভাবে সাজানো হয় মঞ্চটা। জানতাম, তুমি তোমার আসল ফর্মে নেই, বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সেজন্যেই তোমার বিরুদ্ধে লাগতে সাহস পেয়েছি আমি।'

'কিন্তু ডাক্তার হ্যাগেনবাচ? চেয়ারের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তাঁকে···।'

'সবই হাসির নাটকের অংশ, রানা। উনি তো প্রথম থেকেই আমাদের সাথে রয়েছেন। কি জানো, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি, অফিস-কামরায় ঢুকেই তুমি গুলি করে বসবে। এখানে আমার মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। ধরে নিয়েছিলাম, তোমার ঠিক পেছনেই থাকবে আমার লোকজন। যাই হোক, স্বীকার করছি, নাটকটা সাংঘাতিক রকম ফ্লপ করেছে। তবে, তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, ডাক্তার হ্যাগেনবাচ আতংকিত জিম্মির ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন, কি বলো?'

'অস্কারের জন্যে মনোনয়ন চাইতে পারেন,' সহাস্যে বললো রানা। 'ভালো কথা, অজয়। আশা করি, আমার দুই বান্ধবীর কোনো ক্ষতি করা হবে না?'

'ওদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করো না,' রানাকে আশ্বস্ত করলো অজয়। 'এমনিতেই তোমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না, তার ওপর যদি ওটার ওপর বেশি চাপ পড়ে, একেবারে বিগড়ে যেতে পারে।' এমন সুরে হেসে উঠলো সে, যেন দারুণ একটা কৌতুক শোনালো রানাকে।

'ওদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাই আমি,' এই প্রথম একটু কঠিন সুরে কথা বললো রানা।

'ভালো আছে ওরা, রানা। ওদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছি, আজ রাতে রওনা হতে পারছো না তুমি। ওরা জানে, এয়ারপোর্ট হিলটনে তোমার সাথে দেখা হবে ওদের।'

'কখন?'

'আমার ধারণা, এই মুহূর্তে ওখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। তোমাকে পৌঁছুতে না দেখে একসময় একটা কিছু সন্দেহ করবে ওরা, কিন্তু ভেবে দেখো, কি-ই-বা করার থাকবে ওদের?'

'আমার সম্পর্কে কি ভাবছো তোমরা?' হাসি হাসি ভাবটুকু আবার ফিরে এলো রানার চেহারায়।

'কেন, এখনো তোমাকে বলিনি, রানা?' কৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠলো অজয় মুখার্জির চোখে। 'কাল দুপুরের দিকে তো ম্যাডাম লা গিলোটিন নামে এক ভদ্রমহিলার সাথে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক হয়ে আছে।'

'আচ্ছা! ম্যাডাম লা গিলোটিন!'

'চিনতে পারছো, ম্যাডামকে? ফরাসী বিপ্লবীরা ওই নামেই

চিনতো তাকে। তবে, দুঃখের বিষয়, রানা, তোমাদের যখন মোলাকাত হবে, সাক্ষী হিসেবে ওখানে আমার উপস্থিত থাকা হবে না।' নিজের প্রকাণ্ড কপালে একটা চাঁটি মারলো অজয়। 'অতো বড় কপাল করে আসিনি হে।'

'তারমানে কি, অজয়, এতো দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ধরার পর আরেকজনের হাতে তুলে দেবে আমাকে?' রানার বলার ভঙ্গিতে অজয়ের প্রতি যেন একটু সহানুভূতিই প্রকাশ পেলো।

'আসলে, রানা, গোটা ব্যাপারটার কলকাঠি নাড়ছে টাকার অংক। এখানে, এখুনি যদি তোমাকে জবাই করি আমি, মাত্র বিশ লাখ ডলার পাবো। কিন্তু যদি জায়গামতো নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমরা হার্মিসের হাতে তুলে দিই, পাবো দুই কোটি ডলার নগদ। আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে, রানা?'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রানা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ব্যবস্থা তো হলো, বেশ। তারপর রাঙার মা আর শায়লার কি করবে?'

'হাতে টাকা পাবার পর ওদেরকে আমরা ছেড়ে দেবো। শায়লাকে জেরা করলে কিছু তথ্য আদায় করা সম্ভব, তবে ও সবের মধ্যে আর যেতে চাই না। টাকা মানুষকে বদলে দেয়, রানা। টাকা কাউকে ভালো করে, কাউকে মন্দ। বিশ্বাস করো, দুই কোটি ডলার পেয়ে স্রেফ ফেরেশতা বনে যাবো আমি।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট, নগদপ্রাপ্তি, এ-সব কোথায় ঘটতে যাচ্ছে?' চেহারায় কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, যেন গিলোটিনের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নয় ও।

'কাছে, কী ওয়েস্টের একদম কাছে। উপকূল ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। রীফ-এর বাইরে, রানা। দুর্ভাগ্যই বলবো, সময়ের হিসেবটা চুলচেরা করতে পারিনি। তোমাকে নিয়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

'ধরে নিচ্ছি, দিনের আলো ছাড়া অসুবিধে,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করলো রানা।

'রীফের ভেতর দিয়ে যে চ্যানেলটা চলে গেছে, ওটা অত্যন্ত দুর্গম, নেভিগেট করা ভারি কঠিন। চড়ায় আটকা পড়ার কোনো ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। তবে, দিনের বেলা কোনো সমস্যা হবে না। আমার বস্‌কে আমি কথা দিয়েছি তোমাকে আমি হস্তান্তর করবো। কথাটা আমাকে রাখতেই হবে।'

'বিশেষ করে কে. জি. বি.-র উচ্চাকাঙ্ক্ষী এজেন্টরা যখন তোমার বস্, কথা দিয়ে রাখতে না পারলে তোমার বিপদ হবে,' মিটিমিটি হাসির সাথে বললো রানা। 'ওদের কাছে ব্যর্থতার কোনো ক্ষমা নেই, অজয়।' ডাক্তার হ্যাগেনবাচের দিকে ফিরলো ও। 'কথাটা অজয় জানে, কিন্তু আপনি? ভাবছি, ওরা আপনাকে দলে ভেড়ালো কিভাবে? ব্ল্যাকমেইলিঙের একটা গল্প থাকলে একটুও আশ্চর্য হবো না আমি।'

কাঁধ ঝাঁকালো ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। 'গুডবাই ক্লিনিক আমার জীবন, মিঃ রানা। আমার গোটা অস্তিত্ব। বছর কয়েক আগে আমরা একটা সমস্যায় পড়ি···মানে···কিভাবে বলি···একটা অর্থনৈতিক বিপত্তি ঘটে যায়···।'

'আপনারা দেউলিয়া হয়ে পড়েন, ফাণ্ড শেষ হয়ে যায়,' বললো

রানা।

'ঠিক তাই। ফাণ্ড বলতে কিছু ছিলো না। মিঃ অজয়ের বন্ধুরা, তিনি যাঁদের কাজ করেন, অন্তত চমৎকার একটা প্রস্তাব দেন আমাকে। ওঁরা আমাকে ফাণ্ড দেবেন, আমি মানবতার সেবা করে যাবো···।'

'বাকিটা আমি আন্দাজ করতে পারি,' তাকে বাধা দিয়ে বললো রানা। 'বিনিময়ে সহযোগিতা করবেন আপনি। এক-আধজন লোককে নিয়ে আসা হবে, তাদের আপনি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন কিছুদিন। কখনো একটা লাশ নিয়ে আসবে ওরা, আপনি ডেথ সার্টিফিকেটে লিখবেন, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মাঝেমধ্যে দু'একটা অপারেশন করতে হবে আপনাকে।'

চেহারায় বিষণ্ন ভাব নিয়ে মাথা ঝাঁকালো ডাক্তার হ্যাগেন-বাচ। 'হ্যাঁ, এইসব আর কি। স্বীকার করছি, এ-ধরনের কোনো পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে পড়তে হবে তা কখনো ভাবিনি। তবে মিঃ অজয় আমাকে বলেছেন, আমার পেশাগত চরিত্রের ওপর কোনো দাগ পড়বে না। অফিশিয়ালি, দু'দিনের ছুটিতে আছি আমি। রেস্টে আছি।'

হেসে উঠলো রানা। 'রেস্ট। সত্যি বিশ্বাস করেন নাকি? আপনার পরিণতি দেখতে পাচ্ছি অ্যারেস্ট। হয় অ্যারেস্ট, নয়তো বুলেট, হের ডক্টর। বুলেটটা কার, তা-ও বলে দিতে পারি। আপনি মারা যাবেন অজয়ের হাতে।'

'থামো!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো অজয়। 'ডাক্তার সাহেব আমার সাংঘাতিক উপকার করেছেন। তিনি জানেন, তাঁকে পুরস্কৃত করা

হবে।' হ্যাগেনবাচের দিকে ফিরে হাসলো সে। 'অত্যন্ত পুরনো আর বাতিল একটা ট্রিক ব্যবহার করছে রানা। আমাদের ভেতর সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা। আপনি তো জানেনই, কি রকম ধড়িবাজ ও। ওকে আপনি অ্যাকশনে দেখেছেন।'

আবার মাথা ঝাঁকালো হ্যাগেনবাচ। 'হ্যাঁ। মিখাইল আর নিকোলাইকে গুলি খেতে দেখাটা আমার জন্যে কোনো মজার অভিজ্ঞতা ছিলো না। ব্যাপারটা আমি একদম পছন্দ করতে পারিনি।'

'আপনিও কম ধড়িবাজ নন, হের ডক্টর,' বললো রানা। 'ঘুমের ইঞ্জেকশন না দিয়ে অজয়কে আপনি···।'

'স্যালাইন দিয়েছিলাম।'

'আর তারপর আপনারা আমাকে ফলো করলেন।'

'তোমার পিছু নিতে কোনো ঝামেলা হয়নি আমাদের,' জানালা দিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে বললো অজয়। এখনো সেখানে অন্ধকার। 'তবে প্ল্যানটা তুমি বদলাতে বাধ্য করলে। কথা ছিলো, প্যারিসে আমার লোকজন তোমার দায়িত্ব নেবে। তার বদলে সালজবার্গ থেকেই তোমার দায়িত্ব আমাকে নিতে হলো। চারদিকে বহুলোকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত সবই ম্যানেজ করতে পেরেছি আমরা।'

সিট থেকে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকলো রানা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। দূরে একটু যেন আলোর আভাস।

'যাক!' খুশি মনে বললো অজয়। 'পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই। আলো স্টক আইল্যাণ্ড আর কী ওয়েস্ট। খুব বেশি হলে

আর দশ মিনিট লাগবে।'

'কি হবে, ল্যাণ্ড করার পর আমি যদি ছাড়া পাবার চেষ্টা করি?'

'তুমি ছাড়া পাবার কোনো চেষ্টা করবে না, রানা।'

'এতো জোর দিয়ে বলছো কিভাবে?'

'ইন্সুরেন্স করা আছে না। সুপ্রিয়াকে আটকে রেখে তুমি যেমন একটা বীমার ব্যবস্থা করেছিলে, ঠিক তেমনি আমারও একটা বীমা করা আছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রানা।

'একটা ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই, রানা। রাঙার মা আর শায়লা মুক্তি পেয়েছে দেখার জন্যে যা বলা হবে তাই তুমি করবে। তোমার রণসজ্জায় এটাই একমাত্র দুর্বলতা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ত্রুটিটা তোমার রয়েই গেল। হ্যাঁ, রানা, মানুষকে ভালোবাসার ব্যাপারে তুমি নেহাতই বোকার মতো নরম। অসহায় একটা মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে আজকের দুনিয়ায় কেউ তার প্রাণ দিতে যাবে না, কিন্তু তুমি দেবে। এখানে একজন নয়, দু'জন মেয়েলোকের জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। একজন তোমার গৃহপরিচারিকা, যার কাছ থেকে মায়ের স্নেহ আর সেবা পেয়ে এসেছো দীর্ঘকাল। আরেকজন তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, যে তোমার অনেক গোপন তথ্য বিশ্বস্ততার সাথে বছরের পর বছর ধরে রক্ষা করে এসেছে। এই দু'জনের জন্যে তুমি পারো না এমন কাজ নেই।'

ঢোক গিললো রানা অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলো, তুরুপের তাসটা খেলেছে অজয়। ঠিক ধরেছে সে। রাঙার মা বা শায়লার মতো মানুষকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে

দ্বিধাবোধ করবে না মাসুদ রানা।

'আরো একটা কারণে তুমি আমাদের অবাধ্য হবে না,' ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির ভেতর অজয়ের চাপা হাসি দেখা গেল কি গেল না, চোখেও হাসিটুকু ফুটলো না। 'ওকে দেখান, হের ডক্টর।'

সিটগুলোর মাঝখানে একটা ম্যাগাজিন র‍্যাক রয়েছে, সেখান থেকে ছোট একটা কেস তুললো ডাক্তার হ্যাগেনবাচ, প্লাস্টিকের তৈরি বাচ্চাদের স্পেস গান-এর মতো দেখতে একটা জিনিস বেরুলো কেসটা থেকে। 'এটা একটা ইঞ্জেকশন পিস্তল,' ব্যাখ্যা করলো ডাক্তার। 'ল্যাণ্ড করার আগে ভরে নেবো আমি। দেখুন, অ্যাকশনটা দেখুন।' পিস্তলের পিছন থেকে একটা প্লানজার পিছিয়ে আনলো, ব্যারেলটা তুললো রানার মুখের দিকে, তারপর স্পর্শ করলো খুদে ট্রিগারটা। যন্ত্রটা লম্বায় সাত সেন্টিমিটারের বেশি হবে না, তার মধ্যে বাঁটটাই পাঁচ সেন্টিমিটার। ট্রিগার স্পর্শ করা-মাত্র মাজল থেকে বেরিয়ে এলো একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। 'এটার সাহায্যে একটা ইঞ্জেকশন দিতে সময় লাগে দুই দশমিক পাঁচ সেকেণ্ড,' গাম্ভীর্যের সাথে হেঁড়ে গলায় বললো ডাক্তার। 'সূচটাও অসম্ভব লম্বা। কাপড়চোপড় ভেদ করে অনায়াসে ভেতরে ঢুকতে পারে।'

'নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো,' অজয় বললো, 'সুইটা তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।'

'তাৎক্ষণিক মৃত্যু।'

'আরে না! প্রতিক্রিয়া হবে অবিকল হার্ট অ্যাটাকের মতো। আধঘণ্টার মধ্যে আবার তুমি আমাদের মাঝখানে ফিরে আসবে,

একেবারে আগের মতোই তাজা। জানোই তো, হামিস তোমার মাথা চায়। সর্বশেষ গন্তব্যে তোমাকে খুন করা হবে একটা পাওয়ার টুল-এর সাহায্যে। তবে তোমাকে আমরা ডেলিভারি দিতে চাই অক্ষত ও বহাল তবিয়তে।'

'এজন্যে বোধহয় অতিরিক্ত পুরস্কার আছে?'

'আহ্! মিঃ রানা, আপনি ভারি বুদ্ধিমান!' মুগ্ধ হলো হ্যাগেন-বাচ।

'আছে, সত্যি অতিরিক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে,' স্বীকার করলো অজয়। 'তাছাড়া, বৃদ্ধ কর্নেল মালিনের প্রতি কিছু ঋণও আছে আমাদের। তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেনও না। তাঁর শেষ অনুরোধ—তোমার মাথা।'

এক মুহূর্ত পর ইন্টারকমে পাইলটের গলা ভেসে এলো। সিগারেট নিভিয়ে সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বললো সে। জানালো, আর চার মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে তারা। আলোর দিকে দ্রুত বেগে নামছে প্লেন, জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। পানি চোখে পড়লো, রাস্তার দু'পাশে গাছপালা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নিচু দালান-কোঠা।

'মজার জায়গা, কী ওয়েস্ট,' খোশগল্পের সুরে বললো অজয়। 'জায়গাটা সম্পর্কে অনেক মজার মজার কথা বলে গেছেন হেমিংওয়ে। টেনিসি উইলিয়ামস-ও বাস করেছেন এখানে। কাছাকাছি ছোট্ট একটা হোয়াইট হাউস তৈরি করেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, পরে সেটাকে ন্যাভাল বেস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টার হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে কী

ওয়েস্টে বেড়াতে নিয়ে এসেছিলেন। নৌকো নিয়ে পালানো কিউ-বার লোকজন এখানেই ভেড়ে। তবে, আরো আগে, আরো অনেক আগে, জায়গাটা ছিলো জলদস্যুদের স্বর্গ। শুনতে পাই, আজও নাকি স্মাগলাররা স্বর্গ বলে মনে করে কী ওয়েস্টকে। যদিও, ইউ. এস. কোস্ট গার্ডরা কড়া পাহারা দেয়।'

ল্যাণ্ড করলো প্লেন।

'কী ওয়েস্টের এই এয়ারপোর্টেরও ইতিহাস আছে,' বলে চলেছে অজয়, মনের উল্লাস চেপে রাখতে না পেরে বক বক করে চলেছে সে। 'এখান থেকে প্রথম রেগুলার ইউ. এস. মেইল ফ্লাইট চালু হয়। হাইওয়ে রুট ওয়ান-এর শুরু এবং শেষ কী ওয়েস্টেই।' রানওয়ে ধরে ছুটে দাঁড়িয়ে পড়লো প্লেন, তারপর ধীর গতিতে এগোলো দোচালা আকৃতির একটা কাঠামোর দিকে, ওটার সাথে বারান্দা রয়েছে। 'ওয়েলকাম টু কী ওয়েস্ট, রানা, দা ওনলি ফ্রস্ট-ফ্রি সিটি ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস।' হাসলো সে। 'এখান থেকে অদ্ভুত সুন্দর সূর্যাস্ত দেখতে পাবে তুমি। সত্যি, অবিশ্বাস্য সুন্দর। একটু ভুল হয়েছে, দুঃখিত। এখানকার অপূর্ব সুন্দর সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ তোমার হবে না। দুঃখ করো না, ভাই, সবার কপালে কি সব জিনিস হয়!'

প্লেন থেকে বেরুতেই গরম বাতাস লাগলো চোখেমুখে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নামিয়ে আনা হলো রানাকে। ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে থাকলো ডাক্তার হ্যাগেনবাচ, প্রয়োজনে সিরিঞ্জটা ব্যবহার করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

'হাসো,' ফিসফিস করে রানাকে নির্দেশ দিলো অজয়। 'কথা

বলার ভান করো।' আড়চোখে দোচালাটার বারান্দার দিকে তাকালো সে। দশ-বারোজন লোক বসে আছে ওদিকে, সদ্য আগত জাপান এয়ারলাইন্সের আরোহীদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। মুখগুলোর ওপর চোখ বুলালো রানা, একজনকেও পরিচিত মনে হলো না। দোচালার পাশের একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা গাড়ির দিকে রানাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অজয় আর ডাক্তার। আবার ওকে দু'জনের মাঝখানে পিছনের সিটে বসতে হলো। ড্রাইভারের বয়স বেশি নয়, বুক খোলা শার্ট পরে আছে, মাথায় লম্বা কালো চুল।

'সব ঠিক?'

'কথা না বলে গাড়ি ছাড়ো!' ধমকের সুরে বললো অজয়। 'একটা জায়গা ঠিক করা আছে, কেমন?'

'আছে। এক নিমেষে পৌঁছে দেবো আপনাদের।' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ড্রাইভার, এতোক্ষণে সামান্য একটু মাথাটা ঘোরালো সে। 'আপনারা কিছু মনে করবেন নাকি, আমি যদি একটু গানটান শুনি?'

'বাজাও না, বাজাও,' অনুমতি দিয়ে বললো ডাক্তার হ্যাগেনবাচ। 'কিন্তু কি গান, ঘোড়া ভয় পাবে না তো?'

হ্যাগেনবাচের রসিকতায় গলা ছেড়ে হেসে উঠলো অজয়। মহা ফূর্তিতে আছে সে। গাড়িতে বসার পর আবার তার পেশীতে ঢিল পড়েছে, চেহারায় ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। রানার আরেক পাশে হাতে সিরিঞ্জ নিয়ে হ্যাগেনবাচ না থাকলে, মুক্তি পাবার একটা চেষ্টা অবশ্যই করতো ও। কথা বললেও, মুহূর্তের জন্যেও

রানার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না ডাক্তার।

শব্দের একটা বিস্ফোরণ আঘাত করলো ওদেরকে। কর্কশ একটা গলা থেকে গান বেরিয়ে এলো।

'দেয়ার'স আ হোল ইন ড্যাডি'স আর্ম
হোয়্যার অল দ্য মানি গোজ···।'

'থামাও! এ কি গান!' হুংকার ছাড়লো অজয়।

'ভারি দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনা করলো তরুণ ড্রাইভার। 'ভেবেছিলাম, আপনাদের ভালো লাগবে। রক অ্যাণ্ড রোল পছন্দ করি আমি। ম্যান, ইট'স গুড মিউজিক!'

'বললাম তো, খবর্দার!'

গাড়ির ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো, মুখ হাঁড়ি করে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। রাস্তার পাশের সাইনগুলো লক্ষ্য করলো রানা। সাউথ রুজভেল্ট বুলেভার্ড। মার্থা'স—একটা রেস্তোরাঁ, টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া সারছে লোকজন। রাস্তার দু'পাশেই কাঠের বাড়ি-ঘর, সাদা রঙ করা। আলো ঝলমলে মোটেল দেখা গেল, নোটিস টাঙানো হয়েছে, নো ভ্যাকেন্সি। ডান দিকে মহাসাগর। দীর্ঘ একটা বাঁক নিচ্ছে গাড়ি, রানার মনে হলো আটলান্টিককে পিছনে রেখে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। তারপর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরে সীয়ার্সটাউনে ঢুকলো ওরা। চারদিকে চোখ বুলালো রানা। বড় একটা শপিং এরিয়ায় পৌঁচেছে গাড়ি।

একটা সুপারমার্কেটের পাশে থামলো ড্রাইভার। চারদিকে ক্রেতাদের ভিড়। সুপারমার্কেট আর অফিস বিল্ডিঙের মাঝখানে সরু একটা গলি। অফিস বিল্ডিঙের পাশে, গলির ভেতর, চশমার

একটা দোকান।

'দোকানটার ওপর উঠবেন আপনারা, সিঁড়িটা গলির দিকেই। আবার বোধহয় আসতে হবে আমাকে, আপনাদের নেয়ার জন্যে।'

'পাঁচটায়,' শান্তভাবে বললো অজয়। 'গ্যারিসন বাইট-এ ভোরে পৌঁছুতে চাই আমরা।'

'তারমানে অভিযানে বেরুচ্ছেন আপনারা, মাছ ধরবেন?' প্রশ্নটা করে ঘাড় ফেরালো ড্রাইভার, এই প্রথম তার চেহারা দেখার সুযোগ হলো রানার।

লম্বা চুল দেখে রানা যা ভেবেছিল তা নয়, লোকটা প্রৌঢ়। মুখের অর্ধেকটাই নেই তার, ভেতরে ডেবে আছে আকৃতিটা, স্কিন গ্রাফটের সাহায্যে কোনো রকমে মেরামত করা হয়েছে। রানা যে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়েছে, টের পেয়ে গেল লোকটা। ভালো একমাত্র চোখটা তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকালো সে, কুৎসিত হাসলো।

'আমাকে দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। চেহারার এই দশা হয়েছে বলেই তো যে যা কাজ দেয় তাই করি। আনকোরা নতুন এই মুখটা আমি ভিয়েৎনাম থেকে অর্জন করেছি। বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের কাছে আমার এই মুখের অনেক দাম। লোক-জনকে ভয় পাওয়াবার জন্যে আমাকে তারা ভাড়া করে।'

'পাঁচটার সময়,' আবার বললো অজয়, দরজা খুললো।

আগের মতোই, ওদের সতর্কতায় কোনো রকম শৈথিল্য প্রকাশ পেলো না। অজয়ের পিস্তলটা কোটের পকেটে, মাজলটা রানার পাঁজরে ঠেকে থাকলো, রানার গা ঘেঁষে গাড়ি থেকে নামলো সে।

রানা নামতেই ওর আরেকপাশে চলে এলো হ্যাগেনবাচ, তালুর ভেতর নিয়ে সিরিঞ্জটা দেখালো রানাকে। গলির ভেতর দিয়ে খানিক এগিয়ে একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দোতলায়। ঘরটা খালি। দুটো বিছানা আর দুটো চেয়ার ছাড়া কিছু নেই। জানালার পর্দা-গুলো নোংরা, বিরক্তিকর শব্দ তুলে চালু রয়েছে একটা এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট। এখানেও ওরা হাতকড়া আর শিকল ব্যবহার করলো। রানার কাছাকাছি বসে থাকলো হ্যাগেনবাচ, হাতে সিরিঞ্জ। খাবার আনার জন্যে বেরিয়ে গেল অজয়।

খানিকটা মাংস, রুটি আর তরমুজ নিয়ে ফিরলো সে। নিজে-দের মধ্যে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলো, পালা করে ঘুমাবে ওরা। একজন জেগে থাকবে, একজন ঘুমাবে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।

ভালো করে ভোর হবার আগেই ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙালো অজয়। একটা হাত তুলে বাথরুমটা ওকে দেখিয়ে দিলো সে। দশ মিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো তিনজনের দলটা। ফিরে এসেছে ড্রাইভার, সেই আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

এতো ভোরে লোকজন খুব কমই দেখা গেল রাস্তায়। মাথার ওপর কঠিন সীসা রঙের আকাশ, তবে অজয় বললো, আবহাওয়া আজ ভালোই থাকবে। নর্থ রুজভেল্ট বুলেভার্ডে পৌঁছুলো ওরা; তারপর বাম দিকে একটা জেটি দেখা গেল, ইয়ট ছাড়াও বড় আকা-রের এঞ্জিনচালিত ফিশিং বোট নোঙর করেছে। ডান দিকেও পানি রয়েছে।

একটা হাত তুললো অজয়। 'ওদিকে যাবো আমরা। গালফ অভ মেক্সিকো। রীফ-এর উল্টোদিকে দ্বীপটা।'

হারবার লাইটস, একটা রেস্তোরাঁর পাশে গাড়ি থেকে ঠেলা দিয়ে নামানো হলো রানাকে। বন্ধ রেস্তোরাঁর গা ঘেঁষে এগোলো ওরা, চলে এলো জেটিতে। বড় একটা ফিশিং বোটের পাশে দাঁড়িয়ে দৈত্যাকার-এক লোক, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অজয়কেও বোধহয় হার মানাবে। কেবিনের ওপর কংকালসার সুপারস্ট্রাকচার, সরু মই অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ক্যাপটেন আর অজয় পরস্পরের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো। কড়া পাহারার মধ্যে বোটে তোলা হলো রানাকে, তারপর নিচের একটা কেবিনে নামানো হলো।

এঞ্জিন স্টার্ট দেয়াই ছিলো, পাঁচ মিনিটের মাথায় রওনা হয়ে গেল ফিশিং বোট। নাগরদোলার দুলুনি অনুভব করলো রানা, ঢেউগুলো যথেষ্ট বড়, খোলের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের ভাঙা মাথা। আবার হাতকড়া আর শেকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে রানাকে। একটা ব্রিজের তলা দিয়ে এগোলো বোট। গতি বাড়তে শুরু করায় ঢিল পড়লো ডাক্তার হ্যাগেনবাচের পেশীতে, সিরিঞ্জটা সরিয়ে রাখলো সে। অজয় গেল ক্যাপটেনের সাথে কথা বলতে।

বোট চালানো নিয়ে ব্যস্ত মনে হলো সবাইকে। নিজের অবস্থাটা খতিয়ে দেখছে রানা। রীফের বাইরে একটা দ্বীপের কথা বলছে ওরা। ওখানে পৌঁছুতে কতোক্ষণ লাগতে পারে? হাতকড়া আর শেকলগুলো পরীক্ষা করলো। না, একার চেষ্টায় এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে, নিচে নেমে এসে কেবিনে

ঢুকলো অজয়। 'তোমার মুখে রুমাল গুঁজতে হবে,' বললো সে, নার্ভাস না হলেও একটু যেন অস্থির। 'ঢাকতেও হবে।' হ্যাগেন-বাচকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কথা বললো সে, কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা। 'স্টারবোর্ড সাইডে একখানা ফিশিংবোট দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছে। ক্যাপটেন বলছে, ওদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়া উচিত। তা না হলে কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই রিপোর্ট করবে ওরা। আমি চাই না কেউ কিছু সন্দেহ করুক।'

রানার মুখের ভেতর একটা রুমাল গুঁজলো অজয়, আরেকটা রুমাল দিয়ে বাঁধলো মুখটা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, দম আটকে মারা যাবে সে। হাতকড়া আর শিকলগুলো পরীক্ষা করলো অজয়, তারপর ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিলো চাদরে। চাদরের তলায় গাঢ় অন্ধকার, কান পাতলো রানা। বোটের দুলুনি বেড়েছে, কমে আসছে গতি।

ওপর থেকে ক্যাপটেনের চিৎকার ভেসে এলো, 'তোমরা বিপদে পড়েছো?' কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল, তারপর আবার তার গলা শুনতে পেলো রানা, 'ঠিক আছে, তোমাদের বোটে আসছি আমি, কিন্তু গন্তব্যে আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছুতেই হবে। হয়তো ফেরার পথে তোমাদেরকে আমরা তুলে নিতে পারবো।'

জোরালো একটা ঝাঁকি খেলো বোট, ওরা সম্ভবত দ্বিতীয় বোটের গায়ে ভিড়লো। আর তারপরই হুড়মুড় করে নরক ভেঙে পড়লো মাথায়। শুরু থেকে বারোটা পর্যন্ত গুণলো রানা, তারপর

থেই হারিয়ে ফেললো, কারণ একসাথে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র গর্জাতে শুরু করেছে। হ্যাণ্ডগানগুলো থামলে মেশিন-পিস্তল ফায়ার শুরু করে। কর্কশ, উচ্চকিত একটা আর্তনাদ শুনলো রানা, গলাটা ডাক্তার হ্যাগেনবাচের বলে মনে হলো, চিৎকারের সাথে ওপরের ডেক থেকে ধপাস করে পতনের একটা আওয়াজও ভেসে এলো। তারপর, হঠাৎ করেই নেমে এলো নিস্তব্ধতা। শুধু একজোড়া পায়ের শব্দ পেলো রানা। ডেক ধরে হেঁটে আসছে। কান পেতে অপেক্ষায় থাকলো রানা।

পায়ের আওয়াজ নিচে নামছে।

কেবিনে ঢুকলো কেউ। থামলো। আবার এগোলো। কথা বলছে না, তার নিঃশ্বাসের শব্দও পেলো না রানা। চাদরের ভেতর দরদর করে ঘামছে ও।

অকস্মাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে রানার গা থেকে তুলে নেয়া হলো চাদরটা। মাথাটা ঘুরিয়ে তাকানোর চেষ্টা করলো রানা, ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটাকে দেখে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল। মলি মণ্টানার হাতে তার সেই ছোট্ট পিস্তল।

'ভালো, ভালো, ভালো! পরম প্রভু রানা, শেষ পর্যন্ত তাহলে আমরাই তোমাকে চোরাবালি থেকে উদ্ধার করলাম!' কেবিনের দরজার দিকে ফিরলো সে। 'জিনা, সব ঠিক আছে রে। আমাদের প্রভু এখানে বোবা হয়ে পড়ে আছেন, সেবা করতে চাইলে ছুটে আয়।'

উদয় হলো রোজিনাও, তার হাতেও পিস্তল, পাকা আপেল-রাঙা মুখে চওড়া নিঃশব্দ হাসি। 'কি, মহাশয়, এবার স্বীকার

করবে তো, নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণ করেছি আমরা ?'

দুই বান্ধবী হেসে গড়িয়ে পড়লো। চিৎকার করছে রানা, বাঁধন খুলে মুক্ত করতে বলছে ওকে, কিন্তু মুখে রুমাল থাকায় একটা শব্দও বোঝা গেল না। রানার দুই গালে পালা করে চুমো খেলো ওরা। মলি বললো, 'ভেবে দেখো, রানা, তোমার অবস্থায় যদি কোনো মেয়ে পড়তো, আর আমরা যদি হতাম নির্দয় দুশ্চরিত্র জলদস্যু, ফলাফল কি দাঁড়াতো ?'

'কি হতে পারতো তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো রোজিনা। ফুঁ দিয়ে চুল সরালো কপাল থেকে। 'এখন যা হয়েছে তাই বা মন্দ কি ? রানা পুরুষ বটে, কিন্তু অবলা নারীর চেয়ে কোন্ দিক থেকে ভালো অবস্থায় আছে এই মুহূর্তে ? আর, আমরাই বা কবে কোন্ কালে চিন্তায়-চেতনায় পুণ্যবতী সতিনারী ছিলাম ? তারচেয়ে ভেবে দেখ, সুযোগটা নিবি কিনা !'

'ভেবেছিস জানি না, ওর ওপর তোর চোখ পড়েছে ?' রোজিনার দিকে কটাক্ষ হেনে বললো মলি। 'হাজার হোক তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তোর জিনিসে কিভাবে আমি মুখ লাগাই ! বলিস তো, তোদেরকে একা রেখে চলে যেতে পারি কিছুক্ষণের জন্যে।'

'না। না রে। রানা আমার স্বপ্নপুরুষ। ওকে অসহায় পেয়ে, জোর করে ওর কৌমার্যহরণ করতে পারবো না। দখল নয়, ওকে আমি জয় করতে চাই। সারাজীবন পরীক্ষা দিতে হলেও আমি রাজি। অনন্তকাল ধৈর্য ধরবো। আমার সাধনায় যদি গলদ না থাকে, একদিন ওকে আমি ঠিকই পাবো, দেখিস তুই।'

'তবে যে আমাকে সুযোগ নিতে বলছিলি ?' চোখ পাকালো

মলি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে বান্ধবীর দিকে তাকালো রোজিনা টরটেলিনি। 'তোকে পরীক্ষা করার জন্যে।'

হাতকড়ার চাবি নিয়ে ফিরে এলো সে। দেখলো, রানার মুখ থেকে রুমাল দুটো খুলে নিয়েছে মলি।

'ধারণা করি,' রানাকে বললো মলি, 'বোকা লোকগুলো তোমার বন্ধু ছিলো না। ওদেরকে শায়েস্তা করতে হয়েছে।'

'কি বলতে চাও, শায়েস্তা করতে হয়েছে?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো রানা, মলির চেহারায় অস্বাভাবিক সারল্য ও নিরীহ ভাব লক্ষ্য করে রক্ত হিম হয়ে গেল ওর।

'শান্ত হও, রানা, এখন আর কিছু করার নেই। ওরা মারা গেছে। ওরা তিনজনই, রানা। মরে একেবারে ভূত হয়ে গেছে। তবে তোমাকে স্বীকার করতে হবে, আমরা চালাক না হলে তোমাকে খুঁজে বের করতে পারতাম না।'

ছয়

ডেকের নারকীয় দৃশ্যটা দেখার পর অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করলো রানা। সুন্দরী দুটি মেয়ে, এক অর্থে অল্পবয়েসী, হাস্যরস যাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তের সাথী, তাদের দ্বারা কিভাবে এটা সম্ভব? তিনজন লোককে খুন করার পর ওরা কোনো রকম অনুশোচনায় ভুগছে না, ভয়ও পাচ্ছে না, যেন রান্নাঘরে বিরক্ত করায় ঝাড়ু দিয়ে তিনটে তেলাপোকা মেরেছে। নিজের ওপরও যথেষ্ট পরিমাণে মনোক্ষুণ্ন হলো রানা—যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেনি ও, অজয় আর হ্যাগেনবাচের পাতা ফাঁদে বোকার মতো পা দিয়েছে। এবং—এটাই সবচেয়ে বেশি লাগছে—নিজের চেষ্টায় মুক্ত হতে পারেনি। এই মেয়ে দুটোই ওকে উদ্ধার করলো, ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত জেনেও কেন যেন মনের দিক থেকে কোনো সায় বা উৎসাহ পেলো না। বিস্ময়ের ধাক্কার সাথে খুঁত-খুঁতে একটা ভাব জড় গেড়েছে মনে। কি যেন ঠিক মিলছে না।

দ্বিতীয় বোটটা, প্রায় একই রকম দেখতে, গায়ে গা ঠেকিয়ে

ভাসছে, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে অনবরত। রীফের বাইরে বেশ খানিক দূরে রয়েছে ওরা। আরো অনেকটা দূরে সাগরের গায়ে উটের পিঠের মতো লাগছে দ্বীপগুলোকে। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে ওপরে উঠছে সূর্য, আকাশ হয়ে উঠলো গাঢ় নীল। ভুল বলেনি অজয়, আবহাওয়া আজ ভালোই যাবে।

'কি?' ওর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলি, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। দ্বিতীয় বোটটায় ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে রোজিনা।

'কি মানে?'

'কি মানে কিছু একটা বলো। তোমাকে আমরা খুঁজে বের করেছি, বুদ্ধিমতী বলবে না?'

'ভারি,' রানার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, যেন রেগে গেছে। 'এসবের কি কোনো দরকার ছিলো?'

'মানে, যারা তোমাকে বন্দী করেছিল তাদেরকে খতম করার দরকার ছিলো কিনা?' সবিস্ময়ে রানার মুখে কি যেন খুঁজলো মলি। ধীরে ধীরে রাগে লালচে হয়ে উঠলো তার চেহারা। 'হ্যাঁ, দরকার ছিলো বৈকি, একান্তভাবে দরকার ছিলো। এ কেমন আচরণ, রানা? সামান্য একটা ধন্যবাদ বলার ভদ্রতাটুকুও নেই তোমার? আমরা রক্তপাত চাইনি, ভেবেছিলাম শুধু হুমকি দিলেই কাজ হবে, কিন্তু ওরাই বাধ্য করলো গুলি করতে। তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, ওরাই প্রথমে উজি ব্যবহার করে। আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের সামনে কোনো বিকল্প ছিলো না।' হাত তুলে নিজেদের বোটটা দেখালো সে, খোলের গায়ে অনেকগুলো কুৎসিতদর্শন ফুটো তৈরি হয়েছে।

ছোট্ট করে, ধীরে ধীরে, মাথা ঝাঁকালো রানা, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো, 'ধন্যবাদ। আমাকে উদ্ধার করেছো, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তার আগে আমাকে খুঁজে পেতে হয়েছে। গল্পটা কি?'

'ভাবছিলাম, কখন শুনতে চাইবে,' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো মলি। 'তার আগে এই জঞ্জাল পরিষ্কার করা দরকার।'

'কি অস্ত্র ছিলো তোমাদের সাথে?'

'তোমার কেস থেকে পিস্তল দুটো নিয়ে আসি আমরা। হোটেলে, কী ওয়েস্টে, তোমার লাগেজ রয়ে গিয়েছিল, মনে আছে? কেসের তালাগুলো ভাঙতে হয়েছে আমাকে, দুঃখিত। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, তাছাড়া কমবিনেশন মেলাতে পারিনি।'

'অতিরিক্ত ফুয়েল আছে কিনা জানো?'

স্টার্ন ওয়েল-এর কাছে হ্যাগেনবাচের লাশ পড়ে আছে, একটা হাত তুলে আরো সামনের দিকে ইঙ্গিত করলো মলি। 'ওদিকে দুটো ক্যান আছে। আমাদের বোটেও আছে তিনটে।'

'দেখে মনে হতে হবে দুর্ঘটনা,' কপালে ভাঁজ তুলে বললো রানা। 'শুধু তাই নয়, লাশগুলোও যেন খুঁজে না পায়। একটা বিস্ফোরণ সবচেয়ে ভালো সমাধান এনে দেবে, আমরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর। কাজটা কঠিন কিছু নয়, তবে ফিউজ দরকার হবে আমাদের, অথচ ওটাই আমাদের নেই।'

'তবে একটা সিগন্যাল পিস্তল আছে। আমরা ফ্লেয়ার ব্যবহার করতে পারি।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'রেঞ্জ কতো, একশো মিটার? রোজিনাকে নিয়ে যাও, পিস্তল আর ফ্লেয়ার রেডি করো। এখানে

যা করার আমি করছি।'

ঘুরে দাঁড়ালো মলি, ছোট্ট লাফ দিয়ে গার্ড রেইল টপকালো, মহাফুর্তির সাথে ডাকলো রোজিনাকে।

নোংরা, অবাঞ্ছিত কাজটায় হাত দিলো রানা, ঘটনার সাম্প্রতিক মোড় পরিবর্তন নিয়ে ভাবছে। ওরা ওকে খুঁজে বের করলো কিভাবে? ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে উপস্থিত হলো কি করে? সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত দু'জনের একজনকেও বিশ্বাস করা যায় না।

সতর্কতার সাথে বোটটা সার্চ করলো রানা, কাজে লাগে এমন প্রতিটি জিনিস ডেকে জড়ো করলো এক জায়গায়—রশি, তার, স্ট্রং লাইনস। স্ট্রং লাইনস ব্যবহার করা হয় হাঙর ও সোর্ডফিশ বোটে তোলার কাজে। সবগুলো অস্ত্র সাগরে ফেলে দিলো ও, শুধু অজয়ের অটোমেটিকটা ছাড়া। ওটা একটা ব্রাউনিং, নাইন এম এম। স্পেয়ার ক্লিপগুলোও রেখে দিলো।

এরপর লাশগুলো স্টার্ন ওয়েল-এ ফেলতে হবে। হ্যাগেনবাচ ওখানেই রয়েছে, তাকে শুধু উল্টে দিলেই হবে। কাজটা পা দিয়ে সারলো রানা। হুইলহাউসের দরজায় আটকে গেছে ক্যাপটেনের লাশ, ছাড়াবার জন্যে দু'হাতে ধরে টানতে হলো। সবচেয়ে ঝামেলায় ফেললো অজয়। কেবিন আর গার্ড রেইল-এর মাঝখানের ফাঁকটা সরু, ছিন্নভিন্ন অজয়ের প্রকাণ্ড দেহটা গলতেই চায় না। অনেক কষ্টে বের করে আনলো রানা, হাত দুটো ভিজে গেল চটচটে রক্তে।

সরাসরি ফুয়েল ট্যাংকের ওপর লাশগুলো এক সারিতে রাখলো

রানা, ফিশিং লাইন দিয়ে আলগা করে বাঁধলো। আবার বোটের সামনে এসে সংগ্রহ করলো কিছু জিনিস, সবগুলোই সহজে পুড়বে —চারটে কেবিন বাঙ্কের বালিশ, চাদর, কুশন, কার্পেট। সব জড়ো করা হলো বোটের একবারে সামনের অংশে। স্তূপটার ওপর লাইফ জ্যাকেট ও ভারি যন্ত্রপাতি চাপালো ও। লাশগুলোর কাছে কুণ্ডলী পাকানো এক প্রস্থ রশি ফেলে রাখলো।

দ্বিতীয় বোটে চলে এলো রানা। হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোজিনা, পাশে মলি; সে দাঁড়িয়ে আছে কেবিনে নামার সিঁড়ির ধাপে। তার হাতে একটা ফ্লেয়ার প্রজেক্টর, ধরে আছে মাজল-এর দিকটা। 'এই যে, ফ্লেয়ার পিস্তল।'

'অনেকগুলো ফ্লেয়ার দরকার হতে পারে, আছে তো?'

ইঙ্গিতে একটা মেটাল বক্স দেখালো মলি, একডজন কার্টিজ রয়েছে তাতে, প্রতিটির গায়ে নিজস্ব রঙ—লাল, সবুজ ও সাদা। সাদা মানে স্রেফ উজ্জ্বল আলো। তিনটে সাদা ফ্লেয়ারই তুলে নিলো রানা। 'আশা করি এতেই হয়ে যাবে।'

দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিলো ও। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো রোজিনা, সমস্ত রশি পানি থেকে তুলে নিলো মলি, শুধু বোটের মাঝখানেরটা বাদ দিয়ে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার জন্যে অপর বোটে ফিরে এলো রানা। লাশগুলোর কাছ থেকে রশির একটা প্রান্ত তুলে টেনে আনলো জড়ো করা জিনিসগুলোর ভেতর দিয়ে, পিছু হটে রশি ছাড়লো, ফিরে এলো স্টার্ন ওয়েল-এর কাছে, ফলে ফুয়েল ট্যাংকের ইন-লেট-এর পাশে সরলরেখা তৈরি করলো রশিটা। হাতে ইমার্জেন্সী

ফুয়েল ক্যান নিয়ে আবার সামনের দিকে চলে এলো ও। স্তূপটা, তারপর রশি, সবশেষে লাশগুলো ভালো করে ভেজালো। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ক্যানের ছিপি খুলতে হয়েছে। এরপর ফুয়েল ট্যাংকের ক্যাপ খুলে ভিজে রশিটা নামিয়ে দিলো নিচে। 'সাবধান!' হাঁক ছাড়লো ও।

স্টার্ন ওয়েল থেকে ছুট দিলো রানা, গার্ড রেইলের ওপর চড়ে লাফ দিয়ে পড়লো অপর বোটে, দেখতে পেয়ে বোটের মাঝখানের রশিটা হাত থেকে সাগরে ছেড়ে দিলো মলি। আস্তে-ধীরে থ্রটল খুললো রোজিনা, সচল হলো বোট, সেই সাথে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

সুপারস্ট্রাকচারের সামনে পজিশন নিলো রানা। ফ্লেয়ার ভরলো পিস্তলে। বাতাসের গতি ও দিক অনুভব করার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখছে দুই বোটের মাঝখানে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা ফাঁকটার দিকে। দূরত্ব যখন আশি মিটারের কাছাকাছি, টার্গেট বোটের বো লক্ষ্য করে একটা ফ্লেয়ার ফায়ার করলো। হুস করে ছুটে গেল সেটা, নাক বরাবর। টার্গেট বোটের বো-র ঠিক মাঝখান দিয়ে পথ করে নিলো ফ্লেয়ার। এরইমধ্যে রিলোড করে পজিশন বদলে নিয়েছে রানা। দ্বিতীয় ফ্লেয়ারটা ছুটে গেল নিখুঁত ধনুকের আকৃতি নিয়ে, পিছনে লম্বা হলো সাদা ধোঁয়ার ফিতে, পড়লো ঠিক বো-র ওপর। হুপ করে একটা জোরালো শব্দের সাথে আগুন ধরতে এক সেকেণ্ড দেরি হলো, রশির গায়ে চড়ে সোজা এগোলো শিখাটা, সরাসরি ফুয়েল ট্যাংক আর লাশগুলোর দিকে।

'ফুল পাওয়ার!' চিৎকার করে বললো রানা। 'এঁকেবেঁকে!'

এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়লো, উঁচু হলো বো, রানার নির্দেশ তখনো বোধহয় বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। আগুন ধরা ফিশিং বোটের কাছ থেকে দ্রুত দূরে সরে আসছে ওরা।

প্রথমে আগুন ধরলো লাশগুলোয়, স্টার্ন ওয়েল থেকে উঁচু হলো কমলা শিখা, তারপর ঘন কালো ধোঁয়া। রানা ভাবলো, স্বর্গে চললো অজয় ধোঁয়া হয়ে। ওরা যখন প্রায় দুই কিলোমিটার সরে এসেছে, এই সময় বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাংক।

সগর্জন বিস্ফোরণ, মাঝখানটা টকটকে লাল, এক পলকে সহস্র আগুনের টুকরোয় পরিণত করলো বোটটাকে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত ধোঁয়া আর আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত জঞ্জাল দেখা গেল, তারপর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সব কিছু। শক্তিশালী ফিশিং লঞ্চটার সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট থাকলো, তার চারপাশে অল্প কিছুক্ষণ টগবগ করে ফুটলো পানি, তারপর সাগরের পিঠ আবার আগের মতো সমান হয়ে গেল। বিস্ফোরণের ধাক্কা ওদের বোটের পিছনে কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছুলো। বাতাসে সামান্য উত্তাপ, নিজেদের মুখে অনুভব করলো ওরা।

পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে কিছুই আর দেখা গেল না, তবু সুপারস্ট্রাকচারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে দিগন্তরেখার ওপর অন্য কোনো বোট উঁকি দেয় কিনা।

'কফি?' জিজ্ঞেস করলো মলি।

'তার আগে জানতে হবে কতোক্ষণ আমরা সাগরে আছি।'

'সারাদিন মাছ ধরবো বলে ভাড়া করেছি বোটটা,' বললো সে।

'কেউ কিছু সন্দেহ করবে বলে মনে করি না।'

'না। তবে মাছ ধরার চেষ্টা করা দরকার। রোজিনা ঠিকমতো হুইল সামলাতে পারছে তো?'

'সারাজীবন ধরে বোট চালাতে শিখেছে, পারবে না মানে!' ইঙ্গিতে ধাপগুলো দেখালো মলি, নিচের দিকে নেমে গেছে। 'কফি তৈরি হচ্ছে···।'

'বেশ, চলো। আমি শুনতে চাই, তোমরা আমাকে খুঁজে পেলে কিভাবে,' মলির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললো রানা।

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, রানা। রোজিনা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সেই দায়িত্ব সাধ্যমতো পালন করার চেষ্টা করছি আমি।'

কেবিনের বাঙ্কে মুখোমুখি বসে আছে ওরা। বাইরে সমুদ্রের গর্জন, বোট অনবরত ঢেউয়ের মাথা থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে, হাতের কফি ভর্তি মগ ধরে রাখতে প্রতি মুহূর্ত ব্যস্ত থাকলো ওরা। বোটের গতি কমিয়ে দিয়েছে রোজিনা, ওরা যেন অলসভঙ্গিতে চওড়া বৃত্ত রচনা করছে।

'রোজিনার নিরাপত্তার সাথে আমাকে উদ্ধার করার কি সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জানো সবই, তাও জিজ্ঞেস করবে?' ভাঁজ করা পায়ের ওপর বসেছে মলি। কাঁটা খুলে নিলো, ফলে চূড়া আকৃতির চুল ভেঙে পড়লো কাঁধের ওপর, ঘন কালো সিল্কের মতো চকচকে। তার চোখে কোমল আলো ফুটে উঠেছে, বার বার তাকাচ্ছে রানার দিকে। সাবধান, নিজেকে সতর্ক করলো রানা। এই চঞ্চলা রমণীর

কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যা পেতে হবে। সবদিক থেকে সন্তোষজনক হওয়া চাই সেটা। 'আমি রোজিনার ওপর নজর রাখছি, রোজিনা তোমার ওপর। ঠিক কিনা?' একটু হেসে নিচের ঠোঁট কামড়েই ছেড়ে দিলো মলি। 'অবশ্য রোজিনার নজর রাখাটা একটু অন্য জাতের। সেটাকে কি প্রেমভরা দৃষ্টি বলা চলে?' আগ্রহের সাথে রানার মুখে কি যেন খুঁজলো সে, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলে চললো, 'মোটকথা, তোমার কোনো ক্ষতি হলে রোজিনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, কারণ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে সে। কাজেই তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমি আসলে রোজিনার নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেছি।'

'কিভাবে কি ঘটলো?'

'মায়ামি ইন্টারন্যাশনালের কথা স্মরণ করো,' বললো মলি। ব্যাখ্যা করলো, লাউডস্পীকারের ডাক শুনে রানা রওনা হতেই, সে-ও লাগেজের সাথে রোজিনাকে থাকতে বলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে ওকে। 'আড়াল পেতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, চারপাশে কি রকম ভিড় ছিলো তুমি জানো। তবু আমি নিয়মমাফিক সতর্ক ছিলাম। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আমার, দেখেই বুঝতে পারি কখন আমার মক্কেলকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে।

'কিন্তু ওরা তো আমাকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যায়।'

'হ্যাঁ। গাড়ির নম্বরটা টুকে রাখি, দেরি না করে ফোন করি অফিসে—মব-এর ছোট্ট একটা শাখা আছে ওখানে আমাদের। খোঁজ নিয়ে লিমুসিনটা কোথায় আছে জানিয়ে দেয় ওরা। ওদের বলি, সাহায্য দরকার হলে আবার আমি ফোন করবো। এরপর

আমি ফ্লাইট প্ল্যানিং অফিসে ফোন করি।'

'কাজের মেয়ে।'

'রানা, ইন দিস গেম ইউ হ্যাভ টু বি। শিডিউলড ফ্লাইটগুলো ছাড়া, কী ওয়েস্টে যাবে এমন একটা মাত্র প্রাইভেট এক্সিকিউটিভ জেট ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করেছে। বিশদ জেনে নিই আমি···।'

'জেটটা···?'

'কোন্ কোম্পানীর জেট? শুনলে হাসি পাবে তোমার, রানা, নামটা অদ্ভুত। হোলি আর্থ অভ রোবাসট্ মেন ইন···।'

'এইচ. ই. আর. এম.···।' নিজেকে সামলে নিলো রানা। মনে মনে উচ্চারণ করলো, হার্মিস।

'আমাদের ফ্লাইট আর ছ'মিনিট পর রওনা হবার কথা কী ওয়েস্টের উদ্দেশে, কাজেই বুঝলাম প্রাইভেট ফ্লাইটের আগেই ওখানে পৌঁছুবো আমরা।'

'এ-ও বুঝে নিলে যে হার্মিসের জেটে আমি আছি?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো মলি। 'ছিলেও তুমি। যদি না থাকতে, আমাকে বুড়ো আঙুল চুষতে হতো। তারপর কি ঘটলো? তোমাকে নিয়ে প্লেনটা কী ওয়েস্টে নামার পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে যাই আমরা। এই পাঁচ মিনিট কাজে লাগাই আমি। একটা গাড়ি ভাড়া করি, রোজিনাকে পাঠাই হোটেলে কামরা বুক করতে। তারপর তোমাকে অনুসরণ করে সীয়ার্সটাউনের শপিং সেন্টারে পৌঁছুই।'

'তারপর?'

'আশপাশে ঘুর ঘুর করলাম,' থেমে, রানার দিকে তাকালো

মলি, লাজুক ক্ষীণ হাসি ফুটলো ঠোঁটে, গোলাপি চেহারা আরো সুন্দর হয়ে উঠলো। 'আসলে, সত্যি বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। এমন সময় ছোট্ট একটা মিরাকল ঘটে গেল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িঅলা প্রকাণ্ডদেহী লোকটা বেরিয়ে এলো রাস্তায়। রাস্তা পেরিয়ে সোজা একটা টেলিফোন বুদে ঢুকলো সে। তার মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, তাছাড়া আমার চোখ দারুণ ভালো। চশমা পরে থাকি দেখে কোনো ভুল ধারণা করে বসো না। ডায়াল করতে দেখলাম তাকে, কিছুক্ষণ কথা বলে রিসিভার রেখে দিলো। বুদ থেকে বেরিয়ে সুপারমার্কেটে ঢুকলো লোকটা, আমিও ভেতরে ঢুকে একই নম্বরে ডায়াল করলাম। হারবার লাইটস রেস্তোরাঁয় ফোন করেছিল সে।'

ভাড়া করা ছোট্ট ফোক্সওয়াগেনে স্ট্রীট গাইড ছিলো, হারবার লাইটস খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। 'ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে শুনতে পাই ফিশিং আর সেইলিং নিয়ে জোরালো আলোচনা চলছে চারদিকে। রোদে পোড়া পেশীবহুল লোকজন বোট ভাড়া করছে। আমিও একে-তাকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করলাম। এক লোক, বেচারা খানিক আগে ভস্ম ও ধোঁয়া হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আমাকে জানালো, খুব ভোরে রওনা হবার জন্যে তাকে ভাড়া করা হয়েছে। খানিকটা মদ খেয়েছিল, বক বক করতে করতে বলে ফেললো তিনজন আরোহীকে নিয়ে কখন রওনা হবে সে।'

'কাজেই তুমিও একটা পাওয়ারড ফিশিং লঞ্চ ভাড়া করলে?'

'ঠিক তাই। ওই হাফ-মাতাল ক্যাপটেনের সাহায্যেই ভাড়া

করলাম এটা। ওকে বললাম, আর কোনো সাহায্য লাগবে না। চোখে ঠুলি পরিয়ে দাও, বেঁধে দাও হাত দুটো, তারপরও বিপজ্জনক পানিতে নিখুঁত নেভিগেট করতে পারবে রোজিনা। ক্যাপটেন আমাকে ওর বোটের কাছে নিয়ে এলো, চার্ট দেখালো, কারেন্ট ও চ্যানেল সম্পর্কে জ্ঞানদান করলো, জানালো রীফ সম্পর্কে, সবশেষে বললো রীফের ওদিকে গালফ অভ মেক্সিকোর দ্বীপগুলো সম্পর্কে, যেখানে সে তার আরোহীদের নামিয়ে দেবে।'

'এরপর তুমি হোটেলে ফিরে এসে রোজিনার সাথে কথা বললে···?'

'এবং বাকি রাত চার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকলাম দু'জন। গ্যারিসন বাইটে খুব ভোরেই পৌঁছুলাম আমরা, রীফ ছাড়িয়ে চলে এলাম, তারপর দেখলাম তোমরা আসছো। আমরা তোমাদের রাডারে দেখতে পাই। তারপর তোমাদের কোর্সের কাছাকাছি একটা পজিশনে নিয়ে আসি বোটটাকে, এঞ্জিন বন্ধ করি, আকাশে ছুঁড়তে থাকি ডিসট্রেস ফ্লেয়ার। বাকিটুকু তুমি জানো, রানা।'

'তোমরা কৌশলে কাজ সারতে চেয়েছিলে, কিন্তু উজি থেকে গুলি ছুঁড়লো ওরা···'

'সেজন্যে ওদেরকে মূল্য দিতে হয়েছে।' কান পাতলো মলি মন্টানা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'লর্ড, ক্লান্তি কাকে বলে!' মুখে হাত তুলে হাই তুললো সে, দর্শনীয় ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙলো, রানার চোখে চোখ রেখে হাসলো ফিক করে।

'তুমি একা ক্লান্ত নও। রোজিনার কথা বলো।'

'আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও। তোমাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। বোট হাতে পেয়েছে, এই মুহূর্তে আর কিছু দরকার নেই ওর। বোট ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এমন কি তুমি যতোটা ভালোবাসো ওকে, তারচেয়ে বোধহয় বেশি ভালোবাসে ও বোটকে।'

'আমি রোজিনাকে ভালোবাসি, কথাটা কার?'

'আমার, আমারই, কিন্তু সত্যি নয় কি, রানা?' বিপুল আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো মলি।

'সত্যি-মিথ্যের প্রশ্ন নয়,' বললো রানা। 'কথাটা আমি বা রোজিনা, দু'জনের কেউই কখনো উচ্চারণ করিনি।'

'তোমার এই উত্তর শুনে রোজিনা বাদে অন্যান্য কুমারী মেয়েরা আশাবাদী হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা।' হাতের মগটা নামিয়ে রাখলো মলি, তারপর রানার চোখে চোখ রেখে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো। 'সত্যি আমি শুতে চাইছি, রানা। ইচ্ছে করছে, স্বীকার করতে লজ্জা পাবো কেন? হ্যাঁ, ভারি ইচ্ছে করছে আমার। তুমিও শোবে নাকি, রানা?' কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফোলালো সে। 'বাহ্, এই না বললে তুমিও খুব ক্লান্ত, এখন আবার অস্বীকার করছো কেন?'

'কই, অস্বীকার করলাম কখন?'

'তাহলে শোবো আমরা, ঠিক তো?' সামনের দিকে ঝুঁকে রানার নাকটা আদর করে টিপে দিলো মলি। 'আমি জানতাম, ঋণ তুমি স্বীকার না করে পারবে না। পারফেক্ট জেন্টলম্যান, ঋণ শোধ করতে দেরি করে না।'

'কিন্তু যদি জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়, ফুঁসে ওঠে সমুদ্র? চারদিকে

গড়াগড়ি খেতে হবে না?' সামনের দিকে ঝুঁকে মলির ঠোঁটে আলতোভাবে চুমো খেলো রানা।

'আমি তো ভেসে যেতেই চাইছি, রানা,' ফিসফিস করে, খস-খসে গলায় বললো মলি, দু'বাহু বাড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরলো রানার গলা, কাছে টানলো।

পরে, বেশ অনেকক্ষণ পরে, তৃপ্তির সাথে চোখ বুজে রানাকে এই বলে ধন্যবাদ দিলো মলি যে কারো জীবন রক্ষা করে এতো সুন্দর ধন্যবাদ আগে কখনো পায়নি সে। তারপর বললো, 'এমনি করে আবার তুমি ধন্যবাদ দেবে, কোনো এক সময়।'

তাকে চুমো খেলো রানা, তার খোলা শরীরে চোখ বুলালো।

'এখনই নয় কেন,' জিজ্ঞেস করলো মলি মণ্টানা, দুষ্টামি ভরা ঠোঁট-টেপা হাসির সাথে। 'জীবন রক্ষার ন্যায্য মূল্য হিসেবে মোটেও বেশি দাম দিতে হচ্ছে না তোমাকে, কি বলো, রানা?'

সাত

'যতোটুকু জানি আমি, রীফের বাইরে ব্যক্তি-মালিকানায় মাত্র তিনটে দ্বীপ আছে, শুধু ওগুলোয় কিছু দালান-কোঠা দেখতে পাবে তুমি।' চার্টের কী ওয়েস্ট এলাকায় নড়াচড়া করছে রোজিনার আঙুল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, ফিশিং লাইন পানিতে ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরার ভান করছে ওরা। দু'চারটে ছোটো মাছ আশপাশে ঘুর ঘুর করে ফিরে গেছে, হাঙর বা সোর্ডফিশের দেখা পাওয়া যায়নি।

'এটা দেখো,' বললো রোজিনা, রীফের ঠিক বাইরে একটা দ্বীপের ওপর আঙুল রাখলো সে। 'আমরা যে হোটেলে উঠেছি, তার মালিক এটা কিনেছে। উত্তরে আরেকটা রয়েছে, আর শেষটা এদিকে।' তার আঙুল বড়সড় একটা দ্বীপের গায়ে স্থির হলো। 'ঠিক শেলফের ওপর, খাদ শুরু হবার আগে। জানো, কন্টিনেন্টাল শেলফ হঠাৎ ঝপ করে কোথা থেকে কোথায় নেমে গেছে? দু'শো সত্তর মিটার থেকে খাড়া ছ'শো মিটারের বেশি। খাদের চারপাশে

প্রচুর মাছ। ওদিক থেকে দশ-বারোটা দল ঘুরে এসেছে, গুপ্তধনের সন্ধানে।' দ্বীপটার গায়ে আঙুলের টোকা দিলো সে। 'তবে, দেখেশুনে মনে হচ্ছিলো, ওদিকেই ওরা নিয়ে যাচ্ছিলো তোমাকে।'

ঝুঁকে নামটা পড়লো রানা। 'শার্ক আইল্যাণ্ড,' বললো ও। 'কী ভয়ংকর!'

'কথাটা তুমি একা বলছো না। কাল রাতে হোটেলে আমি জিজ্ঞেস করেছি। বার্লিন নামে এক লোক বছর দুয়েক আগে দ্বীপটা কেনে। হোটেলের কিশোর রুম-সার্ভিস পুরনো এক কী ওয়েস্ট পরিবারের ছেলে, সমস্ত গল্প-গুজব তার জানা। তার কথা হলো, বার্লিন লোকটা ভারি রহস্যময়। প্রাইভেট জেটে চড়ে আসে সে, শার্ক আইল্যাণ্ডে যায় হেলিকপ্টারে বা দ্বীপের একটা লঞ্চে চড়ে। লোকটার নাকি সব কিছুতে তাড়াহুড়ো। একটা দ্বীপে ঘর-বাড়ি বানাতে হলে প্রচুর সময় লেগে যায়, উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া সময়সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু এক গ্রীষ্মে শুরু করে পরের গ্রীষ্মে সমস্ত কাজ শেষ করেছে লোকটা। শুধু ঘর-বাড়ি নয়, ট্রপিকাল গাছ লাগিয়েছে সে, বাগান তৈরি করেছে। কী ওয়েস্টের লোকজন তাজ্জব বনে গেছে অথচ ওদেরকে অবাক করা খুবই কঠিন ব্যাপার।'

'কেউ তাকে দেখেনি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, মনে মনে ভাবলো বার্লিন মার্লিন একই লোক নয় তো? 'লোকটার পুরো নাম জানতে পারোনি?'

'ফিউরি ডক বার্লিন।'

পিয়েরে দ্য মার্লিন, ভাবলো রানা। একই লোকের দুটো নাম? তাহলে ধরে নিতে হয় শার্ক আইল্যাণ্ড হার্মিসের সম্পত্তি। আবার

প্রশ্নটা করলো ও, 'কেউ তাকে দেখেনি ?'

'দেখেছে, না দেখার মতো,' বললো রোজিনা। 'দূর থেকে। লোকটার কাছাকাছি যাবার জন্যে কাউকে উৎসাহিত করা হয় না। মিশুক নন, এ-কথা বলে বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে অনেককে। তবে, বোট নিয়ে কেউ কেউ শার্ক আইল্যাণ্ডে যাবার চেষ্টা করেছিল, তাদেরকে সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে সতর্ক করে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। কাছাকাছি গেলেই নাকি প্রকাণ্ডদেহী কিছু লোক নিয়ে কয়েকটা মোটরবোট ঘিরে ফেলে।'

'হুম-ম।' কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা, তারপর রোজিনাকে জিজ্ঞেস করলো, রাতের অন্ধকারে দ্বীপটার দু'কিলোমিটারের মধ্যে যেতে পারবে কিনা।

'চার্ট যদি নিখুঁত হয়, পারবো। সাবধানে, আস্তে-ধীরে যেতে হবে, তবে পারা যাবে। কখন যেতে চাও তুমি ?'

'সম্ভবত আজ রাতেই। ওখানেই যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, স্বাভাবিক ভদ্রতা হলো প্রথম সুযোগেই মিঃ ফিউরি ডক বার্লিনের সাথে দেখা করা।'

'কিন্তু···!' রোজিনা ও মলি একযোগে শুরু করে একযোগে থেমে গেল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো রানা। প্রথমে রোজিনার দিকে, তারপর মলির দিকে। রানার আইডিয়াটা একজনেরও মনে ধরেনি। দ্বিধা এবং সন্দেহ লেগে রয়েছে ওদের চেহারায়। 'ঠিক আছে, চলো তাহলে এখন আমরা গ্যারিসন বাইটে ফিরে যাই,' বললো ও। 'চেষ্টা করে দেখো তোমরা, বোটটা আরো দু'দিন রাখা যায় কিনা।

এটা-সেটা দরকার হবে আমার, এক এক করে যোগাড় করি। কী ওয়েস্টের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারি আমরা—লোকজনকে দেখি, লোকজনও আমাদেরকে দেখুক। তারপর, রাতে, রাত দুটোর দিকে, শার্ক আইল্যাণ্ডে যাওয়া যাবে। তোমাদেরকে আমি বিপদের মুখে ফেলবো না, কথা দিচ্ছি। তীর থেকে সামান্য এগিয়ে অপেক্ষা করবে তোমরা, নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে যদি ফিরতে না দেখো, এক সেকেণ্ড দেরি না করে পালিয়ে যাবে, তারপর ফিরে আসবে কাল রাতে···।'

'আমার আপত্তি নেই,' উঠে দাঁড়িয়ে বললো রোজিনা।

স্রেফ মাথা ঝাঁকালো মলি। ডেকে ওরা ফিরে আসার পর থেকে চুপচাপ আছে সে, মাঝে মধ্যে শুধু চোরাচোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে, হাসি আর পুলক লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে চেহারা থেকে।

'রাইট। লাইনগুলো তুলে নাও পানি থেকে,' বললো রানা। 'দুটোয় রওনা হবো আমরা, তার আগে অনেক কাজ সারতে হবে।'

ফিরে আসার পর ওরা দেখলো, স্থানীয় পুলিস গ্যারিসন বাইটে পৌঁছে গেছে। অজয় মুখার্জির ভাড়া করা বোট সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে তারা। একটা ফিশিং বোট আর একটা ন্যাভাল হেলিকপ্টার রিপোর্ট করেছে, রীফের বাইরের দিকে কোথাও ধোঁয়ার আভাস পেয়েছে তারা। ধোঁয়া লক্ষ্য করে উড়ে আসে হেলিকপ্টার, কিন্তু কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি পাইলট। হেলিকপ্টারটাকে রানারাও দেখেছে, অজয়ের বোট বিস্ফোরিত হবার

এক ঘণ্টা পর, পাইলটের উদ্দেশ্যে হাতও নেড়েছে ওরা, জানতো ওদের বোটটা অকুস্থল থেকে যথেষ্ট দূরে।

তীরে নেমে গিয়ে পুলিসের সাথে কথা বললো মলি, সবার চোখের সামনে ডেকের ওপর থাকলো রোজিনা, কিন্তু রানা কেবিন থেকে বেরুলো না। আধ ঘণ্টা পর ফিরে এলো মলি, জানালো নারীসুলভ মাধুর্য পরিবেশন করে পুলিস অফিসারকে মুগ্ধ করেছে সে, এবং আরো এক হপ্তার জন্যে ভাড়া করেছে বোটটা।

'ধারণা করছি, অতোদিন ওটা আমাদের দরকার হবে না,' গম্ভীর সুরে বললো রানা।

'বুড়ি নানীরা যেমন বলে, পরে পস্তানোর চেয়ে আগে সাবধান হওয়া ভালো,' জিভের ডগা বের করে রানাকে ভেংচে দিয়ে যোগ করলো মলি, 'ভাই!'

'এ-ধরনের ঠাট্টার সাথে আমি পরিচিত নই, তবু ধন্যবাদ।' গলা শুনে মনে হলো, আসলেও অস্বস্তিবোধ করছে রানা। 'ভালো কথা, আমরা উঠছি কোথায়?'

'ওঠার জায়গা তো একটাই আছে কী ওয়েস্টে,' বললো রোজিনা। 'ডক হাউস হোটেল। কী ওয়েস্টের বহুল আলোচিত সূর্যাস্ত ওখান থেকেই সবচেয়ে ভালো দেখা যায়।'

'সূর্যাস্তের আগে অনেক কাজ সারতে হবে আমাকে,' তাগাদার সুরে বললো রানা। 'কি যেন নাম বললে···ডক হাউস, তাড়াতাড়ি উঠে পড়া দরকার।'

ভাড়া করা ফোক্সওয়াগেন নিয়ে রওনা হলো ওরা, সাথে কোনো রকম অস্ত্র না থাকায় হঠাৎ নিজেকে নগ্ন বলে মনে হলো

রানার। মলির পাশে বসেছে ও, পিছনের সিটে রোজিনা। এখানে আগেও এসেছে রোজিনা, মাঝেমধ্যে দু'একটা মন্তব্য ঝাড়ছে। রানা দেখলো, চারদিকে শুধু ট্যুরিস্টদের ভিড়, শহরের কোনো কোনো অংশ সৌন্দর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, তবে সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের মিলন ঘটেছে মাত্র এক কি দু'জায়গায়। ভারি গরম পড়েছে, চকচক করছে পাম গাছের পাতা, মৃদু বাতাসে দুলছে। কাঠের তৈরি অনেক দোতলাকে পাশ কাটিয়ে এলো গাড়ি, প্রতিটি উজ্জ্বল রঙে রাঙানো, প্রতিটির সামনে রঙচঙে ফুল নিয়ে বাগান। কোনো রাস্তায় চমৎকার ফুটপাত, পরের রাস্তায় ফুটপাতের অস্তিত্বই নেই, ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়ছে আবর্জনা।

একটা চৌরাস্তায় অদ্ভুতদর্শন একটা ট্রেনের জন্যে থামতে হলো ওদেরকে। ডিজেলচালিত একটা জীপ মডেল রেইলরোড এঞ্জিনের ওপর তৈরি করা হয়েছে। পিছনের কারগুলোয় ডোরাকাটা শামিয়ানার নিচে প্রচুর আরোহী।

'কনচট্রেন,' জানালো রোজিনা। 'ট্যুরিস্টদের জন্যে এটাও একটা আকর্ষণ।'

ট্রেনের ড্রাইভার চিৎকার করে কথা বলছে, শুনতে পেলো রানা। শহরের প্রতিটি দর্শনীয় বস্তুর সাথে ট্যুরিস্টদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সে।

অবশেষে দীর্ঘ একটা রাস্তায় চলে এলো গাড়ি, রাস্তার দু'-পাশে গাছপালা আর কংক্রিটের বিল্ডিং। বিল্ডিংগুলোয় কেউ বসবাস করে না, ট্যুরিস্টদের জন্যে লোভনীয় পণ্যসামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়েছে। জুয়েলারী আর আর্ট শপই বেশি, বার আর

রেস্তোরাঁ আছে দু'একটা।

'দ্যুভাল,' ঘোষণা করলো রোজিনা। 'সোজা মহাসাগর পর্যন্ত চলে গেছে, আমাদের হোটেলেও। এই রাস্তায় তুমি মজা পাবে রাতের বেলা। ওই যে, ওইটা, ফার্স্ট বাক ফ্রেডি'স ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আর ওই যে অ্যান্টোনিয়ো'স, বিখ্যাত ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ। হেমিংওয়ে যখন থাকতেন এখানে, তাঁর প্রিয় ছিলো স্লপি জো'স বার।'

টু হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট রানার যদি পড়া না-ও থাকতো, হেমিংওয়ে যে কী ওয়েস্টে বসবাস করতেন, এখানে আসার পর এবার ওকে জানতেই হতো। তার ছবিসহ স্যুভেনির টি-শার্ট আর ড্রইং-এর ছড়াছড়ি চারদিকে, স্লপি জো'স বার বিশাল সাইনবোর্ড টাঙিয়েও ব্যাপারটা প্রচার করছে।

দ্যুভাল-এর শেষ মাথায় পৌঁছে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা, দেখলো জিনিসটা হোটেল থেকে খুব বেশি দূরেও নয়।

'হোটেলের খাতায় এরইমধ্যে তোমার নাম উঠে গেছে, তোমার লাগেজও পৌঁছে গেছে স্যুইটে,' গাড়িটা পার্ক করার সময় ওকে জানালো মলি।

দুই তরুণী রানাকে মাঝখানে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। মেইন রিসেপশন এরিয়া বাঁশের কাজ দিয়ে সাজানো। এরপর ঘেরা একটা উঠন, উঠনের মাঝখানে বিশাল ঝর্না, ঝর্নার পানি ফুল আর নগ্ন একটা লম্বা নারীমূর্তির ওপর পড়ছে। মাথার ওপর বড় আকারের অনেকগুলো ফ্যান ঘুরছে।

একটা প্যাসেজ ধরে বাগানে চলে এলো ওরা, ফুলগাছের

মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, পথের একপাশে সুইমিংপুল। সামনে একসার বার, বাঁশ আর কাঠের তৈরি, তারপর কয়েকটা রেস্তোরাঁ, সবশেষে ছোট্ট সৈকত। কাঠের জেটিও আছে।

বিল্ডিংটা ইংরেজি হরফ ইউ আকৃতির, বাগান আর পুল ইউ-এর ঠিক মাঝখানে। পুলের শেষ মাথায় ফিরে এসে মেইন বিল্ডিঙে ঢুকলো ওরা, এলিভেটরে চড়ে দোতলায় উঠলো। পাশাপাশি দুটো স্যুইট ভাড়া করা হয়েছে।

'আমরা দু'জন শেয়ার করবো, রানা,' একটা দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে বললো রোজিনা। 'তবে আমাদের পাশেরটাতেই থাকছো তুমি, যদি আমাদের কিছু করার দরকার হয়।'

দেখা হবার পর এই প্রথম রানার মনে হলো, রোজিনার বলার সুরে যেন আমন্ত্রণ রয়েছে। অন্তত মলির চোখে যে নীরব ক্রোধ ফুটে উঠলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি হতে পারে, ওকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করেছে ওরা?

'প্ল্যানটা কি?' জিজ্ঞেস করলো মলি, একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

'অদ্ভুত সুন্দর সূর্যাস্ত দেখার জায়গাটা কোথায়?'

মিষ্টি হাসি উপহার পেলো রানা, মলির কাছ থেকে। 'হাভানা ডক বার-এর বাইরে, ডেকে। অন্তত আমাকে তাই বলা হয়েছে।'

'সময়টা?'

'ছ'টার দিকে।'

'বারটা কি এই হোটেলে?'

'ওই তো, ওদিকে,' ওদের ফেলে আসা পথের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করলো মলি। 'রেস্তোরাঁর ওপর, সাগ-

য়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে।'

'তোমাদের সাথে ওখানে ছ'টার সময় দেখা হবে।' স্মিত হাসলো রানা, চাবি ঘুরিয়ে নিজের স্যুইটের দরজা খুললো, ওদের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলো কবাট।

ছুটো ব্রিফকেসসহ স্যামসোনাইট কেসটা কামরার মাঝখানে রয়েছে। জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখতে দশ মিনিটের বেশি লাগলো না রানার। জ্যাকেটের নিচে এ-এস পি ফিরে আসায় অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করলো ও। ব্যাটনটাও গুঁজে রাখলো ওয়েস্ট-ব্যাণ্ডে।

সতর্কতার সাথে কামরাগুলো পরীক্ষা করলো রানা, জানালা-গুলো বাইরে থেকে খোলা অসম্ভব কিনা নিশ্চিত হয়ে নিলো, তারপর নিঃশব্দে খুলে ফেললো দরজাটা। কেউ নেই, করিডর খালি। শব্দ না করে দরজায় তালা দিলো ও, এলিভেটরে চড়ে নেমে এলো নিচে, বাগান হয়ে বেরিয়ে এলো কার পার্কে, আসার পথে দেখে গেছে ওটা। একে তো ভ্যাপসা গরম, তার ওপর বাতাসে জোর নেই।

পার্কিং লটের শেষ মাথায় একটা নিচু বিল্ডিং, ডক হাউস মার্কেট। হোটেল ও ফ্রন্ট স্ট্রীট, দু'দিক থেকেই ওঠা যায় মার্কেটে। ভেতরে ঢুকে থামলো না রানা, একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে মাংস আর ফলের বেচাকেনা দেখলো, সোজা হেঁটে বেরিয়ে এলো ফ্রন্ট স্ট্রীটে। ডান দিকে বাঁক নিলো ও, ক্ষতবিক্ষত রাস্তা পেরিয়ে ড্যভাল-এর প্রান্তসীমায় চলে এলো। যে দোকানটায় ঢোকা দর-কার সেটাকে পাশ কাটিয়ে এলো রানা, একটা মেল বাটিক থেকে

কিনলো জিনিসগুলো—রঙচটা জিনস, একঘেয়ে স্লোগান-মুক্ত টি-শার্ট, একজোড়া সফট লোফার। সবশেষে একটা লিনেন জ্যাকেটও কিনলো। ওর এই পেশায় আগ্নেয়াস্ত্র লুকোবার জন্যে একটা জ্যাকেট লাগেই।

বাটিক থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি থেকে দেখা জায়গাটার উদ্দেশে হাঁটা ধরলো রানা। রাস্তার পাশে স্কুবা গিয়ার পরানো একটা ডামি রয়েছে, ওটাই দেখেছিল রানা। দোকানটা আরো খানিক ভেতর দিকে। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'ডাইভিং এম-পোরিয়াম'। দাড়িঅলা এক সেলসম্যান পেয়ে বসলো রানাকে, ডাইভ বোটে চড়ে সাড়ে তিন ঘণ্টার স্নরকেলিং ট্রিপ গছাতে চায় সে। রানা বললো, তার কোনো আগ্রহ নেই।

'তাহলে বলবো, ক্যাপটেন ম্যাক সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না,' জ্ঞানদানের সুরে বললো সেলসম্যান। 'ক্যাপটেন ম্যাক শুধু ডাইভিং সম্পর্কেই এক্সপার্ট নন, রীফ এবং রীফের বাইরে কোথায় ডাইভ দেয়া নিরাপদ, তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।'

'আমার একটা ওয়েট স্যুট, স্নরকেলিং মাস্ক, নাইফ, ফ্লিপারস আর আণ্ডারসী টর্চ দরকার। এগুলো ভরার জন্যে আরো দরকার একটা শোল্ডার ব্যাগ,' শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললো রানা। 'ভালো কথা, ফের যদি ডাইভিং-এর কথা বলেন, এক ঘুসিতে আমি আপনার নাকটা থেঁতলে দেবো।'

হাঁ হয়ে গেল সেলসম্যান। লাইটওয়েট স্যুটের ভেতর রানার শক্ত-সমর্থ কাঠামোটা দেখলো, দেখলো খুদেরের শান্ত চেহারা ও ঠাণ্ডা দৃষ্টি। হঠাৎ প্রায় হাতজোড় করে বললো সে, 'ইয়েস, স্যার।

রাইট, স্যার।' রানাকে পথ দেখিয়ে দোকানের পিছন দিকে নিয়ে এলো সে। 'এ-সব দামী জিনিস, আপনার মোটা টাকা বেরিয়ে যাবে, স্যার। তবে, এ-সবের দাম অবশ্যই জানা আছে স্যারের।'

'আছে,' গলা চড়তে দিলো না রানা, ফিসফিস করে বললো।

'ইয়েস, স্যার।' লোকটার পরনে টি-শার্ট আর জিনস, একটা কানে রিঙ ঝুলছে। রানার দিকে আরেকবার আড়চোখে তাকিয়ে জিনিসগুলো নামাতে শুরু করলো সে।

জিনিসগুলো বাছাই করতে পনেরো মিনিট সময় নিলো রানা। ওয়াটারপ্রুফ জিপার ব্যাগসহ একটা বেল্টও কিনলো ও। দাম মেটালো সেলসম্যানের হাতে প্ল্যাটিনাম অ্যামেক্স কার্ড ধরিয়ে দিয়ে। কার্ডে ওর নাম লেখা আছে, আলবার্তো ওর্তেগা।

'এটা আমাকে চেক করে দেখতে হবে, স্যার, মিঃ ওর্তেগা।'

'দেখতে হবে না, আপনি তা জানেনও,' ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে লোকটার চোখে স্থির তাকিয়ে থেকে বললো রানা। 'টেলিফোন করলে, আপনার পাশে দাঁড়াতে হবে আমাকে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' পিছনের ঘরে ঢুকলো সেলসম্যান। 'ঠিক আছে, স্যার।' ফোনের রিসিভার তুললো সে। ডায়াল করলো অ্যামেক্স নম্বরে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিশ্চিত হলো সে। জিনিসগুলো শোল্ডার ব্যাগে ভরতে আরো মিনিট দশেক লাগলো তার।

বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে চোখ ইশারায় লোকটাকে কাছে ডাকলো রানা। তার রিঙ পরা কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে বললো, 'সমস্যাটা হলো, এই শহরে আমি নতুন, আর তুমি আমার নাম

জানো।'

'জানি। খুব সুন্দর না···।' ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো চেহারা হলো লোকটার।

'এখানে আমি এসেছিলাম, তুমি আমি ও অ্যামেক্স ছাড়া আর যদি কেউ জানে, তাহলে কি হবে?'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলো লোকটা। 'কি হবে?' সরল প্রশ্ন।

'ফিরে আসবো আমি, তোমার কানসহ রিঙটা কেটে নেবো, একইভাবে নাকটাও কাটবো, তারপর কাটবো একটা ভাইটাল অর্গান।' একটা হাত নামালো রানা, শক্ত মুঠো হয়ে আছে সেটা, লোকটার উরু-সন্ধির সাথে একই লেভেলে। 'তখন যাতে অস্বীকার না করো, তাই জিজ্ঞেস করছি, আমার কথা বুঝতে পারছো তো? যা বলি তাই করি আমি।'

'আ-আমি এর-এরইমধ্যে আপনার নাম ভুলে গেছি, মিঃ··· মিঃ··।'

'ব্যস, ব্যস, আর আগে বেড়ো না!' ঘুরে দাঁড়িয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

রাস্তায় প্রচুর লোক, হোটেলে ফেরার সময় অলস পায়ে হাঁটলো ও। কামরায় ঢুকে ব্রিফকেস থেকে সি-সি ফাইভ হানড্রেডটা বের করলো, টেলিফোনের সাথে জোড়া লাগিয়ে ডায়াল করলো লণ্ডনের নম্বরে। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলো না, নিজের সঠিক অবস্থান জানিয়ে বললো, কাজ শেষ হবার সাথে সাথে যোগাযোগ করবে সে।

'আজকের রাতটাই কাল রাত,' সবশেষে বললো রানা। আমি যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যোগাযোগ না করি, কী ওয়েস্ট রীফের বাইরে শার্ক আইল্যাণ্ডে খোঁজ নিতে হবে। আবার বলছি, আজ রাতটাই কাল রাত।'

নতুন কেনা কাপড়গুলো পরতে পরতে আপনমনে হাসলো রানা, সাংকেতিক বাক্যটা অর্থবহ তো বটেই। এ-এস-পি আর ব্যাটন জায়গামতো ফিরে এসেছে, কাজেই এখন আর নিজেকে ন্যাংটো লাগছে না ওর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলো, ট্যুরিস্টদের ভিড়ে চমৎকার মানিয়ে যাবে সে।

'আজ রাতটাই কাল রাত,' আপনমনে বিড়বিড় করলো রানা, তারপর হাভানা ডক বার-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

আট

হাভানা ডক বার-এর সামনের ডেকটা কাঠের চওড়া তক্তা দিয়ে বানানো, সী-লেভেল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, ডেকের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাজানো রয়েছে লোহার চেয়ার-টেবিল। এভাবে আয়োজন করার উদ্দেশ্য, দর্শকরা যেন মনে করে নোঙর করা একটা জাহাজে রয়েছে তারা। ভারি কাঠের গার্ড রেইলের ওপর খানিক পরপর খাটো পোল-এর মাথায় গ্লোব আকৃতির বাতি। সূর্যাস্ত দেখার জন্যে জায়গাটা সত্যি চমৎকার।

প্রচুর লোকজন রয়েছে ডেকে, চারদিকে মৃদু হাসি আর গুঞ্জন। পিয়ানোয় কেউ একজন মুড ইনডিগো বাজাচ্ছে। রেইল বরাবর ট্যুরিস্টদের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে, প্রায় সবার হাতে ক্যামেরা।

পরিষ্কার আকাশ ধীরে ধীরে নেভী ব্লু হয়ে উঠলো, হোটেলের সামনে দিয়ে মাঝেমধ্যে ছুটে গেল এক-আধটা স্পীডবোট। হালকা একটা প্লেন দেখা গেল, বিশাল বৃত্ত রচনা করছে, ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে আলোগুলো। বাঁ দিকে, চওড়া ম্যালোরী

স্কয়ার-এর ওপর বহু লোক আগুন খাচ্ছে, শারীরিক কসরত দেখাচ্ছে, ভেলকি দেখানোর আসর বসিয়েছে জাদুকররা। আবহাওয়া ভালো থাকলে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান এটা, দিন শেষের উৎসব, সেই সাথে রাতটা ট্যুরিস্টদের জন্যে কী আনন্দ বয়ে আনতে পারে তারও আভাস

একটা টেবিলে বসে আছে মাসুদ রানা, সাগরের ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে একজোড়া কালচে সবুজ কুঁজ আকৃতির দিকে। ট্যাংক আর উইসটেরিয়া দ্বীপ ওগুলো। যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান হলো, ভাবলো রানা, বোট বা প্লেনে করে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় কী ওয়েস্ট ত্যাগ করা। সামনে কী ভয়ংকর বিপদ, ওর চেয়ে ভালো আর কে জানে। বোধবুদ্ধি আছে, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, এমন কেউ যেচেপড়ে যমের বাড়িতে একা হামলা করতে যাবে না। কিন্তু রানা নিশ্চিত, ফিউরি ডক বার্লিন আর পিয়েরে দ্য মার্লিন একই লোক, অবশ্যই সে হার্মিসের নতুন সওমং, তাকে এবং হার্মিসকে ধ্বংস করার এটাই হয়তো শেষ সুযোগ ওর।

'অপূর্ব নয়, রানা?' খুশিতে ছটফট করছে রোজিনা। 'ঠিক এমনটি সারা দুনিয়ায় কোথাও তুমি পাবে না।'

ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হলো না, গরম লাল সসের সাথে ওরা যে গলদা চিংড়ি খাচ্ছে তার কথা বললো রোজিনা, নাকি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করলো।

উইসটেরিয়া দ্বীপের পিছনে যতোই নিচু হলো সূর্য, ততোই বড় দেখালো ওটাকে, আকাশ জুড়ে বিস্তৃত হলো রক্ত-লাল আলো।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে ইউ. এস. কাস্টমসের একটা হেলি-

কপ্টার উড়ে গেল, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বাঁক নেয়ার সময় পিট পিট করলো লাল আর সবুজ আলো, ফিরে যাচ্ছে ন্যাভাল এয়ার স্টেশনে। রিপোর্ট আছে, এদিক দিয়ে প্রচুর ড্রাগ আসে আমেরিকায়। প্রথমে ফ্লোরিডা কীজ-এর নির্জন এলাকায় প্রাইভেট প্লেন বা হেলিকপ্টার করে আনা হয়, তারপর ভেতর দিকে নিয়ে আসা হয় বিলি করার জন্যে। রানা ভাবলো, মাদক চোরাচালানের সাথে হ্যামিসের কোনো সম্পর্ক নেই তো? এতো থাকতে এখানে ঘাঁটি গাড়ার কি কারণ থাকতে পারে। অবশ্য কী ওয়েস্টের মতো জায়গাগুলোয় ইউ. এস. কাস্টমস আর নেভি কড়া নজর রাখছে।

হঠাৎ চারদিক থেকে শোনা গেল বিস্ময় ও আনন্দধ্বনি। অবশেষে সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে সূর্য। ভেলভেট-কোমল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার আগে দু'মিনিটের জন্যে গোটা আকাশ হয়ে উঠলো টকটকে লাল।

'কি করবো, রানা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো মলি।

কাছাকাছি হলো ওরা, সী-ফুডের ওপর নিচু হলো তিনটে মাথা। রানা ওদেরকে জানালো, অন্তত মাঝরাত পর্যন্ত প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করা দরকার ওদের।

'কিন্তু একটা প্রোগ্রাম তো থাকতে হবে!'

'প্রোগ্রাম আবার কি,' বললো রানা। 'শহরটা চষে বেড়াবো, ভালো একটা রেস্তোরাঁ দেখে ডিনার খাবো, তারপর ফিরে আসবো হোটেলে। হোটেল থেকে আবার আমরা বেরুবো, তবে একসাথে নয়। গাড়িটা ব্যবহার করবে না, লক্ষ্য রাখবে কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। মলি, এ-ধরনের কাজে তোমার অভিজ্ঞতা আছে,

কাজেই রোজিনাকে ব্রিফ করবে তুমি, সন্দেহ কাটাবার সহজ টেক-নিকগুলো শিখিয়ে দেবে ওকে।'

'আর তুমি?'

'আমার নিজস্ব প্ল্যান আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তিন-জন আমরা এক হবো গ্যারিসন বাইটে, আমাদের বোটে, রাত একটায়। ঠিক আছে?' রানা লক্ষ্য করলো, উদ্বেগের ছোট্ট একটা ভাঁজ ফুটে উঠেছে মলির কপালে।

'তারপর কি?' জানতে চাইলো সে।

'রোজিনা, চার্টগুলো তুমি ভালো করে দেখে নিয়েছো তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু রাতের বেলা ট্রিপ-টা সহজ নয় মোটেও।' রোজি-নার চোখ বা চেহারায় কোনো ভাব নেই। 'এটা একটা চ্যালেঞ্জ, আমার জন্যে। স্যাণ্ডবারগুলো ভালোভাবে মার্ক করা নেই, অনেক অসুবিধের একটা হলো বেশ খানিকক্ষণ আলো জ্বালাতে হবে আমাদের। তবে, একবার রীফের বাইরে চলে যেতে পারলে, বাকিটা তেমন কঠিন হবে না।'

'আমাকে তোমরা শুধু দ্বীপটার দু'মাইলের মধ্যে পৌঁছে দাও,' বললো রানা, রোজিনার চোখে সরাসরি দৃষ্টি রেখে।

পানীয় শেষ করে দাঁড়ালো ওরা, অলসপায়ে ঘুর ঘুর করতে করতে ডেক থেকে নেমে এলো। বার-এ ঢোকার দরজার কাছে এসে থামলো রানা, ওদেরকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলে ফিরে এলো আবার ডেকে, রেইলের ওপর ঝুঁকে সাগরের দিকে তাকালো। আগেই লক্ষ্য করেছে, হোটেলের একটা স্পীডবোট কাছাকাছি সৈকত থেকে আসা-যাওয়া করেছে। এই মুহূর্তে সেটা

জেটির সাথে বাঁধা রয়েছে দেখে সন্তুষ্ট বোধ করলো। খুশি মনে মলি আর রোজিনার কাছে ফিরে এলো, বার-এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় শুনতে পেলো পিয়ানোয় 'বিউইচড' বাজছে। সৈকতে ছোট্ট একটা ড্যান্স ফ্লোর তৈরি করা হয়েছে, ব্রেক ড্যান্স শুরু করেছে কয়েকটা যুবক। শেড পরানো ল্যাম্পের আলো পড়েছে পথের ওপর, লোকজন এখনো অনেকে সাঁতার কাটছে, ডাইভ দিচ্ছে ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে ঝলমলে পুলের পানিতে।

ছ্যাভালে বেড়ালো ওরা, তিনজন হাত ধরাধরি করে, মাঝখানে রানাকে নিয়ে দু'পাশে মলি আর রোজিনা, দোকানগুলোর জানালায় থামলো, উঁকি দিলো রেস্তোরাঁগুলোয়, রাস্তার দু'ধারে নৃত্যরত তরুণীদের সাথে ছন্দ মিলিয়ে কোমর দোলালো, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো যন্ত্র-সংগীতের মূর্ছনার সাথে—প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর এবং আনন্দমুখর তিনজন ট্যুরিস্ট। যেদিকে তাকালো রানা, আনন্দ আর হাসির বিপুল ভাণ্ডারই শুধু চোখে পড়লো। ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করা হয়েছে, অথচ বিকৃতির লেশমাত্র নেই কোথাও। বাংলাদেশে ট্যুরিজম কেন যে আজও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কী ওয়েস্ট যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো রানাকে। এখানে যে যাই করুক, হাঁ করে কেউ তাকিয়ে থাকে না, ফলে ট্যুরিস্টরা নড়েচড়ে বেড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ঢাকার রাস্তায় ইউরোপিয়ান কোনো তরুণ শর্টস পরে যদি মনের আনন্দে নাচতে শুরু করে, তাকে গণপিটুনি খেতে হবে না, নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়? কিংবা, রানা কল্পনা করার চেষ্টা করলো, রাত বারোটার পর, নিঃসঙ্গ এক তরুণী রমনা পার্কের সামনের রাস্তায় বা

শিশুপার্কের পাশ ঘেঁষে হাঁটছে, উদ্দেশ্য হাওয়া খাওয়া। তার ভাগ্যে কি ঘটবে আন্দাজ করার দরকার নেই, জানাই আছে। তবে শুধু ধর্ষিত হবে নাকি ধর্ষণের পর তাকে খুনও করা হবে সেটা অবশ্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। জাতীয় দৈনিকগুলোয় আইন-শৃংখলার ওপর দীর্ঘ সম্পাদকীয় ছাপা হবে, সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যর্থতার খতিয়ান দেয়ার পর তাতে লেখা হবে, আর তরুণীরই বা কি আক্কেল ? তার প্রাণের মায়া নেই, রাত-দুপুরে হাওয়া খাওয়ার শখ চাপলো ?

সবাইকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশী, শুধু কয়েকজন এলিটকে নিয়ে নয়, ভাবলো রানা। আমরা বাঙালীরা জানি কম, বুঝি কম, দেখি কম, শিখি কম, খাটি কম, শুধু আত্মপ্রেমে কোনো রকম কার্পণ্য নেই।

ফিরতি পথ ধরে খানিক দূর এসে রোজ গার্ডেন রেস্তোরাঁর সামনে থামলো ওরা। ভেতরে দারুণ ভিড়, পরিবেশিত খাবারের মানও খুব ভালো বলে মনে হলো ওদের। হাসিমুখে, চঞ্চল পায়ে, হেড ওয়েটারের সামনে চলে এলো ওরা। মেইন রেস্তোরাঁর বাইরে ছোট্ট গোলাপ বাগান, লম্বা একটা ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'আলবার্তো ওর্তেগা,' বললো রানা। 'তিনজনের পার্টি। টেবিল রিজার্ভ করা হয়েছে আটটা থেকে।'

খাতার পাতা ওল্টালো হেড ওয়েটার। চেহারায় ধীরে ধীরে উদ্বেগ ফুটে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, কখন বুকিং করা হয় ?

'কাল সন্ধ্যায়,' আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো রানা।

'কোথাও নিশ্চয়ই একটা ভুল হয়েছে, মিঃ ওর্তেগা···,' উদ্বেগের বদলে হেড ওয়েটারের চেহারায় জায়গা করে নিচ্ছে কৌতুক, মাত্রার দিক থেকে রানার জন্যে প্রায় হুমকিস্বরূপ।

'আমি নিজে, বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে টেবিলটা রিজার্ভ করেছি। চলতি হপ্তায় আজ রাতেই সময় করতে পারছি আমরা। এক তরুণের সাথে কথা হয়েছে আমার, সে আমাকে জানিয়েছে, টেবিলটা পাবো।'

'এক মিনিট, স্যার, প্লিজ।' রেস্তোরাঁর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল হেড ওয়েটার, ওরা দেখতে পেলো ভেতরে ঢুকে একজন ওয়েটারের সাথে চাপাস্বরে কথা বলছে সে। অবশেষে বেরিয়ে এসে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো। 'আপনারা ভাগ্যবান, স্যার। ঘটনাটা ব্যতিক্রম, তবে ঘটেছে, এক দম্পতি বাতিল করেছেন তাঁদের রিজার্ভেশন···।'

'ভাগ্যবান নই,' চোয়াল শক্ত করে বললো রানা। 'টেবিল একটা রিজার্ভ করেছিলাম আমরা। আপনি আমাদের টেবিলই আমাদেরকে দিচ্ছেন।'

'জ্বী, স্যার।'

সাদা কামরা, টেবিলটা এক কোণে। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে একটা চেয়ারে বসলো রানা, প্রবেশপথটা দৃষ্টিপথে থাকলো। টেবিলটা কাগজে মোড়া, প্রতিটি প্লেটের পাশে ড্রইং পেন্সিলের একটা করে প্যাকেট। কাগজের ওপর একটা খুলি আর খুলির নিচে একজোড়া হাড় আঁকলো রানা, ক্রসচিহ্নের আদলে। মলির শিল্পকর্মটিকে আবছা অশ্লীল মতো লাগলো, লাল রঙে। সামনের

দিকে ঝুঁকলো সে।

'আমি তো কাউকে দেখলাম না। তুমি কি বলো, আমাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে, রানা?'

'হয়েছে।' মেনু খোলার সময় সব জান্তার হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'দু'জন ওরা, রাস্তার দু'দিকে রয়েছে। তিনজনও হতে পারে। হলুদ শার্ট আর জিনস পরা লোকটাকে দেখেছো? লম্বা, কালো, প্রায় সবগুলো আঙুলে একটা করে আংটি? অপর লোকটা ছোটোখাটো, গাঢ় রঙের ট্রাউজার পরে আছে, সাদা শার্ট, বাঁ হাতে উলফি—জলকুমারী আর সোর্ডফিশ—এই মুহূর্তে রাস্তার ওপারে রয়েছে।

'হ্যাঁ, তুমি বলার পর দেখতে পাচ্ছি,' নিজের মেনুর ওপর মনোনিবেশ করলো মলি।

'তৃতীয় লোকটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রোজিনা।

'পুরনো একটা বুইক, নীল। ড্রাইভিং সিটে দৈত্যের মতো বসে আছে একজন। একা। গাড়িটা থেমে নেই। বলা কঠিন, রাস্তা ধরে অন্তত পাঁচবার আসা-যাওয়া করেছে সে। একা নয়, আরো অনেকে। তবে একমাত্র তাকেই দু'পাশের অনুষ্ঠান বা লোকজন সম্পর্কে কোনোরকম আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। আমি বলবো, লোকটা ব্যাকআপ। ওদের তিনজনের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে তোমাদেরকে।'

একজন ওয়েটার ওদের অর্ডার নিয়ে ফিরে গেল। তিনজনই ওরা থাই বিফ স্যালাড, কী লাইম পাই আর কনচ চাউডার নিলো। পানীয় হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার শ্যাম্পেন পছন্দ করলো

ওরা। সারাক্ষণ কথা বলে গেল, রাতের অভিযান সম্পর্কে খুঁটি-নাটি সমস্ত বিষয়ে আলাপ হলো।

আবার রাস্তায় বেরিয়ে এসে রানা ওদেরকে সতর্ক হবার পরামর্শ দিলো।

তারপর বললো, 'তোমাদের দু'জনকেই নির্দিষ্ট সময়ে বোটে দেখতে চাই আমি। সাবধান, কেউ যেন তোমাদের পিছু নিতে না পারে। মনে আছে তো, রাত একটায়।'

পশ্চিম দিকে হাঁটছে ওরা, ফ্রন্ট স্ট্রীট চৌরাস্তার দিকে যাচ্ছে, ওদের অনেকটা পিছনে রাস্তার আরেক পাশে রয়েছে হলুদ শার্ট। সামনে দাঁড়িয়ে আছে উলকি, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিলো, তারপর আবার ওদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সে, হোটেল ডক হাউসে পৌঁছুনোর আগে দ্বিতীয়বার তাকে পাশ কাটালো ওরা। নীল বুইকটা দু'বার আসা-যাওয়া করেছে, লবস্টার হাউসের বাইরে পার্ক করা অবস্থায় দেখা গেল সেটাকে, হোটেলে ঢোকার প্রধান গেটের প্রায় সরাসরি উল্টোদিকে।

'একেবারে জোঁকের মতো সেঁটে আছে,' রাস্তা পেরিয়ে মেইন এন্ট্রান্সের দিকে এগোবার সময় ফিসফিস করলো রানা। শুভরাত্রি জানাবার জন্যে গেটের মুখে থামলো তিনজন। সময় নিলো প্রচুর।

কোনো রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না রানা। নিজের স্যুইটে ঢুকেই ভালমতো পরীক্ষা করলো ও। ওয়ারড্রোব আর কাবার্ডের কবাটে, চিকন ফাটলের ভেতর দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঢুকিয়ে রেখেছিল, দুটোই জায়গামতো রয়েছে, পড়ে যায়নি। দেরাজে ছিলো সুতা, সেগুলোও ছেঁড়েনি। লাগেজেও হাত পড়েনি কারো। সাড়ে দশ-

টা বাজে, সময় হয়েছে প্রস্তুত হবার।

এটা ওর একার যুদ্ধ, জানে রানা। একাই যাচ্ছে ও। ফিরে আসতে পারবে কিনা জানে না।

হোটেলের ওপর নজর রয়েছে শত্রুপক্ষের, তবে ওরা সম্ভবত ভোর রাতের আগে কিছু ঘটবে বলে আশা করছে না। আজ বিকেলে বোট ত্যাগ করার আগে স্পেয়ার চার্টটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছে রানা, মলি বা রোজিনাকে লুকিয়ে। সিটিংরুমের গোল কাঁচের টেবিলে চার্টটা মেললো ও, গ্যারিসন বাইট থেকে শার্ক আইল্যাণ্ডের কোর্স খুঁটিয়ে দেখলো, একটা প্যাডে নোট নিলো দ্রুত। সমস্ত কম্পাস বেয়ারিং নিখুঁতভাবে টুকে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো রানা, এখন ও জানে একটা বোট নিয়ে দ্বীপটার নিরাপদ দূরত্বে কিভাবে পৌঁছুনো যায়।

টি-শার্ট খুলে হালকা কালো সুতী রোলনেক বের করলো কেস থেকে। জিনস-এর বদলে পরলো কালো স্ল্যাকস, কেসের ভেতর আগে থেকেই রাখা ছিলো। এরপর চওড়া বেল্টটা বের করলো রানা, সালজবার্গে হার ট্রাইবেন ওকে বন্দী করার পর জিনিসটা কাজে এসেছিল। টুলকিট বের করে টেবিলের ওপর জিনিসগুলো ছড়িয়ে দিলো ও, ছোট্ট এক্সপ্লোসিভ চার্জ আর ইলেকট্রনিক কানেক-টরগুলো পরীক্ষা করলো, দ্বিতীয় ব্রিফকেসের ফলস বটম থেকে বের করে সাথে রাখলো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের চারটে চ্যাপ্টা প্যাকেট, আকারে চুইংগামের চেয়ে বড় নয়। বেল্টের ভেতর দিকের পকেটে জায়গা করে নিলো চারটে খাটো আকারের ফিউজ, অতিরিক্ত সরু খানিকটা ইলেকট্রিক তার, ছ'টা খুদে ডিটোনেটর,

একটা মিনিয়েচার পিন-লাইট টর্চ—সিগারেট ফিল্টারের চেয়ে বড় হবে না—এবং আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইটেম।

বিস্ফোরকগুলো একসাথে বিস্ফোরিত হলে গোটা একটা বিল্ডিং-কে ফেলে দিতে পারবে না, তবে ওগুলোর সাহায্যে একটা দশ ইঞ্চি দেয়াল ধসিয়ে দেয়া যাবে। ট্রাউজারের লুপগুলোয় বেল্টটা ঢুকিয়ে কষে বাঁধলো রানা। কপালে চকচকে ঘাম নিয়ে ওয়েটস্যুট পরলো, বেল্টের খাপে ভরে রাখলো ছুরিটা। এ-এস পি, দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন, চার্ট আর ব্যাটনটা ঢুকলো ওয়াটারপ্রুফ পাউচের ভেতর, বেল্টের সাথে ঝুলে থাকবে পানিতে। ফ্লিপার, মাস্ক, আণ্ডারওয়াটার টর্চ আর স্নরকেল থাকলো শোল্ডার ব্যাগে।

স্যুইট থেকে বেরিয়ে যতোক্ষণ পারা গেল হোটেলের ভেতর থাকলো রানা। বার, রেস্তোরাঁ আর ড্যান্স ফ্লোর থেকে এখনো শোরগোল ভেসে আসছে। এক সময় উৎসবমুখর বাগানটাকে এড়িয়ে সমুদ্রের দিকে খোলা পথটা দিয়ে বেরিয়ে এলো ও।

পাঁচিলে পিঠ রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রানা, কেউ আসছে না দেখে শোল্ডার ব্যাগটা খুলে ফ্লিপার পরলো পায়ে, ধীরে ধীরে পানির দিকে এগোলো। পিছন থেকে নাচ-গানের জোরালো শব্দ ভেসে আসছে, সেদিকে একটা কান রেখে পাথরের একটা স্তূপে চড়লো ও, হোটেলের নিজস্ব বেদিং এরিয়ার সীমানা চিহ্নিত করেছে স্তূপটা। পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে মাস্কটা পরলো, অ্যাডজাস্ট করলো স্নরকেল, মুঠোর ভেতর টর্চটা শক্ত করে ধরে স্তূপের গা থেকে ঝুপ করে নেমে পড়লো পানিতে। হোটেলের সৈকত ব্যবহার করে যারা তাদের জন্যে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা

আছে খানিকটা জায়গা, যাতে সাঁতার কাটার সময় হাঙর নাগাল না পায়। সেটাকে ঘুরে এলো রানা। হাভানা ডক বার-এর ডেকের তলায় পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগলো রানার, তবে পানির ওপর মাথা তুললো মোটর বোটের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে।

বোটে ওঠার সময় কিছু শব্দ হলেও, হোটেল থেকে ভেসে আসা শোরগোলে তা চাপা পড়ে গেল। পিন-লাইট টর্চের আলোয় দ্রুত ফুয়েল গজ চেক করলো রানা। হোটেলের স্টাফরা দক্ষ, ট্যাংক সব সময় রাতেই ভরে রাখে, সম্ভবত ভোরে আবার বোট দরকার হবে বলে।

বোটটাকে স্রোতের সাথে ভাসতে দিলো রানা, মাঝেমধ্যে পানিতে হাত নামিয়ে গাইড করলো ওটাকে, উত্তর দিকে যাচ্ছে। সামনে গালফ অভ মেক্সিকো।

দেড় কিলোমিটার এগিয়ে রাইডিং লাইট জ্বাললো রানা। বোটের সামনে এসে মোটর স্টার্ট দিলো ও। প্রথমবারেই স্টার্ট নিলো। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে হুইল ধরলো, একটা হাত রাখলো থ্রটলে।

একটু একটু করে থ্রটল খুললো রানা, কম্পাসের আলোকিত ছোট্ট ডায়ালটার ওপর চোখ।

কয়েক মিনিট পর। সতর্কতার সাথে উপকূল রেখা ধরে এগোচ্ছে বোট, গতি মন্থর। চার্ট বের করে কোর্স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিলো রানা। ফুল স্পীড তোলা বোকামি হয়ে যাবে জানে ও। পরিষ্কার মেঘমুক্ত রাত, আকাশে চাঁদও উঠেছে, তবু কালো পানির ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকলো রানা।

গ্যারিসন বাইট থেকে বেরিয়ে যাবার পয়েন্টটা দেখতে পেলো ও, গতি আরো কমিয়ে দিয়ে স্যাণ্ডবারগুলোকে এড়াবার জন্যে তৈরি হলো। বোটটাকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে চালিয়ে আনলো, তার-পরও কয়েকবার বোটের তলায় ঘষা খেলো বালি। বিশ মিনিট পর রীফ ছাড়িয়ে এলো রানা, কোর্স সেট করলো শার্ক আইল্যাণ্ড অভিমুখে।

দশ মিনিট পেরোলো। তারপর আরো দশ মিনিট। অবশেষে আলোর আভাস দেখতে পেলো রানা। খানিক পর এঞ্জিন বন্ধ করলো, তীরের দিকে ভেসে যেতে দিলো বোটটাকে। কালো মাটির লম্বা টুকরোটা দিগন্তের গায়ে উঁচু হয়ে আছে, গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে বিল্ডিঙের ছিটেফোঁটা আলো। সামনের দিকে ঝুঁকলো রানা, আবার ভিজিয়ে নিলো মাস্কটা, তারপর নেমে গেল সাগরে।

পানির ওপর অল্প কিছুক্ষণ ভেসে থাকলো রানা, আন্দাজ করলো তীর থেকে দু'কিলোমিটারের মতো দূরে রয়েছে। তারপর এঞ্জিনের ভট ভট আওয়াজ কানে এলো, দেখলো ওর বাঁ দিক থেকে দ্বীপটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ছোটো একটা বোট, পানির ওপর তল্লাশি চালাচ্ছে শক্তিশালী স্পটলাইটের আলোয়। কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিনের নিয়মিত টহল, ভাবলো ও। সর্বক্ষণ নজর রাখার জন্যে এ-ধরনের দুটো বোট দরকার। মুখে মাস্ক তুলে ডাইভ দিলো রানা, নির্দিষ্ট একটা গতিতে সাঁতার কেটে এগোলো, জরুরী প্রয়োজনের সময় লাগতে পারে ভেবে সাবধানে খরচ করছে শক্তি।

দু'বার মাথা তুললো রানা, দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করলো স্পীড

বোটটা দেখে ফেলেছে ওরা। পেট্রলবোট স্থির হয়ে আছে, পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। তীর এখন এক কিলো-মিটার দূরেও নয়, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ : হাঙরের সাথে না দেখা হয়ে যায়। আশপাশের পানিতে হাঙরের দল না থাকলে ওগুলোর নামে দ্বীপটার নাম রাখা হতো না।

ভারি তারের সাথে হঠাৎ করে ধাক্কা খেলো রানা, তীর থেকে প্রায় ষাট মিটার দূরে। লোহার খুঁটি পুঁতে মোটা তারের বেড়া তৈরি করা হয়েছে, হাঙর যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে। লোহার খুঁটি ধরে পানির ওপর মাথা তুললো রানা, বড় একটা বাড়ির অনেকগুলো পিকচার উইণ্ডোর আলো দেখতে পেলো। বাড়িটার সামনের অংশটা দিন হয়ে আছে ফ্লাডলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয়। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালো রানা, আবার দেখতে পেলো পেট্রল বোটের স্পটলাইট, এঞ্জিনের শব্দও কানে এলো। ওকে ধরার জন্যে ফিরে আসছে ওরা।

তারের বেড়া টপকে হাঙর-মুক্ত পানিতে পড়লো রানা, পড়ার সময় একটা ক্লিপার তারের সাথে আটকে গেল, ছাড়াতে গিয়ে হাত পিছলে বেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড।

আবার গভীরে ডাইভ দিলো রানা, প্রায় পৌঁছে গেছে বলে আগের চেয়ে একটু দ্রুত সাঁতার কাটছে। দশ মিটারের মতো এগিয়েছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিলো ওকে, বিপদ! পানির নিচে, খুব কাছে, কিছু একটা আছে। পরমুহূর্তে পাঁজরগুলো ঝাঁকি খেলো প্রচণ্ড এক ধাক্কায়। একপাশে ছিটকে পড়লো ও।

মাথা ঘোরালো রানা, দেখলো ওর পাশে সাঁতার কাটছে, যেন

ওর সাথে বহুদিনের দোস্তি, একটা কুৎসিতদর্শন বুল শার্ক। দূরে রাখার জন্যে নয়, বরং যাতে দ্বীপটাকে পাহারা দেয়ার জন্যে পোষা হাঙরগুলো তীরের কাছাকাছি থাকে সেজন্যে তৈরি করা হয়েছে তারের বেড়া। ভয়ংকর বুল শার্কগুলো তীরের কাছাকাছি শিকার করতে পছন্দ করে।

হাঙরটা ধাক্কা দিয়েছে ওকে, তবে ওর দিকে ঘুরে গিয়ে হামলা করেনি। এর অর্থ হতে পারে এই মুহূর্তে ওটার খিদে নেই, কিংবা হয়তো এখনো রানাকে শত্রু বলে গণ্য করছে না। রানা জানে, উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় শান্ত থাকা, হাঙরটাকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করা, এবং সজ্ঞানে ভয় বিকরণ না করা—যদিও এই মুহূর্তে সম্ভবত ঠিক তাই করছে ও।

হাঙরটার সাথে সমান গতি বজায় রেখে ডান হাতটা ধীরে ধীরে ছুরির হাতলে নিয়ে এলো রানা, ওটার চারধারে চেপে বসলো আঙুলগুলো, মুহূর্তের নোটিশে ব্যবহার করার জন্যে তৈরি। রানা জানে, কোনো অবস্থাতেই পা দুটো নিচের দিকে নামানো চলবে না। নামালে, সাথে সাথে ওকে তার শিকার বলে চিনে ফেলবে হাঙরটা। বুল শার্ক রেসিং বোটের তুমুল গতি নিয়ে ছুটতে পারে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তটি সামনে, আর খুব বেশি দূরেও নয়, রানা যখন তীরে পৌঁছুবে। সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় থাকবে তখন ও।

প্রথমবার পেটে বালির স্পর্শ পাবার সময় রানা লক্ষ্য করলো, হাঙরটা পিছিয়ে পড়ছে। সমানগতিতে সাঁতার কাটছে রানা, এক

সময় অনুভব করলো ওর ফ্লিপার জোড়া ঘন ঘন ছোবল মারছে বালিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলো, ওর পিছনে রয়েছে হাঙরটা, এমনকি হয়তো হামলা করার জন্যে গতি বাড়াতে শুরু করেছে।

রানার মনে হলো, পানিতে এতো ক্ষিপ্র বোধহয় এর আগে খুব কমই হয়েছে ও। নিচে পা নামিয়ে ব্যাঙের আকৃতি নিলো, গায়ের সবটুকু শক্তি এক করে লাফ দিলো সামনের দিকে, পর-মুহূর্তে তীর লক্ষ্য করে ছুটলো, পায়ে ফ্লিপার থাকায় কিম্ভূত-কিমাকার ভঙ্গিতে। ফেনার রাজ্যে পৌঁছুলো, ঠিক সময়টিতে গড়িয়ে পড়লো একপাশে। বুল শার্কের নাক, বিশাল চোয়াল হাঁ করা, ফেনা ঢাকা পানির ওপর মাথাচাড়া দিলো, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ব্যর্থ হলো রানাকে ধরতে।

গড়াচ্ছে রানা, চেষ্টা করছে যতোটা সম্ভব সামনের দিকে বাড়তে, কারণ শুনেছে বুল শার্ক নাকি তীরে উঠেও শিকারের পিছু নেয়। তীর ধরে ছয় মিটার ওঠার পর স্থির হলো রানা, হাঁপাচ্ছে, অনুভব করলো তীব্র ভয়ে তলপেটের ভেতর মোচড় খাচ্ছে নাড়ি-গুলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সরে যাবার জন্যে সতর্ক করে দিলো। দ্বীপে উঠতে পেরেছে ও, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন ঘাঁটিটাকে রক্ষার জন্যে আরো কী কী প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছে হামিস। পা ছুঁড়ে ফ্লিপার দুটো খুলে ফেললো রানা, ছুটলো সামনের দিকে, মাথা নিচু করে পৌঁছুলো প্রথম সারি ঝোপ আর পামগাছগুলোর কাছে। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে

কোথায় আছে ভালো করে দেখে নিলো ও। প্রথম কাজ মাস্ক, স্নরকেল আর ফ্লিপারগুলো লুকানো। সবগুলো একটা ঝোপের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলো। বাতাসে সুগন্ধ ভেসে আসছে, কর্নেল পিয়েরে দা মালিনের বাগানে ফুলের কোনো অভাব নেই।

বাড়ির সামনে মাঠ, বাগান, বাগানের ভেতর দিয়ে একাধিক আঁকাবাঁকা পথ, এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মর্মরমূর্তি। বাইরে কোনো শব্দ নেই, তবে বাড়ির ভেতর থেকে অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছে। বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে পিরামিডের মতো করে, পালিশ করা স্টীল পিলারের ওপর, অনেক উঁচুতে। বাড়িটার তিনটে স্তর দেখতে পেলো রানা, প্রতিটিতে একটা করে ঝুল-বারান্দা, গোটা বিল্ডিংটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে। বড় আকারের কয়েকটা পিকচার উইণ্ডো আংশিক খোলা, বাকিগুলোয় ভারি পর্দা ঝুলছে। বিল্ডিঙের মাথার ওপর জঙ্গলের মতো লাগলো কমিউনিকেশন এরিয়ালগুলোকে।

ওয়াটারপ্রুফ পাউচ থেকে এ-এস-পি বের করলো রানা, অফ করলো সেফটি ক্যাচ। স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে এখন, গাছ-পালা আর বাগানের আড়াল নিয়ে নিঃশব্দে এগোলো বিশাল আধুনিক পিরামিড লক্ষ্য করে। আরো কাছাকাছি এসে দেখলো, বাগানে বা পথগুলোয় কোনো লোক বা পাহারা নেই। প্রকাণ্ড একটা পেঁচানো সিঁড়ি মাঝখান থেকে ওপর দিকে উঠে গেছে, এবং তিন প্রস্থ স্টীলের ধাপ এঁকেবেঁকে উঠেছে এক ঝুল-বারান্দা থেকে আরেক ঝুল-বারান্দায়।

খোলা জায়গার শেষ টুকরোটা পেরিয়ে এলো রানা, এক মুহূর্ত

থেমে কান পাতলো। গলার আওয়াজ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। মনে হলো, পেট্রল বোটের আওয়াজ পাচ্ছে, ভেসে আসছে দূর সাগরের দিক থেকে। আর কোনো আওয়াজ নেই।

খোলা, আঁকাবাঁকা ধাপগুলো বেয়ে প্রথম স্তরে উঠলো রানা, স্টীলের ওপর পা ফেললো নিঃশব্দে, শরীর বাঁ দিকে সামান্য কাত করে রাখলো, যাতে ডান হাতে শক্ত করে ধরা অস্ত্রটা চাওয়ামাত্র ব্যবহার করতে পারে। প্রথম ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো রানা, মাথা একদিকে কাত করে শুনছে। ঠিক ওর সামনেই বড় একটা স্লাইডিং পিকচার উইণ্ডো, খানিকটা খোলা, বাকিটুকুতে পর্দা ঝুলছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে তাকালো রানা।

সাদা একটা কামরা, কাঁচের টেবিল দিয়ে সাজানো, নরম আর্মচেয়ারগুলো দুধ-সাদা, দেয়ালে মূল্যবান আধুনিক পেইন্টিং। সাদা তুলোর মতো পুরু কার্পেট মেঝেতে। কামরার মাঝখানে বড় একটা বিছানা, ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত, বিছানার যে-কোনো অংশ যে-কোনো ভঙ্গিতে অ্যাডজাস্ট করা যায়, ফলে এই মুহূর্তে বিছানায় শুয়ে থাকা রোগীর আরাম-আয়েশ ইচ্ছেমতো বাড়ানো সম্ভব।

সিল্ক মোড়া কয়েকটা বালিশের ওপর পিঠ আর মাথা দিয়ে শুয়ে রয়েছে কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন, চোখ দুটো বন্ধ, একদিকে কাত হয়ে রয়েছে মাথাটা। মুখের চামড়া কুঁচকে অমসৃণ ও রঙটা শিরিষ কাগজের মতো হয়ে গেলেও দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলো রানা। শেষবার তাকে তাজা, দৃঢ়, পেশীবহুল দেখেছে রানা, উঁচুদরের সামরিক ব্যক্তিত্বের সাথে তুলনা করার মতো।

খুব বেশি দিনের ব্যবধান নয়, সওমঙের উত্তরাধিকারী এবং হার্মিসের বিপুল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক তোবড়ানো পুতুলে পরিণত হয়েছে। কৃত্রিম বিলাসিতার সাগরে গা ছেড়ে দিয়ে প্রহর গুণছে মৃত্যুর।

স্লাইডিং কবাট সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা। শিকারী বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে বিছানার শেষ মাথায় এসে দাঁড়ালো ও, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো হার্মিসের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিনের দিকে।

এখন আমি তোমাকে খতম করতে পারি, ভাবলো রানা। অনেক ভুগিয়েছো আমাকে, কাপুরুষের মতো সুযোগ নিয়েছো আমার অসুস্থতার, স্পর্ধার সীমা অতিক্রম করেছো, কিন্তু আজ? এখন তোমাকে কে বাঁচাবে, কর্নেল মালিন?

এ-এস-পি তুললো রানা, তারপরই নামিয়ে নিলো। না, ঘুমন্ত একজন মানুষকে খুন করবে না সে। খুন করবে, তবে করার আগে জানার সুযোগ দেবে কার হাতে প্রাণ হারাতে হলো তাকে। কর্নেল মালিনকে খুন করার মানে হয়তো হার্মিসকে ধ্বংস করা নয়, তবে রানার ব্যক্তিগত শত্রু অন্তত একজন কমবে। তাই বা কম কিসে?

হাত বাড়ালো রানা, চাদরটা ধরে টান দেবে। সতর্ক, প্রয়োজনে এক পলকে গুলি করতে পারবে। এ-এস-পি একটু উঁচু করলো, কর্নেল মালিনের বুক লক্ষ্য করে ধরলো সেটা। চাদরের কোণটা ধরতে যাবে, মাথার পিছনে বাতাসের কোমল স্পর্শ পেলো রানা।

'আমি বলি—না, রানা। ঈশ্বর নিজেই কাজটা করবেন। তাছাড়া এই কাজ করবার জন্যে এতোদূর আসতে দেয়া হয়নি

তোমাকে।' বাতাসের মতো, বাতাসের সাথেই হালকা ভাবে গলাটাও ভেসে এলো রানার পিছন থেকে।

স্থির পাথর হয়ে গেছে রানা।

'হাতের ওটা ফেলে দাও, রানা। ফেলে দাও, তা না হলে নড়ার আগেই মারা যাবে তুমি।'

গলাটা চিনতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা। সাদা কার্পেটের ওপর মৃদু শব্দ করে পড়ে গেল এ-এস-পি। ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠে দুর্বোধ্য শব্দ করলো কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন।

'ঠিক আছে, এবার তুমি আমার দিকে ঘুরতে পারো। সাবধানে, রানা। অত্যন্ত সাবধানে। তুমি জানো, আমি একজন প্রফেশনাল।'

ঘুরলো রানা, তাকালো সরাসরি মলি মণ্টানার চোখে। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে সে, তার সরু কোমরের সাথে সেঁটে রয়েছে একটা উজি মেশিন-পিস্তল।

নয়

'এভাবে এর শেষ হচ্ছে বলে সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করেছো। তবে সুনাম আমারও আছে, সেটাকে রক্ষা না করলেই নয়।' মলি মণ্টানার গাঢ় ধূসর রঙের চোখ আর্কটিক সাগরের মতোই ঠাণ্ডা।

'আমার মতো এতোটা দুঃখিত নও,' একটু হাসলো রানা, যা কিনা উজির মাজল বা মলি মণ্টানার প্রাপ্য নয়। 'তুমি আর রোজিনা, কেমন? তোমরা সত্যি আমাকে বোকা বানিয়েছো। এটা কি তোমাদের প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ, নাকি কোনো অর্গানাইজেশনের হয়ে কাজ করছো?'

'রোজিনা আর আমি নই, রানা। আমি একা। রোজিনা রোজিনাই, আসল জিনিস,' নিরাসক্ত গলায় বললো মলি, মনে যদি কোনো আবেগ থেকেও থাকে, চেপে রাখতে পেরেছে। 'এই মুহূর্তে ডক হাউজ হোটেলের বিছানায় শুয়ে আছে সে, তাকে আমি খুব কড়া কয়েকটা ট্যাবলেট খাইয়ে রেখে এসেছি।'

'খেলো ! তারমানে তোমাকে তার সন্দেহ হয়নি ?'

'স্কুল-ফ্রেণ্ড, মনে নেই ? আর আমি কি এতোই কাঁচা নাকি যে সন্দেহ করবার সুযোগ দেবো ?' হাসলো মলি, আত্মবিশ্বাসের হাসি। 'তোমাকে বিদায় জানানোর পর নিজেদের কামরায় বসে আমরা কফি খাই। কফিতে চিনি আর দুধ আমিই মেশাই। ওর যখন ঘুম ভাঙবে, তার অনেক আগেই বিদায় নিয়েছো তুমি। অবশ্য আদৌ যদি ওর ঘুম ভাঙে।'

বিছানার দিকে তাকালো রানা। কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যাওয়া পিয়েরে দ্য মালিন নড়ছে না। সময়। সময় দরকার ওর। আর সামান্য একটু ভাগ্য। হালকা সুরে কথা বলতে চেষ্টা করলো ও। 'তুমি জানো, কিছু ঘুমের ট্যাবলেটে আজকাল শুধু পেশী আর স্নায়ু শিথিল হয়, ঘুম আসে না।'

কান দিলো না মলি। 'তোমাকে একদম মানাচ্ছে না, রানা। খুলে ফেলো সব, ব্যাঙের মতো লাগছে তোমাকে। সাবধানে খুলবে, রানা।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, 'তুমি যা বলো।'

'বলার কথা আমার একটাই। বোকামি করো না। আমার সন্দেহ হলেই এটা দিয়ে,' ইঙ্গিতে হাতের উজিটা দেখালো মলি, 'তোমার পা দুটো শরীর থেকে আলাদা করে দেবো।'

ধীরে ধীরে, আড়ষ্টভঙ্গিতে, ওয়েট স্যুট খুলতে শুরু করলো রানা, সারাক্ষণ মলিকে কথা বলানোর চেষ্টা করলো, চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্ন করছে। 'সত্যি আমাকে বোকা বানিয়েছো, মলি। অথচ বেশ কয়েকবারই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো তুমি।'

'তুমি যে-ক'বারের কথা জানো, তারচেয়ে অনেক বেশিবার,' শান্তস্বরে কথা বলছে মলি, গলার আওয়াজে কোনো উত্থান-পতন নেই। 'ওটাই তো আমার কাজ ছিলো, বা বলা ভালো, কথা দিয়েছিলাম কাজটা আমি করার চেষ্টা করবো।'

'জার্মান লোকটাকে তুমি খরচার খাতায় তুলে দিলে···কি যেন নাম ছিলো তার? পিটার ব্রনসন...স্ট্রাসবর্গে আসার পথে।'

'ও, হ্যাঁ। তার আগে আরো দু'জনকে সরিয়ে দিতে হয়েছে ফেরিতে। ওদের মতো আরো অনেকে তোমার কাছাকাছি পৌঁছুনোর আগেই বিদায় নিয়েছে, রানা। অবশ্য সব কৃতিত্ব আমার একার নয়। তবে অসটেণ্ড ফেরিতে ওদের দু'জনকে আমি সামলেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বোঝাতে চাইলো ফেরির লোক দু'জন সম্পর্কে জানে ও। 'আর বেলি? আলডো বেলি? দ্য র‍্যাট?'

'গিলটি।'

'রেনল্ট?'

'ওটা সত্যি আমাকে খানিকটা হতভম্ব করে দেয়। তুমি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছো, রানা। মাংসে কাঁটার মতো বিঁধে ছিলো অজয় মুখার্জি, কিন্তু আবার আমি তোমার সাহায্য পেলাম। আমার কাজ ছিলো তোমার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা।'

ওয়েট স্যুট খুলে ফেলেছে রানা, দাঁড়িয়ে আছে কালো স্ল্যাকস আর রোলনেক পরে। 'হার ট্রাইবেনের ব্যাপারটা কি? দা হুক, উন্মাদ পুলিস অফিসার?'

'আমার হিসেবে তোমার পেছনে প্রায় পৌনে তিনশো লোক

লেগেছিল, রানা। সবার কথা কি বলা সম্ভব, না অতো সময় পাবে তুমি? বললামই তো, সমস্ত কৃতিত্ব একা আমার নয়। বিশেষ করে শেষের দিকে তোমার প্রতিষ্ঠানের লোকজন পিঁপড়ের মতো পাইকারী হারে পিষে মেরেছে বহু প্রতিযোগীকে। তবে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার চারদিকে কোনো বৃত্ত রচনা করতে পারেনি ওরা।'

'আর কারা মারা পড়েছে তুমি জানো?'

'সি. আই. এ.-র চারজন অফিসার, কে. জি. বি.-র তিনজন, পশ্চিম জার্মান ইন্টেলিজেন্সে-র ছ'জন, মোসাডের এগারোজন, মাফিয়া পরিবারগুলোর বত্রিশজন, ব্রিটিশ আণ্ডারগ্রাউণ্ডের কমকরেও পঞ্চাশজন...নাহ্, এতো ফিরিস্তী দেয়ার সময় নেই, রানা।'

'হার ট্রাইবেন কি...?'

আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটলো মলি মণ্টানার ঠোঁটে। 'শুধু এখানেই বাইরে থেকে কিছু সাহায্য পাই আমি। হার ট্রাইবেনকে তুমি আমার ব্যক্তিগত আতংকের বোতাম বলতে পারো, তাকে ব্রিফ করা হয়েছিল। তার ধারণা ছিলো, হামিস আর তার মাঝখানে আমি একটা গো-বিটুইন। কিন্তু প্রয়োজন যখন ফুরালো, তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে শক্তিশালী একটা দল পাঠালেন কর্নেল মালিন। তারা তোমাকেও সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, তবে কর্নেল আমাকে চালিয়ে যাবার অনুমতি দেন—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক হলেও, একটা শর্ত জুড়ে দেন তিনি; ব্যর্থ হলে খেসারত দিতে হবে আমাকে। কর্নেলের শক্তিশালী টিম ফিরে যাবার পর আমি যদি তোমাকে হারাতাম, তোমাকে বাঁচিয়ে দেয়ার অভিযোগে আমি একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হলেও, কর্নেলের সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত

করা হতো আমাকে।' শিউরে উঠলো মলি। 'আর ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছিলো, মনে আছে? বাথরুমের ভেতর গোক্ষুর ছেড়ে দিয়ে হামিস আমাকে কঠিন বিপদে ফেলে দেয়।'

'আত্মীয় মানে?'

'মামা-ভাগ্নী, রানা। কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন আমার একমাত্র মামা, আমিও তাঁর একমাত্র আপনজন।'

'কিন্তু সাপ কেন? হামিস তোমাকে এখানে নিয়ে আসার অনুমতি দিলো, আবার আমাকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করলো, ব্যাপারটা মিলছে কি?'

'এক ঢিলে দুই পাখি, রানা।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললো মলি। 'ইউনিয়ন কর্স বা হামিস, যে-নামেই ডাকো, ওদের সম্পর্কে সবই জানো তুমি। ওরা আমাকে পরীক্ষা করছিল, ওরা তোমাকেও পরীক্ষা করছিল। আমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য, কর্নেল মালিন মারা যাবার পর হামিসের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ করার উপযুক্ত কিনা দেখা। সাপটার কামড় খেয়ে তুমি মারা গেলে আমি ফেল মারতাম। আমার ভাগ্যই বলতে হবে যে ঠিক সময়টিতে রোজিনা তোমাকে সাহায্য করতে পারে।'

'আমার কি পরীক্ষা নিচ্ছিলো হামিস?'

'তোমার এতো যে সুখ্যাতি, সেটা সত্যি কিনা পরখ করাই মূল উদ্দেশ্য ছিলো। শুনে কি তুমি আশ্চর্য হবে, সাপটাকে এখানে পেলে বড় করা হয়? ওটার বিষ বের করে নেয়া হলেও, দাঁতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল র‍্যাবিজ। হামিস তোমাকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, রানা। প্ল্যানটা ছিলো, লক্ষণগুলো জানান

দেয়ার আগেই শার্ক আইল্যাণ্ডে নিয়ে আসা বা আসতে দেয়া হবে তোমাকে। কর্নেল মালিন তোমার মাথা চেয়েছেন বটে, কিন্তু তোমাকে কেটে ছোটো করার আগে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন র‍্যাবিজের কি প্রতিক্রিয়া হয়।'

রানার মুখে কথা সরলো না।

হাতের উজিটা নাড়লো মলি। 'দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও, রানা। ভঙ্গিটা তোমার জানা আছে—পা ফাঁক, হাত লম্বা। আমরা চাই না হঠাৎ তোমার কাছ থেকে দু'একটা অদ্ভুত অস্ত্র বেরিয়ে পড়ুক, চাই কি?'

দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়ালো রানা। দক্ষ হাতে ওকে সার্চ করলো মলি। তারপর বেল্ট খুলে নিতে শুরু করলো। 'বেল্ট মাত্রই বিপজ্জনক, তাই না, রানা?' বেল্টটা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলো সে। 'বিশেষ করে এটা, কি বলো?' নিশ্চয়ই টুল-কিট-টা দেখে ফেলেছে সে।

'তোমার মতো উপযুক্ত একটা মেয়ে থাকতে, প্রতিযোগিতার আয়োজন করার কি দরকার ছিলো হার্মিসের?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমি হার্মিসের মেয়ে, কথাটা ঠিক নয়, রানা,' কঠিন সুরে বললো মলি। 'বলতে পারো, হার্মিসে আমি ঢোকার চেষ্টা করছি। প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছি আমি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। হার্মিসের একজন হওয়া আমার খুব ইচ্ছে দেখে কর্নেল মালিন আমাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। যদিও বিজয়ী হলেও পুরস্কারের পুরো টাকা আমি পাবো না, অংশবিশেষ দেয়া হবে আমাকে। বুঝতেই পারছো, অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে কর্নেল প্রমাণ করেছেন আমার

ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস আছে। আমাকে মাঠে নামিয়ে কিছু টাকাও তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন।'

যেন নিজের কথা শুনতে পেয়েই ঘুমের মধ্যেও নড়ে উঠলো কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন। চোখ পিট পিট করে সিলিঙের দিকে তাকালো সে। 'কে ওখানে? কি···কে?' আগের সেই বাজখাঁই গলা আর নেই, শরীরের মতো কণ্ঠস্বরও হালকা হয়ে গেছে তার।

'আমি, মামা। আমি মলি।' মলি মণ্টানার চেহারায় শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাব ফুটে উঠলো।

'কে, মলি?'

'হ্যাঁ, মামা। তোমার জন্যে আমি একটা উপহার নিয়ে এসেছি।'

'ধরো···বসাও···,' কর্কশ, বেসুরো গলায় বললো পিয়েরে দ্য মালিন।

'প্লিজ, মামা, সম্ভব নয় এই মুহূর্তে। তবে বোতামে চাপ দিতে পারবো।'

দেয়ালের দিকে ঝুঁকে রয়েছে রানা, ওর পিছনে মলির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। কিন্তু জানে, কোনো ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। মলি বোকা নয়, উজিটা নিশ্চয়ই ওর দিকে তাক করা আছে।

দু'সেকেণ্ড পর মলি বললো, 'এবার তুমি সিধে হতে পারো, রানা। সাবধানে, মনে আছে?'

দেয়াল থেকে হাত নামিয়ে সিধে হলো রানা।

'ঘোরো, আস্তে আস্তে—পা ফাঁক রাখো, দু'পাশে লম্বা করে দাও হাত দুটো, তারপর পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাও।'

নির্দেশ পালন করে কামরার চারদিকে তাকালো রানা, ঠিক এই সময় ওর ডান দিকের একটা দরজা খুলে গেল, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকলো দু'জন লোক।

'রিল্যাক্স,' নরম গলায় বললো মলি। 'ওকে এনেছি আমি।'

দু'জনেই তারা দৈত্যাকার, একজনের মাথায় সোনালি চুল, আরেকজনের টাক। দু'জনেই সতর্ক, হাঁটাচলার মধ্যে ক্ষিপ্র ভাব।

সোনালি চুল ক্ষীণ একটু হাসলো। 'ওহ্, গুড। ওয়েল ডান, মিস মন্টানা।' তার ইংরেজি উচ্চারণে আইরিশ টান। টাক মাথা শুধু ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করলো।

ওদের পিছু পিছু এলো ছোটো একজন মানুষ, সাধারণ সাদা শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে, মুখের ডান দিকটার চামড়া অস্বাভাবিক টান টান হয়ে থাকায় সারাক্ষণ বিকৃত হাসি লেগে রয়েছে চেহারায়।

'ডক্টর মার্কাস,' তাকে অভ্যর্থনা জানালো মলি।

'আচ্ছা, তুমিই তাহলে পারলে, মিসট্রেস মন্টানা! কর্নেলের এতোদিনের সাধ তাহলে পূরণ হলো! বাহ্, বাহ্। উপযুক্ত মামার উপযুক্ত ভাগ্নী, বাহবা!'

ডাক্তার মার্কাসের পিছু পিছু এলো কাটখোট্টা চেহারা নিয়ে একজন নার্স। মেয়েলোকটা জীবনে বোধহয় কখনো হাসেনি, শকুনের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে রানাকে, বিশেষ করে ওর গলার দিকটা খুঁটিয়ে দেখলো।

'তারপর, আমার রোগী তাহলে এখন কেমন আছেন?' বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো মার্কাস।

'মামা সম্ভবত দেখতে চান তাঁর জন্যে কি পুরস্কার নিয়ে এসেছি আমি, ডক্টর।' মুহূর্তের জন্যেও রানার দিক থেকে চোখ সরায়নি মলি। ওকে হাতে পাবার পর কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না।

নার্সের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করলো ডাক্তার। সাদা বেডসাইড টেবিলের দিকে এগোলো নার্স। মানিব্যাগ আকৃতির চ্যাপ্টা, কালো কন্ট্রোল বক্স-টা তুলে নিলো টেবিল থেকে, বিছানার তলায় সাপের মতো পড়ে থাকা তারটার সাথে সংযুক্ত। বোতামে চাপ দিলো সে, বিছানাটা ওপর দিকে উঁচু হতে শুরু করলো। পিয়েরে মালিন বসার ভঙ্গি পাওয়ার পর স্থির হলো সেটা। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন ছাড়া মেকানিজম থেকে কোনো শব্দ বেরোয়নি।

'দেখুন! আপনাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, মামা! আমার কথা আমি রেখেছি। মিঃ মাসুদ রানা, অ্যাট ইওর সার্ভিস।' মলির গলায় ক্ষীণ উল্লাস।

চোখ পিট পিট করে তাকালো মালিন, গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় করে বিদঘুটে কিছু শব্দ বেরুলো, তারপর থেমে থেমে, বাতাসের সাথে শব্দগুলো বেরিয়ে এলো, 'চোখের বদলে চোখ, মিঃ রানা। বহু বছর হলো হাসিস তোমার মৃত্যু দেখতে চেয়েছে। সেকথা বাদ দিলেও, তোমার সাথে ব্যক্তিগত একটা হিসাব আছে আমার।'

'আপনাকে এই দুরবস্থায় দেখে আমার খুব ভালো লাগছে,' শীতল নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো রানা।

'আহ্! হ্যাঁ, রানা,' কর্কশ গলায় বললো পিয়েরে মালিন। 'শেষবার যখন আমাদের দেখা হলো, তুমি আমাকে লাফ দিতে বাধ্য করেছিলে। মাটিতে পড়তে গিয়ে মেরুদণ্ডে চোট পাই আমি,

সেই চোটটাই দুরারোগ্য একটা অসুখ বাধিয়ে দিয়েছে, ফলে মারা যাচ্ছি। এবং যেহেতু হামিসের অন্যান্য নেতাদের পতনের কারণ হয়েছো তুমি, ধ্বংস করেছো আমার আগের সওমং পরিবারকে, সেহেতু তোমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়া আমার একটা কর্তব্য বলে মনে করি আমি। সেজন্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।' দ্রুত শক্তি হারালো মালিন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে বেগ পেতে হলো তাকে। 'এক অর্থে প্রতিযোগিতাটা জুয়াখেলাই ছিলো, তবে সম্ভাবনার বিচারে ভারি ছিলো হামিসের দিকটাই। তোমার মাথা ভোঁতা হয়ে গেছে, এ-খবর পাবার পরই তাড়াহুড়ো করে শুরু করা হয় প্রতিযোগিতার আয়োজন। তবে, সেজন্যেই তোমার বিরুদ্ধে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে নামিনি, শুধু কিছু লোককে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। আয়োজনটা করায়, আরো একটা লাভ হয়েছে হামিসের। আমরা এখন জানি, হামিসের সম্ভাব্য নেতাদের তালিকায় কার নামটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে আছে। প্রতিযোগিতায় মলি মন্টানাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় নিজের প্রতি আমি খুশি। ওর বিজয়ে নিজেকে আমার বিজয়ী বলে মনে হচ্ছে। মলি আমার সত্যিকার একজন অপারেটর…'

'হামিস আরো কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেছিল,' বললো রানা, গলার আওয়াজ গম্ভীর। 'কিডন্যাপিঙের কথা বলছি। আমার বিশ্বাস… ।'

'ও, বুড়িটার কথা বলছো! আরে, বুড়ি তো বিখ্যাত। এই অর্থে যে, ওকে তুমি দারুণ ভালোবাসো। আমরা তোমার সম্পর্কে

সব খবরই রাখি, রানা। তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারী শায়লাও কম গুরুত্বপূর্ণ জিম্মি নয়, কি বলো? এই দু'জনকে তুমি যে উদ্ধার করতে আসবে, সবাই আমরা জানতাম। বিশ্বাস?

'আমার মনে হয়, আপনার আর কথা বলা উচিত নয়, কর্নেল,' ডাক্তার মার্কাস বললো, বিছানার আরো কাছে সরে এলো সে।

'না···না···,' ফিসফিস করলো মালিন। 'আমি চলে যাবার আগে দেখতে চাই ইহজগৎ ত্যাগ করেছে ও।'

'বেশ তো, দেখবেন।' বিছানার ওপর ঝুঁকলো ডাক্তার। 'তবে তার আগে আপনাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে।'

রানাকে লক্ষ্য করে বলতে চেষ্টা করলো পিয়েরে মালিন, 'তুমি বলছিলে তোমার বিশ্বাস···।'

'আমার বিশ্বাস, আপনার দু'জন জিম্মিই ভালো আছে। অন্তত এই একবার হামিস তার কথার মর্যাদা রাখবে বলেও বিশ্বাস করি আমি। আমার মাথার বিনিময়ে রাঙার মা আর শায়লাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

'দু'জনেই ওরা এখানে রয়েছে। নিরাপদ। হ্যাঁ, তোমার শরীর থেকে মাথাটা কেটে নেয়ার পরপরই সসম্মানে ছেড়ে দেয়া হবে ওদেরকে।' বালিশে মাথা নামানোর সাথে সাথে পিয়েরে মালিন যেন কুঁকড়ে আরো খানিক ছোটো হয়ে গেল।

মলি, তারপর গার্ডদের দিকে তাকালো ডাক্তার। 'সব তৈরি আছে তো? এগজিকিউশন-এর জন্যে?' রানার দিকে এমনকি তাকালোও না সে।

'সেই কবে থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি আমরা!' দাঁত দেখিয়ে

হাসলো সোনালি চুল। 'সব রেডি।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালো ডাক্তার। 'কর্নেলের সময় প্রায় শেষ। দুঃখিত। একদিন, খুব বেশি হলে দু'দিন। ওঁকে এখন ওষুধ দিতে হবে আমার, ঘণ্টা তিনেকের মতো ঘুমাবেন তিনি। কাজটা তখন করা যাবে তো?'

'যখন খুশি করা যাবে।' মাথা ঝাঁকালো টাক মাথা, তারপর কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো রানার দিকে। তার চোখের রঙ গ্র্যানিট পাথরের মতো।

ইঙ্গিত করলো ডাক্তার, ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলো নার্স।

'কর্নেলকে এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে, এই সময়টা তাঁকে নাড়াচাড়া করা যাবে না। এক ঘণ্টা পর তোমরা তাঁকে, মানে তাঁর বিছানাটা নিয়ে যেতে পারো···কি যেন নাম দিয়েছো তোমরা? এগজিকিউশন চেম্বার?'

'এগজিকিউশন চেম্বার, মন্দ কি!' সোনালি চুল হাসলো নিঃশব্দে, এবারও রানার দিকে তাকালো না সে। মলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি চান, রানাকে আমরা ওখানে দিয়ে আসি?'

'স্রেফ খুন হয়ে যাবে,' কঠিনস্বরে বললো মলি। 'একবার ছুঁয়েই দেখো না! পথটা আমি চিনি। শুধু চাবিটা দাও আমাকে।'

'আমার একটা অনুরোধ আছে,' এতোক্ষণে, এই প্রথম, ভয়ের একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করলো রানা। তবে ওর গলার

আওয়াজ অবিচল, বলার সুরে খানিকটা আদেশের রেশও আছে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ ? কি অনুরোধ ?' প্রায় সদয়ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো মলি।

'জানি, খুব একটা কিছু এসে যায় না, তবু শায়লা আর রাঙার মা'র ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই আমি।'

নিঃশব্দে গার্ড দু'জনের দিকে তাকালো মলি, উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল বললো, 'ওদেরকে বাকি দুটো সেলে রাখা হয়েছে, ডেথ সেল-এর পাশে। আপনি একা ওকে ম্যানেজ করতে পারবেন ? ঠিক জানেন ?'

'এখানে ওকে নিয়ে এলো কে ? ঝামেলা করলে আমি ওর পা দুটো কোমর থেকে আলাদা করে দেবো। হেডেকটমির আগে সেলাই করে দেবেন ডক্টর মার্কাস।'

পিয়েরে মালিনকে ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ করেছে ডাক্তার, গলা ছেড়ে হেসে উঠলো সে। 'ভারি পছন্দ হলো, মিসট্রেস মণ্টানা—হেডেকটমি। ভারি, ভারি পছন্দ হলো শব্দটা।'

'কেউ জিজ্ঞেস করছে না, আমার পছন্দ হলো কিনা,' রানার কণ্ঠস্বর একেবারে ঠাণ্ডা। মাথার ভিতর হিসাবের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পালানোর অংক কষছে ও।

'কারো যদি একটা মাথা দরকার হয়,' আবার হেসে উঠে বললো ডাক্তার, 'মলি মণ্টানাকে ধরো। ঠিক বলেছি না ?'

'লেট'স গো।' উজি দিয়ে খোঁচা মারার জন্যে রানার সামনে এগিয়ে এলো মলি। 'হাত মাথার ওপর। দু'হাতের আঙুল পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকবে। দরজার দিকে হাঁটো। মুভ !'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে কার্পেট মোড়া ধনুক আকৃতির একটা প্যাসেজ ধরে হাঁটলো রানা, দেয়ালগুলো আকাশ নীল। প্যাসেজটা, আন্দাজ করলো ও, বিল্ডিংটার সম্পূর্ণ স্তরটাকে ঘুরে এসেছে। ওপরের স্তরগুলোতেও সম্ভবত একই ধরনের প্যাসেজ আছে। শার্ক আইল্যাণ্ডের বিশাল এই বাড়ির বাইরের দিকটা পিরামিডের আদলে তৈরি হলেও, ভেতরের শাঁসটুকু মনে হয় বৃত্তাকার।

প্যাসেজের খানিক পরপর একটা করে নরম্যান স্টাইলে তৈরি অ্যালকোভ, প্রতিটিতে একটা করে আধুনিক পেইন্টিং। অন্তত দুটো পিকাবিয়াস, একটা ডালি, একটা ডাচহ্যাম্প চিনতে পারলো রানা। মেলে, ভাবলো ও, সুররিয়ালিস্ট আর্টিস্টদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা হার্মিসের।

পালিশ করা স্টীলের সামনে থামলো ওরা, এলিভেটরের দরজা। মলি হুকুম করলো, দেয়ালে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াতে। বোতাম টিপে এলিভেটর নামালো সে। নিঃশব্দে পৌঁছুলো সেটা, নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। সমস্ত ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে নিস্তব্ধতা যেন কোথাও ভঙ্গ না হয়। এলিভেটরের গোল খাঁচায় রানাকে ঢোকালো মলি। দরজা বন্ধ হলো, আবার একটা বোতামে চাপ দিলো মলি, কিন্তু রানা বলতে পারবে না ওরা ওপরে উঠছে নাকি নিচে নামছে, যদিও তিনতলার বোতামে চাপ দিয়েছে মলি। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে গেল, সামনে সম্পূর্ণ আলাদা এক ধরনের প্যাসেজ। প্যাসেজটা নগ্ন, দেয়ালগুলো স্রেফ সাদামাঠা। ইট মনে হলো, ফ্ল্যাগস্টোন মেঝে প্রতিটি পদক্ষেপের শব্দ হজম করে নিলো। বাঁকা প্যাসেজটা দু'দিকেই

বন্ধ।

'ডিটেনশন এরিয়া,' ব্যাখ্যা করলো মলি। 'জিম্মিদের দেখতে চাও? ঠিক আছে, বাঁ দিকে হাঁটো।'

রানাকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করালো সে, পুরু স্টীল দিয়ে তৈরি, সাথে ভারি তালা রয়েছে, তালার ওপর ছোট্ট একটা ফুটো। উজি নেড়ে ফুটোর দিকে নিচু হতে বললো মলি।

যতোটুকু দেখতে পেলো রানা, ভেতরে বেশ আরামদায়ক বিছানা রয়েছে। রাঙার মা'কেও দেখলো। ঘুমাচ্ছে, চাদরের নিচে নিয়মিত ওঠা-নামা করছে বুক, চেহারায় শান্ত ভাব।

'ওদেরকে সম্ভবত হালকা ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে,' নির্লিপ্ত সুরে বললো মলি। 'খাওয়ার সময় ঘুম ভাঙাতে মাত্র দু'চার সেকেণ্ড লাগে।'

এরপর রানাকে পাশের কামরার সামনে নিয়ে এলো সে। আরেকটা বিছানায় শায়লাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে স্বস্তিবোধ করার সাথে সাথে পেশীতে ঢিল পড়লো রানার। পিছিয়ে এলো ও, মাথা ঝাঁকালো।

'এবার আমি তোমাকে তোমার সর্বশেষ বিশ্রামাগারে নিয়ে যাবো, রানা।' কঠোর হয়ে উঠলো মলির চেহারা।

ফিরতি পথ ধরে হেঁটে এলো ওরা। এবার কোনো দরজায় নয়, থামলো দেয়ালে ফিট করা একটা ইলেকট্রনিক ডায়ালের সামনে। আবার দেয়ালে হাত রেখে সামনে ঝুঁকতে হলো রানাকে, দ্রুত হাতে কয়েকটা বোতামে চাপ দিলো মলি। দেয়ালের একটা অংশ নিঃশব্দে সরে গেল একপাশে, রানাকে সামনে বাড়ার আদেশ দেয়া

হলো।

ভেতরে ঢোকার সময় রানার পেটের ভেতরটা অকস্মাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। বেশ বড় কামরা, ফোম লাগানো আরামদায়ক অনেকগুলো চেয়ার রয়েছে কয়েক সারিতে, ওরা যেন ছোট্ট কোনো থিয়েটারে ঢুকেছে। চেয়ারগুলোর সামনে একটা ক্লিনিকাল টেবিল ও একটা ট্রলি রয়েছে, হাসপাতালে যেমন দেখা যায়। তবে, মাঝখানের জিনিসটা, প্রকাণ্ড স্পটলাইটের নিচে, সর্বঅর্থে সত্যিকার একটা গিলোটিন।

ছবিতে যেমন দেখেছে রানা, জিনিসটাকে তারচেয়ে ছোটো মনে হলো, তার কারণ সম্ভবত এই যে ফরাসী বিপ্লবের ওপর নির্মিত সবগুলো ছায়াছবিতে ইন্সট্রুমেন্টটার ছবি তোলা হয়েছে অনেক নিচে থেকে, অত্যন্ত উঁচু একজোড়া পোস্ট-এর মাঝখান দিয়ে নেমে আসে ব্লেড। কিন্তু রানাকে যেটা দিয়ে জবাই করা হবে সেটা খুব বেশি হলে দু'মিটারের মতো লম্বা।

তবে কোনো সন্দেহ নেই, এটা দিয়ে কাজ হবে। যা যা দরকার সবই রয়েছে—মাথা আর হাত রাখার জন্যে স্টক, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বাক্স—হাত আর মাথা বিচ্ছিন্ন হবার পর সেগুলো ওই বাক্সে পড়বে—এবং জোড়া পোস্টের মাথায় অপেক্ষারত বাঁকা ব্লেড।

কি যেন একটা, রানার মনে হলো, বাঁধাকপি হতে পারে, মাথা ঢোকানোর গর্তে ভরে রাখা হয়েছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে খাড়া একটা পোস্ট স্পর্শ করলো মলি। এতো দ্রুতবেগে পড়লো, নামার সময় ব্লেডটা দেখতেই পেলো না রানা। নিখুঁতভাবে দু'ভাগ হয়ে

গেছে বাঁধাকপি, ভারি একটা শব্দের সাথে নিচের কাঠে থেমেছে ব্লেড। গোটা ব্যাপারটা ভীতিকর, স্নায়ুবিদারক।

'আর দু'ঘন্টা বা তার কিছু আগে বা পরে···,' উজ্জ্বল হাসি আর উদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে বললো মলি মণ্টানা।

এক মিনিট রানাকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দিলো সে, দৃশ্যটা উপভোগ করার জন্যে। তারপর চেম্বারের দূর প্রান্তের একটা সেলের দরজা দেখালো, ঠিক যেরকম প্যাসেজে দেখে এসেছে রানা, গিলোটিনের সাথে একই সরলরেখায়। 'ওটা তোমার ঘামে গোসল হওয়ার জায়গা, রানা। বুদ্ধি করে বানিয়েছে, কি বলো? বেরিয়ে এসেই প্রথমে মাদাম গিলোটিনের সাথে দেখা হবে।' খসখসে গলায় মৃদু শব্দ করে হাসলো মলি। 'প্রথমে দেখবে, শেষেও দেখবে। তোমার মাথা কাটার সুযোগ পেয়ে ওরা গর্বিত, রানা। চিন্তাও করতে পারবে না, কি রকম উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা। কাজটা অবশ্য একজন করবে, ডিন—তুমি জানো, তাকে পুরোদস্তুর সান্ধ্য পোশাক পরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? সাড়ম্বর, জমজমাট অনুষ্ঠান হবে।'

'কতোজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?'

'কি জানি, দ্বীপে লোক তো আছে মাত্র পঁয়ত্রিশজনের মতো। কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান আর গার্ডরা ডিউটি করবে। দর্শক উপস্থিত থাকবে দ্বীপের দশজন, আমাকে যদি গোণায় ধরো, আর কর্নেল মালিন যদি জিম্মিদের দেখার অনুমতি দেন, তাহলে সব মিলিয়ে তেরোজন। আরো আছে, রানা। প্রতিযোগীদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যারা সারভাইভ করেছে তারা প্রায় সবাই

আসবে বলে ধারণা করছি। এই সুযোগটাকে তুমি খাটো করে দেখতে পারো না—মরার আগে জানতে পারছো কারা কারা তোমার মাথা লুট করতে চেয়েছিল।' হঠাৎ থামলো মলি, যেন বুঝতে পেরেছে অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে ফেলছে।

শক্ত হয়ে উঠলো সুন্দর চেহারাটা। অবশ্য তারপরই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবটুকু ফিরে এলো। রানা কি জানলো বা না জানলো তাতে কিছু আসে যায় না। দু'ঘণ্টা পর ব্লেডটা সবেগে নেমে আসবে, রানার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মাথা, এক সেকেণ্ডও লাগবে না।

'সেলে ঢোকো, রানা,' শান্তভাবে বললো মলি। 'এনাফ ইজ এনাফ।' দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে রানা, পিছন থেকে বললো সে, 'আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত তোমার কোনো শেষ ইচ্ছে আছে কিনা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলো রানা। 'ওহ্, অবশ্যই। কিন্তু মলি, আমি যা চাইবো তুমি তা দিতে পারবে না।'

মাথা নাড়লো মলি মণ্টানা। 'দুঃখিত, রানা। সত্যিই পারবো না।' একটা ঢোক গিললো সে, দ্রুত একবার রানার বুক, পেট, উরু আর কোমরের ওপর চোখ বুলালো। 'দেখো, আমি বেরসিক নই। মানুষের গুণ থাকলে স্বীকৃতি দেই। পুরুষ হিসেবে, কসম খেয়ে বলছি, তোমার কোনো তুলনা হয় না। মানে, বিছানায় আর কি। কিন্তু, সত্যি আমি দুঃখিত, মাই ডিয়ার রানা। একবার উপভোগ করেছো, তাই না? সত্যি সে-অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। তুমি শুনে হয়তো পুলক অনুভব করবে যে রোজিনা ভয়ানক খেপে গিয়েছিল।

তোমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উন্মাদ সে। ওকে আমার এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিলো। তোমার শেষ অনুরোধটা খুশি মনে রাখতো সে।'

'রোজিনার ব্যাপারটা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।'

'রোজিনার কি ব্যাপার?'

'তাকে তুমি খুন করোনি কেন? তুমি প্রফেশনাল। ছকটা তোমার জানা আছে। তোমার জায়গায় আমি হলে আশপাশে কোথাও রোজিনাকে বাঁচিয়ে রাখতাম না, এমনকি ট্যাবলেট খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েও না। আমি নিশ্চিত হতে চাইতাম, ওকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'হয়তো ওকে আমি খুনই করেছি। ডোজটা খুব বেশি হয়ে গেছে কিনা এই মুহূর্তে ঠিক স্মরণ করতে পারছি না,' গলা খাদে নামলো মলির, একটু বিষণ্ন সুর। 'তবে, ঠিকই বলেছো তুমি, রানা। আমার নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিলো। আমাদের এই পেশায় ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। কিন্তু···মানে, বোধহয় ভেতর থেকে একটা বাধা অনুভব করেছিলাম। পিছিয়ে পড়ি আমি। আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, রানা। আমার অন্ধকার দিকগুলো ওর কাছ থেকে সব সময় আড়াল করে রেখেছি। ভালোবাসে, এমন একজন দরকার তোমার, বিশেষ করে তুমি যদি এ-ধরনের পেশায় থাকো। ভালো একজন বন্ধুর নির্মল সান্নিধ্য তোমার দরকার হয়, যেহেতু তুমি নিজে তার মতো নও। নাকি আমার এ-সব কথা তুমি বুঝতে পারছো না? জানো, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম,

পুরুষদের সম্পর্কে যখন কিছু জানি না, রোজিনাকে আমি ভালো-বেসে ফেলি। রোজিনা চিরকাল আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। তবু, তোমার কথাই ঠিক, রানা। এখানে তোমাকে নিয়ে আমাদের কাজ শেষ হলে, ফিরে যেতে হবে আমাকে। রোজিনাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তারচেয়ে বেশি ভালোবাসি নিজেকে, সে-জন্যেই তার বেঁচে থাকা চলে না।'

'রোজিনা আর আমার দেখা হলো, আয়োজনটা তোমার ছিলো, কিন্তু ব্যাপারটা তুমি ম্যানেজ করলে কিভাবে?'

ছোট্ট বিস্ফোরণের মতো শোনালো মলির আকস্মিক হাসি। 'ওটা সত্যি একটা কাকতালীয় ব্যাপারই ছিলো, রানা। তোমার ব্যাপারে আমি কোনো ঝুঁকি নিইনি, বুঝলে। তুমি কোথায় রয়েছো, আমি জানতাম। কারণ তোমার বেল্টলিতে একটা হোমার ফিট করে রেখেছিলাম। কাজটা আমি ফেরিতে থাকতেই সেরে ফেলি। রোজিনা আসলেও ভ্রমণের ওই অংশটুকু একা থাকতে চেয়েছিল। তার বিপদে পড়াটা নির্ভেজাল। আর তুমিও গিয়ে তাকে উদ্ধার করলে। ব্যাপারটা যদি এরকম না ঘটতো, কোনো না কোনো একটা প্ল্যান তৈরি করে তোমার সাথে ভিড়ে যেতাম আমি। আগে থেকেই জানতাম তুমি রোমে যাচ্ছো, রোজিনার মতো। অদ্ভুত মজার ব্যাপার। তবে তোমরা দু'জনেই আমার হাতে পুতুল ছিলে। হয়েছে? আর কিছু?'

'শেষ অনুরোধ?'

'হ্যাঁ।'

কাঁধ ঝাকালো রানা। 'আমার রুচি খুব সাধারণ, মলি। পরা-

জিত হয়েছি কিনা বুঝতে পারি, মেনেও নিই। এক প্লেট ভাজা ডিম আর এক বোতল টাইটিনজার, সম্ভব হলে তিয়াত্তর সালের।

'আমার অভিজ্ঞতা বলে, হ্যামিসের পক্ষে সবই সম্ভব। দেখি কি করতে পারি।' চলে গেল মলি, সেলের ভারি দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

সেলটা ছোটো, শুধু লোহার একটা খাট রয়েছে, তাতে কম্বল আর চাদর বিছানো। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে দরজার কাছে এলো রানা। বাইরে থেকে ঢাকনি নামিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ফুটোটা, তবে যা করার দ্রুত আর সাবধানে করতে হবে ওকে। গোটা বাড়ির নিস্তব্ধতা ওর বিরুদ্ধে, ওর অজ্ঞাতে দরজার বাইরে কেউ এসে দাঁড়াতে পারে।

ধীরে ধীরে স্ল্যাকস-এর ওয়েস্টব্যাণ্ড খুললো রানা। যা দিনকাল পড়েছে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আজকাল ঝুঁকি প্রায় নেয় না বললেই চলে। ওর বেল্টটা পেয়ে গেছে মলি, হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে দেয়া টুলকিটটা নিয়ে গেছে সে। ডক হাউস হোটেলে থাকতে যে অতিরিক্ত ইকুইপমেন্টটা ব্রিফকেস থেকে বের করেছিল, সেটা আসলে স্পেয়ার, এই মুহূর্তে দরকার ওর। কালো স্ল্যাকসও হেড-কোয়ার্টারে তৈরি, ওয়েস্টব্যাণ্ডের সাথে লুকানো কমপার্টমেন্ট আছে, সেলাই করা। কেউ দেখে ফেলবে সে-ভয় নেই। লুকানো আশ্রয় থেকে জিনিসটা বের করতে এক মিনিট কয়েক সেকেণ্ড লাগলো। এখন রানা অন্তত এটুকু জানে যে সেলের দরজা খুলে বেরুতে পারা সম্ভব, ফলে এগজিকিউশন চেম্বারে ঢোকা যাবে। তারপর···তারপর কি হবে কেউ বলতে পারে না।

ধারণা করলো, ওরা খাবার নিয়ে আসার আগে আধ ঘণ্টা সময় আছে হাতে। এর মধ্যে নিশ্চিত হতে হবে ওকে, সেলের দরজা খোলা সম্ভব কিনা। পিকলক নিয়ে কাজ শুরু করলো রানা।

অপ্রত্যাশিতই বটে, সেলের তালাটা সাধারণ। এক জোড়া পিক দিয়ে একবার খোলার পর বন্ধ করে দিলো, সময় লাগলো মাত্র পাঁচ মিনিট। দ্বিতীয়বার খোলার পর সেল থেকে বেরিয়ে এগজিকিউশন চেম্বারে ঢুকলো রানা। রোমহর্ষক, যেন ভৌতিক একটা পরিবেশ, চেম্বারের মাঝখানে গিলোটিনের উপস্থিতিই তার কারণ। চারদিকে ঘুরে বেড়ালো রানা, আবিষ্কার করলো প্রধান দরজাটা খুঁজে পাবার কারণ সেটার সঠিক অবস্থান ওর মনে আছে। ইলেকট্রনিকের সাহায্যে অপারেট করা হয় ওটা, দেয়ালের সাথে এমন নিখুঁতভাবে মিশে আছে যে দেয়ালেরই একটা অংশ বলে মনে হয়। ঠিক জায়গামতো যদি বিস্ফোরক বসানো যায়, কাজ হতে পারে; কিন্তু ইলেকট্রনিক লক উড়িয়ে দেয়ার জন্যে ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেতে হলে যতোটা না দক্ষতা তারচেয়ে বেশি দরকার ভাগ্য।

সেলে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করলো রানা, তালা দিলো, টুলকিটটা লুকিয়ে রাখলো কম্বলের নিচে। মন খারাপ হয়ে গেছে, কারণ এগজিকিউশন চেম্বারের তালা ভাঙার সম্ভাবনা খুবই কম।

একটা সমাধান বের করার জন্যে মাথাটাকে ঘোড়দৌড় করালো রানা। এমনকি গিলোটিনটাকে নষ্ট করে ফেলার কথাও ভাবলো একবার। পরমুহূর্তে বুঝলো, কাজটা বোকার মতো হবে। গিলোটিন ধ্বংস হলেও, ওদের হাতে তখনো বন্দী থাকবে সে। ধড় থেকে একজন মানুষের মাথা আলাদা করার আরো অনেক উপায় আছে।

ওর খাবার নিয়ে নিজেই এলো মলি। এবার অবশ্য সাথে টাক মাথা এসেছে দেহরক্ষী হিসেবে। উর্দিটা তার হাতে।

'বলিনি, হামিসের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই?' হাত তুলে বোতলটা দেখিয়ে দিলো মলি, কিন্তু হাসলো না।

কথা না বলে রানা শুধু মাথা ঝাঁকালো, ওরাও বিদায় নিলো। সেলের দরজা বন্ধ হচ্ছে, রানার মনে হলো, ওকে যেন রেণু পরিমাণ আশা দেয়া হয়েছে। এই সময় টেকো মাথাকে বলতে শুনলো ও, মলিকে উদ্দেশ্য করে, 'কর্নেল ঘুমাচ্ছেন। তাঁকে আমি নিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

আগেভাগেই নিয়ে আসা হচ্ছে কর্নেল পিয়েরে মালিনকে, যাতে ওষুধের প্রভাবমুক্ত হয়ে ঘুম ভাঙার পর নিজেকে কাঙ্খিত অবস্থানে দেখতে পায় সে। রোগীর সাথে নার্স না থাকলেই হয়, ভাবলো রানা। ডিম ভাজা আর শ্যাম্পেন খেতে শুরু করে একটা আইডিয়াকে আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করছে ও। তিয়াত্তর সালের শ্যাম্পেন চেয়েছিল বলে নিজের ওপর খুশি ও। আরও কয়েক বছরের পুরনো একটা বোতল দেয়া হয়েছে ওকে।

খাওয়া শেষ করার পর মনে হলো, দরজার ওদিকে শব্দ হচ্ছে। ধাতব কবাটের গায়ে কান ঠেকালো রানা। পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো কি পেলো না, তবে মনে হলো দরজার দিকে কেউ বোধ হয় হেঁটে আসছে।

তাড়াতাড়ি বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লো রানা, কান খাড়া। একটু পরই বুঝতে পারলো, ঢাকনি সরিয়ে ফুটোয় চোখ রেখেছে কেউ। তিন কি চার সেকেণ্ড, তারপর আবার ঢাকনিটা

জায়গামতো চলে এলো। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলো রানা, কম্বলের তলা থেকে টুলকিটটা বের করলো, আপাততঃ লুকিয়ে রাখলো বিস্ফোরক আর ডিটোনেটর।

তালা নিয়ে কাজ শুরু করলো রানা। খোলার পর চেম্বারে ঢুকলো। ভেতরটা অন্ধকার, তবে বেডসাইড ল্যাম্প থেকে আলোর ক্ষীণ আভা বেরিয়ে আসছে। পিয়েরে মালিনের ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত বিছানাটা কোনোরকমে দেখতে পেলো ও।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। নিঃসাড় ঘুমাচ্ছে পিয়েরে মালিন। বিছানার কন্ট্রোল প্যাড ছুঁলো ও, দেখলো ওটার তার ম্যাটট্রেস-এর তলা দিয়ে এসেছে। তারটা অনুসরণ করে বিছানার তলায় উঁকি দিলো। আশার আলো দেখতে পেলো ও। সেলে ফিরে এসে টুলকিট, বিস্ফোরক আর পিন-লাইট টর্চটা নিলো।

পিয়েরে মালিনের বিছানার তলায় ঢুকলো রানা, অন্ধকারে হাতড়ে ছোট্ট ইলেকট্রনিক সেনসর বক্সটা খুঁজে বের করলো, এটার সাহায্যেই বিছানার মাথার দিকটা উঁচু-নিচু করা হয়। কেবলটা একটা সুইচবক্সে গিয়ে ঢুকেছে। বিছানার তলার দিকে, মাঝামাঝি জায়গায়, আটকানো রয়েছে বাক্সটা। ওটা থেকে বেরিয়ে এসে দেয়ালের মেইন প্লাগে ঢুকেছে একটা পাওয়ার লিড। সুইচবক্স থেকে কয়েকটা তার বিভিন্ন সেনসর-এ মিলিত হয়েছে, প্রতিটি সেনসর বিছানার আলাদা একটা অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। পাওয়ার সুইচ অফ করে দিয়ে বেডহেড সেনসরের তার নিয়ে কাজ শুরু করলো ও।

প্রথমে তারগুলো কাটলো, তারপর ছুরি দিয়ে চেঁছে খানিকটা করে প্লাস্টিক আবরণ তুলে ফেললো। বিস্ফোরকের সবগুলো টুকরো

জড়ো করলো এক জায়গায়, স্তূপটা সেনসরের কিনারায় আট-কালো, সবশেষে ভেতরে ঢোকালো একটা ইলেকট্রনিক ডিটো-নেটর, ওটার দুটো তার আলগাভাবে বিস্ফোরকের কাছাকাছি ঝুলছে।

বাকি থাকলো সবগুলো তার আবার আগের মতো জোড়া লাগানো, প্রতিটি জোড়ার সাথে একটা করে অতিরিক্ত তার যোগ করা, ডিটোনেটর থেকে যেগুলো বেরিয়ে এসেছে।

বিছানার তলায় ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা। তবে কাজটা শেষ করতে পারলো নিখুঁতভাবে। সরঞ্জামগুলো টুলকিটে ভরে নিয়ে মেইন পাওয়ার অন করে নিজের সেলে ফিরে এলো ও। পিক-এর সাহায্যে দরজার তালা লাগালো, লুকিয়ে রাখলো টুল-কিটটা।

যেন অনন্তকাল অপেক্ষা করার পর হঠাৎ করে শব্দটা পেলো রানা, তালায় চাবি ঢোকানো হলো। সোনালি চুল লোকটা, ডিন, পুরোদস্তুর সান্ধ্য পোশাক ও সাদা গ্লাভস পরে দাঁড়িয়ে আছে দোর-গোড়ায়। তার পিছনে, একটু ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে টাক মাথা। তারও পরনে আনুষ্ঠানিক পোশাক। লোকটার হাতে প্রকাণ্ড একটা রূপোর ডিশ দেখতে পেলো রানা। বীভৎস কাজটা স্টাইলের সাথে করতে যাচ্ছে হামিস, ভাবলো রানা। ওর মাথাটা মৃত্যুপথযাত্রী কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিনকে উপহার দেয়া হবে রূপোর থালায়, পুরনো কিংবদন্তী আর পৌরাণিক গল্পের অনু-করণে।

টাক মাথার পিছনে উদয় হলো মলি মন্টানা, এবং এই বোধহয়

প্রথম, উজ্জ্বল আলোর নিচে, তাকে তার স্বমূর্তিতে দেখলো রানা। গাঢ় রঙের লম্বা ড্রেস পরেছে সে, আলগা হয়ে আছে চুল, আর মুখে এতো বেশি মেকআপ যে চোখ-ধাঁধানো মুখোশের মতো লাগলো। অপূর্ব সুন্দর সেই মুখ কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। এ যেন রানা সার্কাসের একটা মেয়ে ভাঁড়কে দেখছে। হাসলো মলি, কুৎসিত বিকৃতির প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 'মাদাম লা গিলোটিন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, রানা,' বললো সে।

কাঁধ শক্ত করে চেম্বারে বেরিয়ে এলো রানা দৃঢ় পায়ে। চার-দিকে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখে নিলো দ্রুত। স্লাইডিং দরজাগুলো খোলা। নতুন একটা জিনিস দেখতে পেলো ও, আগে যেটা চোখে পড়েনি—দরজাগুলোর পাশের দেয়ালে একটা শাটার। শাটারটা খোলা রয়েছে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটা ডায়াল প্যাড, ঠিক যেমনটি প্যাসেজে দেখেছে রানা।

দৈর্ত্যাকার আরো দু'জন লোক এসেছে চেম্বারে, দু'জনেরই পাথুরে চেহারা, একজনের হাতে একটা হ্যাণ্ডগান, অপরজন বহন করছে উজি মেশিন-পিস্তল। আরো দু'জন রয়েছে, তাদের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র, পিয়েরে মালিনের বিছানার কাছাকাছি। তাদের সাথে ডাক্তার মার্কাস ও নার্সও আছে।

'মাদাম তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে,' আবার বললো মলি, ব্যঙ্গ ও কৌতুক ঝরে পড়লো তার কণ্ঠ থেকে, চাপা হাসির শব্দও শুনলো রানা। 'প্রতিযোগীরা কেউ আসেনি বা আসতে পারেনি, রানা। তোমাকে গুণী-মানী দর্শক উপহার দিতে পারলাম না বলে

সত্যি আমি দুঃখিত।'

কামরার ভেতর দিকে আরো এক পা এগোলো রানা। এতো পরিশ্রম এবং আশা, সব বুঝি ভেস্তে গেল, ভাবলো ও। ওটা কাজ করবে না! এই সময় পিয়েরে মালিনের গলা শুনতে পেলো ও। দুর্বল, চিকন।

'দেখবো···দেখতেই হবে,' চিঁ চিঁ করে বললো সে। 'তোলো, আমাকে তোলো,' যেন একটা অবোধ শিশু আবদার করছে, জেদের সুরে। তারপর, হঠাৎ কঠিন ও চড়া শোনালো তার গলা, 'তোলো আমাকে!'

চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে লোকগুলোকে আরেকবার দেখলো রানা। কণ্ট্রোলের দিকে হাত বাড়ালো নার্স।

কণ্ট্রোল এবং নার্সের হাত রানার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, কিন্তু রানা ওগুলো চোখের যেন একেবারে সামনে দেখতে পেলো। বোতামটায় চাপ দিলো নার্স। পরমুহূর্তে চেম্বারের ভেতর যেন নরক ভেঙে পড়লো।

দশ

কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চিত হতে পারলো না রানা, বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে কিনা, তবে অনুভব করলো উত্তপ্ত বাতাসের প্রচণ্ড এক ঝাপটা পিছন দিকে ঠেলছে ওকে। বিদ্যুৎ চমকানোর মতো আগুন ঝলসে ওঠার পর ওর মনে হয়েছে, কেউ যেন ওর দুই কানে হাত চেপে ধরেছে।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সময়। সমস্ত কিছু যেন স্বপ্নের ভেতর ঘটে চলেছে, প্রতিটি দৃশ্যের গতি অস্বাভাবিক মন্থর। বাস্তবে ঘটনা-গুলো বিপুলগতিতে ঘটে চলেছে, রানার মাথায় দুটো চিন্তা ঘনঘন মাথা কুটছে—বাঁচো, রাঙার মা আর শায়লাকে বাঁচাও।

ওর ডান দিকে, দূর প্রান্তে, পিয়েরে দ্য মালিনের অবশিষ্ট বিছানায় দাউদাউ আগুন জ্বলছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই সর্ব-শেষ সওয়ঙের। তার বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ ডাক্তার, নার্স ও বিস্ফো-রণের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড দু'জনের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। রানার চেতনায় ধরা পড়লো, হঠাৎ সামনের দিকে ঢলে আগুনের

ওপর কাত হলো ডাক্তার, এক মুহূর্ত আগে যেখানে বিছানাটা ছিলো। দাঁড়িয়ে আছে নার্স, যেন একটা পাথরের মূর্তি, মাথাটা পিছন দিকে হেলানো, তার পোড়া দেহ থেকে অদৃশ্য হয়েছে সমস্ত কাপড়। দম আটকানো গলা থেকে তীক্ষ্ণ, চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, তারপর সে-ও পড়ে গেল আগুনের ওপর।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল গার্ড দু'জন, এক-জন ছিটকে সরে গেছে গিলোটিনের দিকে, অপরজন শুধু চামড়ার সাথে ঝুলে থাকা একটা হাত নিয়ে ভারি আলুর বস্তার মতো দর-জার পাশে উজি নিয়ে দাঁড়ানো লোকটার গায়ে পড়েছে। দরজার গায়ে পড়লো লোকটা, কবাটের সাথে ঠুকে গেল মাথা, হাতটা সামনের দিকে ঝাঁকি খেলো, ফলে মেঝের ওপর দিয়ে ঘষা খেতে খেতে গিলোটিনের দিকে ছুটে এলো উজিটা, রানার ঠিক সরাসরি উল্টোদিকে। চতুর্থ গার্ডটাকে অক্ষত মনে হলো, তবে টলছে, তার একটা হাত একেবারেই নড়ছে না। অপর হাতের পিস্তলটা ফেলে দিলো সে, পিছলে রানার দিকে সরে এলো সেটা।

নার্স কণ্ট্রোলের দিকে যখন হাত বাড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় পিছিয়ে সেলে ফিরে এসেছিল রানা। কানে তালা লেগেছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথাটা, তবে কোনো ক্ষতি হয়নি ওর। পিছিয়ে সেলে ফিরে আসায় বিস্ফোরণের ধাক্কাটা লাগেনি ওর। এখনো ভালো করে শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না ও, যেন অনেকটা নিজের অজা-ন্তেই, ঘোরের মধ্যে সেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে, দেখতে পেলো পিছলে ওর সামনে চলে আসছে অস্ত্রটা। পরমুহূর্তে ডাইভ দিলো রানা, মেঝেতে পেট দিয়ে

পড়লো, খপ করে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেললো পিস্তলটা, ঘন ঘন গড়াতে শুরু করে ট্রিগার টানছে, প্রথমে দরজার পাশে দাঁড়ানো গার্ডকে লক্ষ্য করে, তারপর ডিন আর টাক মাথাকে লক্ষ্য করে। প্রত্যেককে দুটো করে গুলি করলো রানা।

গুলির আওয়াজ ভোঁতা শোনালো ওর কানে, উপলব্ধি করলো একটাও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়নি। দরজার পাশে দাঁড়ানো লোকটা লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে পিছিয়ে গেল। ডিনের সাদা সান্ধ্য শার্টে অকস্মাৎ রক্তবর্ণ নকশা ফুটলো। পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়লো টাক মাথা, দু'হাতে চেপে ধরেছে তলপেট, চেহারায় নিখাদ বিস্ময়।

চরকির মতো ঘুরলো রানা, মলিকে খুঁজলো। গিলোটিনের দূর প্রান্তে পড়ে থাকা উজিটার দিকে ডাইভ দিয়েছে মলি। সময় বাঁচানোর জন্যে সংক্ষিপ্ত পথটা বেছে নিয়েছে সে। তার শরীর মেঝেতে লম্বা হলো, স্টক এর ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিলো হাত দুটো। মেশিন-পিস্তলের ওপর পৌঁছে গেল জোড়া হাত, মুঠোর মধ্যে ধরছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেছে রানার শরীরেও, গিলোটিনের দিকে ছুটে এসেছে ও, হাতটা মাথার ওপর তোলা। লিভারটা হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে দিলো।

কানে তালা লাগা সত্ত্বেও ভারি ব্লেড পতনের আওয়াজটা শুনতে পেলো রানা। সেই সাথে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো মলির গলা চিরে। কব্জির খানিক ওপর থেকে দুটো হাতই অদৃশ্য হয়েছে তার। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা লাল রক্ত আর বিরতিহীন আর্তনাদ সম্পর্কে সচেতন রানা, তবে একটা চোখ রয়েছে আগুনের

ওপর—এতোক্ষণে সেটা থেকে ঘন, কালো ধোঁয়া উঠে আসছে। মুহূর্তের জন্যে থামলো রানা শুধু উজিটা তোলার জন্যে : মলির বিচ্ছিন্ন হাত দুটো এখনো সেটা ধরে আছে। সজোরে দু'বার ঝাঁকি দিতে খসে পড়লো সে-দুটো। পরমুহূর্তে বাইরের প্যাসেজে বেরিয়ে এলো ও। ওর পিছু পিছু এলো কালো ধোঁয়ার মেঘ।

দেয়ালে ফিট করা ইলেকট্রনিক লকিং প্যাডে-র দিকে ঘুরলো রানা। কয়েক সারি বোতাম, সংখ্যা লেখা। শেষ সারিতে একটা লাল বোতাম রয়েছে, নিচে লেখা—'টাইমলক'। তার নিচে নির্দেশ—'টাইমলকে চাপ দাও। ক্লোজ লেখা বোতামে চাপ দাও। দরজা বন্ধ হবার পর ঘণ্টা লেখা বোতামে চাপ দাও, যেটা তোমার দরকার। এরপর আবার টাইমলকে চাপ দাও। এখন সেট করা সময় পর্যন্ত দরজাগুলো খোলা যাবে না'। টাইম, তারপর ক্লোজ লেখা বোতামে চাপ দিলো রানা। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তারপর তিনটে বোতামে চাপ দিলো—টু···ফোর টাইম। যদিও এগজিকিউশন চেম্বারে সবাই মারা গেছে বা মারা যেতে বসেছে, তবু চব্বিশ ঘণ্টা দরজাগুলো বন্ধ থাকলে আগুন ছড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

এবার জিম্মিদের উদ্ধার করতে হয়।

শায়লার সেল লক্ষ্য করে ছুটছে রানা, শুনতে পেলো বাড়ির ভেতর অ্যালার্ম বেল বাজছে। সম্ভবত আগুন লাগার ফলে আপনা-আপনি বাজতে শুরু করেছে ওটা, কিংবা হয়তো একজন অন্তত চেম্বারের ভেতর এখনো নড়াচড়ার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেনি।

প্রথম সেলের দরজায় থামলো রানা, চাবির খোঁজে উন্মাদের

মতো চারদিকে তাকালো। কিন্তু কোথায় পাবে চাবি! একপাশে সরে দাঁড়িয়ে, উঁজি দিয়ে একপশলা গুলি করলো ও, তালায় নয়, ওপরের একটা কব্জা আর তার আশপাশে। তীক্ষ্ণ শব্দ করে প্যাসেজের এদিক-ওদিক ছুটে গেল বুলেটগুলো, তবে কাজও হলো। কবাটের প্রচুর কাঠ টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়লো নিচে, এরপর একদিকের কবাট ধরে টানাটানি করতেই খুলে এলো সেটা।

বিছানার এককোণে পিছিয়ে গিয়ে কুঁকড়ে বসে আছে শায়লা, চোখ দুটো বিস্ফারিত, দেখে রানার মনে হলো নিজেকে যেন দেয়ালের ভেতর সেঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে সে। 'সব ঠিক আছে, শায়লা!' চিৎকার করলো রানা। 'আমি এসে গেছি!'

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলো শায়লা। 'মাসুদ ভাই, আপনি! খোদা, আপনি!'

'নড়বে না, ওখানেই থাকো!' রানা বুঝলো, কানে ভালো শুনতে পাচ্ছে না বলে চিৎকার করতে হচ্ছে ওকে। 'আমি না বলা পর্যন্ত প্যাসেজে বেরিয়ো না! রাঙার মা'কে আনতে যাচ্ছি আমি।'

'আমার একটা অস্ত্র দরকার, মাসুদ ভাই!' প্রতিবাদের সুরে বললো শায়লা।

কিন্তু রানা ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসেছে প্যাসেজে। কালো ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে প্যাসেজ। পাশের দরজার সামনে চলে এসে আবার এক পশলা গুলি করলো ও। 'রাঙার মা, ভয় পেয়ো না, আমি রানা। সব ঠিক আছে, ভয় পেয়ো না!'

থরথর করে কাঁপছে বুড়ি, রানাকে দেখে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলো। 'আব্বা! আব্বা! ওরা আমাকে বললো, আপনাকে নাকি

জবাই করা হবে···আব্বা !'

বিছানায় তার পাশে দু'সেকেণ্ড বসে সান্ত্বনা আর অভয় দিলো রানা। 'এই দেখো না বেঁচে আছি আমি।' বুড়ির একটা হাত ধরলো ও। 'তুমি হাঁটতে পারবে, নাকি তুলে নিয়ে যাবো ?'

রানার কথা শেষ হবার আগেই বিছানা থেকে নেমে মাথায় ঘোমটা টানলো রাঙার মা। 'আব্বা, তুমি আর আমার চোখের আড়াল হতে পারবে না !'

হেসে ফেললো রানা, বুড়িকে নিয়ে ফিরে এলো শায়লার সেলে। 'মন দিয়ে শোনো, শায়লা,' বললো ও। 'এই নরক থেকে এখনো আমাদের বেরুনো বাকি। একটা ঘরে আগুন লেগেছে, প্যাসেজেও আমি আগুনের শিখা দেখেছি। এখনো অনেক লোক বেঁচে আছে বাড়ির ভেতর, ওরা চায় না আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারি। রাঙার মা, তুমি ভয় পেয়ো না। এ-ধরনের অবস্থায় কি করতে হয় জানা আছে শায়লার, ওর কাছে তুমি নিরাপদ থাকবে। শায়লা, রাঙার মা'কে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারো বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তারপর আমি যা বলি তাই করবে।'

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে রানা, ঘোমটা পরা রাঙার মা দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিলো ওর বুকে। ধোঁয়া ঢাকা প্যাসেজে বেরিয়ে এসে এলিভেটরের দিকে ছুটলো রানা। আগুন লাগলে এলিভেটরে চড়তে নেই, জানে ও। কিন্তু না চড়ে এখন কোনো উপায়ও নেই। প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে যাবার ওটাই একমাত্র মাধ্যম।

বোতামে ঝাপটা মারলো রানা। ওপরতলাগুলো থেকে অন্যান্য

লোকজনও সম্ভবত একই কাজ করছে, ভাবলো ও। এমনও হতে পারে, এরইমধ্যে অচল হয়ে পড়ছে মেকানিজম। ওর পিছনের প্যাসেজ থেকে আগুনের গর্জন ভেসে আসছে।

হাত বাড়িয়ে এলিভেটরের দরজা স্পর্শ করলো রানা। বেশ গরম। আবার বোতামে ঝাপটা মারলো ও। তারপর চেক করলো উজি আর পিস্তলটা। ভারি, বড় আকারের অটোমেটিকে রয়েছে বিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন, মাত্র ছ'টা খরচ করেছে ও। উজিটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে, বগলের তলায় চেপে রাখলো, হাতে তৈরি থাকলো পিস্তলটা।

রাঙার মা'কে জড়িয়ে ধরে প্যাসেজ ধরে হেঁটে এলো শায়লা, ঠিক সেই মুহূর্তে গাঢ় রঙের কমব্যাট জ্যাকেট পরা চারজন লোককে সদ্য খোলা এলিভেটরের ভেতর দেখতে পেলো রানা।

চারজনের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো, সুযোগটা কাজে লাগাতে দ্বিধা করলো না রানা। ওদের একজন সংবিৎ ফিরে পেয়ে কোমরে ঝুলে থাকা হোলস্টারে হাত দিতে যাচ্ছে, নিতম্বের কাছ থেকে গুলি করলো ও, বোতামে চাপ দেয়ার আগেই সিঙ্গেল শট থেকে অটোমেটিকে নিয়ে এসেছে পিস্তলটাকে।

বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সেলাইয়ের ফোঁড় তৈরি করলো বুলেটগুলো। সময়ের চুলচেরা হিসেব করে ট্রিগার টেনে রাখলো রানা, মাত্র ছ'টা গুলি বেরুলো, এলিভেটরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো হামিসের চারজন প্রহরী। একটা হাত তুলে শায়লাকে কাছে আসতে বাধা দিলো রানা, রাঙার মা'কে ভেতরে ঢোকানোর আগে লাশগুলো সরানো দরকার। ধোঁয়ার ভেতর থক থক করে

কাশছে রাঙার মা। লাশগুলো কাঁধে তুলে কাছাকাছি একটা অ্যালকোভে রাখলো রানা। ইতোমধ্যে ওর ইঙ্গিত পেয়ে এলিভেটরে উঠে পড়েছে শায়লা রাঙার মা'কে নিয়ে।

দ্রুত গরম হয়ে উঠছে এলিভেটর। ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি বোতামে চাপ দিলো রানা। নিচে নামলো এলিভেটর, দরজা খোলার পর রানা দেখলো, প্যাসেজটা ওর চেনা, পিয়েরে মালিনের ঘরের দিকে চলে গেছে।

'সাবধানে,' শায়লাকে সতর্ক করলো ও। 'অত্যন্ত সাবধানে! তাড়াহুড়ো করো না।' মেশিনগানের আওয়াজ পেয়েছে ওরা। ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার, বুঝতে পারছে না কি ঘটছে। ওদের মাথার ওপর আগুন জ্বলছে, সবারই তা দেখতে পাবার কথা, এবং গোলাগুলি যা করার ওদেরকে লক্ষ্য করেই তো করবে হামিসের লোকজন, তাই না? যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো রানা। তাহলে মেশিনগানের একটা গুলিও ওদের দিকে আসছে না কেন?

মালিনের ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে কান-ফাটানো গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। ধীরে ধীরে সরলো রানা, দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে তাকালো। গাঢ় রঙের কমব্যাট জ্যাকেট পরা দু'জন লোক বড় পিকচার উইণ্ডোর কাছে একটা মেশিনগান ফিট করেছে। নিচের বাগানে গুলি করছে তারা। তাদের সামনে একাধিক হেলিকপ্টার দেখতে পেলো রানা, পিটপিট করছে লাল আর সবুজ আলো, চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে দ্বীপটাকে। রাতের উঁচু আকাশে বিস্ফোরিত হলো একটা, স্টার শেল। তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ হলো, বুঝতে বাকি

থাকলো না রানার যে বাড়িটাকে আক্রমণ করা হয়েছে।

ঘরের ভেতর ঢুকে সহজ পাখি শিকারের ভঙ্গিতে দু'জন মেশিন-গানারের পিঠে চারটে বুলেট ঢোকালো রানা। চিৎকার করে শায়লা আর রাঙার মা'কে বললো, 'প্যাসেজে থাকো, শুয়ে পড়ো মেঝেতে!'

কয়েক মুহূর্ত কোথাও থেকে কোনো শব্দ এলো না। তারপর রানা বুটের আওয়াজ পেলো। ধাতব ধাপগুলো বেয়ে উঠে আসছে, টেরেস থেকে। হাতের পিস্তল নিচু করে আবার চিৎকার করলো রানা, এবার জানালার বাইরে যাদের দেখতে পেলো তাদেরকে উদ্দেশ্য করে, 'হোল্ড ইওর ফায়ার! জিম্মিরা পালাচ্ছে।'

বিশালবপু এক অফিসার, ইউ. এস. নেভীর ইউনিফর্ম পরা, হাতে মস্ত একটা রিভলভার, উদয় হলো জানালায়, পিছু পিছু এলো ছ'জন সশস্ত্র ন্যাভাল রেটিং। ওদের পিছনে সন্ত্রস্ত, আতংকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, রোজিনা টরটেলিনিকে দেখতে পেলো রানা। রানাকে দেখে চিৎকার করে উঠলো সে।

'ওরা! ওরাই! ওই তো মিঃ মাসুদ রানা! বাকি দু'জনকে শত্রুরা জিম্মি রেখেছিল! অফিসার··।'

'তুমি রানা?' বাজখাঁই কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বিশালবপু অফিসার।

'রানা, হ্যাঁ, মাসুদ রানা।' মাথা ঝাঁকালো ও।

'ঈশ্বরকে তাহলে ধন্যবাদ। ভেবেছিলাম তোমার দফা সারা। বেঁচে আছো শুধু এই ছোট্ট সুন্দরী মহিলার জন্যে। তৎপর হতে বাধ্য হয়েছি আমরা, বিদ্যুৎবেগে। আর বেশি দেরি নেই, গোটা

বাড়ি ঢাকা পড়ে যাবে আগুনে।'

অফিসার এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো। তার ভারি ও শক্ত ভুঁড়িটা ঠেকলো রানার প্রায় বুকের কাছে। শুধু চওড়া নয়, টাওয়ারের মতো লম্বা লোকটা। হ্যাণ্ডশেকের পর রানার কব্জি চেপে ধরলো সে, টেনে নিয়ে এলো ঝুল-বারান্দায়। রাঙার মা আর শায়লাকে সাহায্য করার জন্যে ওদেরকে পাশ কাটালো তিনজন লোক।

'ওহ্, রানা! রানা! ভাবিনি তোমাকে আবার দেখতে পাবো!' রানাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো সরাসরি রোজিনা টরটেলিনির বাড়ানো দুই হাতের মাঝখানে। রানা অনুভব করলো, ওর দম বন্ধ করে দিতে চাইছে মেয়েটা চুমোয় চুমোয়। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টাই করলো না সে।

ওদেরকে খেদিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে ছোট্ট জেটির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খানিক পরই, চড়ার সাথে সাথে, কোস্টগার্ড কাটার ওদেরকে নিয়ে রওনা হলো। দ্রুত সরে যাচ্ছে। দ্বীপটার দিকে ফিরে তাকালো ওরা। অন্যান্য কাটার আর লঞ্চ দ্বীপটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। হেলিকপ্টারগুলো স্পটলাইটের আলো ফেলছে বাগানে। 'তুমি এদের সাথে যোগাযোগ করলে কি করে?' জানতে চাইলো রানা।

'সে অনেক কথা, রানা,' রানার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে রোজিনা, বিড়বিড় করে বললো সে। 'বলবো, পরে।'

'জেসাস!' আঁতকে উঠলো একজন কোস্টগার্ড অফিসার। বিশাল পিরামিড, খানিক আগে পর্যন্ত যেটা হামিসের হেডকোয়ার্টার

ছিলো, লেলিহান আগুনের লকলকে শিখায় ঢাকা পড়ে গেছে সম্পূর্ণ। দূর থেকে দেখে ওদের মনে হলো, যেন একটা আগ্নেয়-গিরি বিস্ফোরিত হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। শেষ পর্যন্ত সত্যি তাহলে হার্মিস ধ্বংস হলো। নাকি আবার ওরা মাথাচাড়া দেবে?

ভবিষ্যতে জানা যাবে সেটা।

এগারো

রীফ ছাড়িয়ে আসার পর গল্পটা শোনালো রোজিনা। ঢেউ, বাতাস আর এঞ্জিনের শব্দ কমে গেছে, ফলে ওকে চিৎকার করতে হলো না।

'প্রথমে নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি—তারপর, মলি যখন টেলিফোনে কথা বললো, সব বুঝতে পারলাম,' বললো সে।

'একটু একটু করে বলো,' এখনো কানে তালা লেগে রয়েছে, তাই প্রায় চিৎকার করতে হলো রানাকে।

আগের সন্ধ্যায় রানাকে ছেড়ে মলি আর রোজিনা চলে যাবার পর, মলিই রুম-সার্ভিসকে ডেকে কফি চেয়েছিল। 'বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুচ্ছি, এই সময় পৌঁছুলো কফি, তাই ওকে আমি বললাম কফিতে দুধ আর চিনি মেশাও,' জানালো রোজিনা।

বাথরুমের দরজা খোলাই ছিলো, আয়নায় চোখ পড়তেই দেখতে পেলো, একটা শিশি থেকে নিয়ে কি যেন কফির কাপে

ফেলছে মলি। প্রথমে মনেই হয়নি অন্যায় বা ক্ষতিকর কিছু করছে মলি। বিশ্বাস করো, ওকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যই বলতে হবে, করিনি। মনে পড়ছে, তখন ভাবছিলাম, মলি আমাকে ভালোবাসে, তাই বোধহয় আমাকে কোনো ঝুঁকি নিতে দিতে চায় না। রানা, মলিকে আমি কি যে ভালোবাসি···বাসতাম, সে কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। সেই স্কুলজীবন থেকে আমরা বন্ধু। ভাবতেও পারিনি ওর দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হতে পারে। এই ঘটনাটা বাদ দিলে, আমার সাথে কখনো কোনো অন্যায় ব্যবহার করেনি ও। মলি ছিলো আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু··।'

'বিশ্বস্ত কোনো বন্ধুকে কখখনো বিশ্বাস করো না,' তিক্ত হাসির সাথে বললো রানা। 'তার পরিণতি, শোয়ার সময় কাঁদতে হবে তোমাকে।'

ঘুম তাড়াবার জন্যে দু'কাপ কফি খেয়েছে রোজিনা। 'আমার ওপর ঝুঁকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো মলি। চোখের পাতা সরিয়ে পরীক্ষা করলো। তারপর ব্যবহার করলো কামরার টেলিফোনটা। কার সাথে কথা বললো জানি না, তবে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কি তার ভূমিকা। বললো, সে তোমাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে। তার ধারণা, আমাদেরকে বাদ দিয়েই আইল্যাণ্ডে যাবার প্ল্যান করে থাকতে পারো তুমি। তারপর মলি বললো, "তবে ওকে আমি হাতছাড়া করছি না। কর্নেল মালিনকে জানাও, ওকে আমি পেয়েছি"।'

'তারপর? তুমি কি করলে?'

'চুপ করে শুয়ে থাকলাম, মলি যদি আবার ফিরে আসে ভেবে। সত্যি এলো। আবার টেলিফোন করলো সে। তাড়াহুড়ো করে কথা বললো। তুমি হোটেলের বোট নিয়ে রওনা হয়েছো, তোমাকে সে অনুসরণ করতে যাচ্ছে। বললো, তোমার ওপর নজর রাখার জন্যে তৈরি থাকতে হবে ওদেরকে, কিন্তু তুমি তার বন্দী, কেউ যেন তোমার গায়ে হাত না লাগায়। বারবার করে বললো, তোমাকে কর্নেলের কাছে অখণ্ড অবস্থায় নিয়ে যাবে সে। সে-ই তোমাকে দু'ভাগ করবে। এর মানে কি, রানা?'

'মানে বড় ভয়ংকর, রোজিনা, তোমার না শোনাই ভালো। তবে কি জানো, মলিকে সত্যি আমার ভালো লেগেছিল। বেশ অনেকটা।'

রানার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকলো রোজিনা, কিন্তু কিছু বললো না। ছোট্ট ন্যাভাল বেসে পৌঁছে গেল কাটার।

'দা ইনসিডেন্ট অন শার্ক আইল্যাণ্ড', স্থানীয় পত্রিকায় এই হেডিঙে খবরটা ছাপা হবার দু'দিন পর, সেদিন বিকেলে, সবাই ওরা ন্যাভাল হসপিটাল থেকে ছাড়া পেলো। ডাক্তাররা রানাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললো, রোগমুক্তির পর প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা যথেষ্ট পাওয়া হয়েছে রাঙার মা'র, তার আয়ু আরো বিশ বছর বেড়ে গেছে, সাংসারিক যে কোনো কাজের জন্যে সম্পূর্ণ সুস্থ সে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে রাঙার মা'কে ওরা ডক হাউস হোটেলে রেখে এসেছে, তারপর এসে বসেছে হাভানা ডক বার-এ। সূর্য তার সান্ধ্যকালীন প্রদর্শনী শুরু করতে যাচ্ছে, ডেকের ওপর

অনেক মানুষের ভিড়। শায়লা আছে রাঙার মা'র কাছে।

'কী ওয়েস্টের সূর্যাস্ত সত্যি একটা মিরাকল,' বললো রোজিনা, রানার সাথে আজও সে গলদা চিংড়ি খাচ্ছে, সাথে শ্যাম্পেনের একটা বোতল।

'লর্ড, এ এমন একটা জায়গা, সময় যেখানে সত্যি স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।' সামনের দিকে ঝুঁকে রানার ঠোঁটে হালকা চুমো খেলো রোজিনা। 'আজ বিকেলে আমি ফ্রন্ট স্ট্রীটের এক দোকানে গেছি, একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হলো, দু'দিনের জন্যে এখানে এসেছিল বেচারা। সে আজ ন' বছর আগের কথা।'

'কিছু লোকের ওপর কী ওয়েস্টের প্রভাব এরকমই।' সাগরের ওপর চোখ বুলালো রানা, মনে হলো এখানে ন'বছর কাটাবার কথা ভাবতেও পারে না ও। অনেক মধুর ও তিক্ত স্মৃতি ভিড় করে আছে জায়গাটাকে ঘিরে—মলি মণ্টানা, সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়েটা বদলে গিয়ে পরিণত হলো খুনীতে ; পিয়েরে দ্য মালিন, এবার সত্যি তার সাথে শেষ দেখা হয়েছে ওর ; হার্মিস, কুখ্যাত অপরাধচক্রটি রানাকে জবাই করার প্রতিযোগিতা আহ্বান করে প্রতিযোগীদের চিট করতে শুরু করে।

'পেনি ফর দেম ?' জিজ্ঞেস করলো রোজিনা।

'ভাবছিলাম এখানে থেকে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, তবে দু'একটা হপ্তা কাটিয়ে গেলে মন্দ হয় না—তাতে অন্তত তোমাকে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ পাওয়া যেতো।'

মিষ্টি করে হাসলো রোজিনা। 'আমিও তাই ভাবছিলাম। সেজন্যেই তো তোমার সব জিনিসপত্র আমার স্যুইটে আনাবার

ব্যবস্থা করেছি, ডিয়ার রানা।'

'কি করেছো?' ঝুলে পড়লো রানার চোয়াল।

'শুনেছো, ডার্লিং। দু'জনের সম্পর্কের মাঝখানে বিস্তর ফাঁক রয়ে গেছে, পূরণ করার এখনই সময়।' নিঃশব্দে হাসতে লাগলো রোজিনা।

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রানা, তারপর দেখলো দ্বীপের পিছনে সূর্য ঝুলে পড়তেই লাল হয়ে উঠেছে গোটা আকাশ। হঠাৎ কি মনে হতে বার-এর দরজার দিকে তাকালো রানা, দেখলো দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে শায়লা।

অনুমতি নিয়ে টেবিল ছাড়লো রানা, শায়লার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, শায়লা?'

'বস্ মেসেজ পাঠিয়েছেন, মাসুদ ভাই,' বলে রোজিনার দিকে ছোরার মতো ধারালো দৃষ্টি হানলো শায়লা।

'আচ্ছা!' অপেক্ষা করছে রানা।

'যতো তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো। ওয়েল ডান, মাই বয়,' মেসেজটা পড়লো শায়লা।

'তুমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো শায়লা, একটু বিষণ্ণভঙ্গিতে, তারপর বললো রানার পক্ষে এখুনি কেন কী ওয়েস্ট ত্যাগ করা সম্ভব নয় তা সে আন্দাজ করতে পারে।

'তুমি তাহলে রাঙার মা'কে নিয়ে ফিরতে পারো,' বললো

রানা।

'মেসেজ পাবার পরপরই প্লেনের সিট রিজার্ভ করেছি আমি। কাল চলে যাচ্ছি আমরা।'

'আমরা সবাই?'

'না, মাসুদ ভাই। আমি জানি, আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আপনার প্রতি যেভাবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, তা কোনো দিন করা হবে না, কারণ···মানে, আমার এই সাধটা অপূর্ণই থেকে যাবে। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে···।'

'শায়লা, তোমার কথাগুলো আমি বুঝতে পারছি না, তবে তোমার মন আমি বুঝি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যদি মনে করো···।'

ম্লান হেসে শায়লা বললো, 'না, মাসুদ ভাই। আমি আমার আর রাঙার মা'র জন্যে সিট বুক করেছি। লণ্ডনে আমিও একটা সিগ্যনাল পাঠিয়েছি।'

'আচ্ছা!'

'আগামীকাল রওনা হচ্ছি। এম. আর. নাইন.-এর রিমেডিয়াল ট্রিটমেন্ট দরকার, সময় লাগবে তিন হপ্তার মতো।'

'তিন হপ্তা যথেষ্ট সময়।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলে ঘুরলো শায়লা, ধীরে পায়ে ফিরে যাচ্ছে রাঙার মা'র কাছে।

'পাজী মেয়ে, সত্যি তুমি আমার জিনিসপত্র তোমার স্যুইটে নিয়ে গেছো?' ফিরে এসে রোজিনাকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ, তোমার সবকিছু। শুধু তোমাকে নিয়ে যাওয়াটা বাকি।'

'কিন্তু পরে পস্তাবে না তো, রোজিনা ?'

'উঁহুঁ। আমি ভাবছিলাম, তুমি পস্তাবে কিনা। বোঝা যাচ্ছে দু'জনের কেউই মর্মপীড়ায় ভুগবো না, তাহলে তো মিটেই গেল সমস্যা—তাই না ? এখানে কে চেনে আমাদের ?' রানার একটা হাত তুলে নিল সে হাতে।

ওর চোখে চোখ রেখে হাসলো রানা।

শেষ

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।]

রতন

৪৭/১, কমলাপুর, ঢাকা।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম, রানার সমস্ত আইডিয়া, ধ্যান-ধারণা ও শক্তির উৎস আপনি। অনেকদিন যাবত আপনার রানা আর কাঁচা-পাকা ভ্রূওয়ালা বুড়ো আমাদের ঘোলাপানি খাওয়াচ্ছে। এমনকি আমাদের বস্ পর্যন্ত তাঁদের কাছে বহুবার

নাজেহাল হয়েছেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, স্পাই শিকারের কোন কাহিনী যদি আগামী একমাসের মধ্যে না পাই তবে আপনিই হবেন আমাদের পরবর্তী টার্গেট। আপনার রানা, কিস্সু করতে পারবে না। সো, বি কেয়ারফুল।

—স্যার কবির চৌধুরীর একজন নবাগত বিশ্বস্ত অনুচর।

মানস

জেলাসদর রোড, আকুরটাকুরপাড়া, টাংগাইল।

'চাই সাম্রাজ্য-২'-এর এই অংশটুকু—রানা যখন সঙ্গীত-গোষ্ঠীর কাছ থেকে বিভিন্ন স্পটলাইট, বড় বড় স্পীকার ইত্যাদি সংগ্রহ করল, তখন আমি চিন্তা করলাম পরবর্তী ঘটনা সমূহ হবে এরূপ—স্পটলাইটের মাধ্যমে আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করা হবে, যার উদ্দেশ্য হবে অশিক্ষিত, অজ্ঞ জনতাকে ধোঁকা দেয়া এবং সেই আলোকমালার মধ্য থেকে সুকৌশলে মাসুদ রানাকে উপস্থাপিত করা। উপস্থাপিত হয়ে সে স্পীকারের মাধ্যমে ঘোষণা দেবে, আমি ম্যানুয়েল রিভেরার ঈশ্বর, যা বলছি শোনো—ফিরে যাও। অথবা এরকমও হতে পারত : 'ম্যানুয়েল রিভেরা বেশে যাকে দেখছো সে ম্যানুয়েল রিভেরা নয়, আমিই রিভেরা, ও আমার প্রেতাত্মা, ওর কথা শুনলে ক্ষতি হবে। অতএব চলে যাও।' এরকম কিছু হলে হয়তো আরও বেশি মজা পাওয়া যেতো। মূল কাহিনীতে যেভাবে একটা ক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা একটু অবিশ্বাস্য ঠেকেছে।

মোঃ মিরাজুল হুদা (বিপু)

১৫২/২, ক্রিসেন্ট রোড, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা-৫।

প্রথমেই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। সেই অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে 'বিস্মরণ' গল্পের মাধ্যমে আমার মাসুদ রানার সাথে বন্ধুত্ব হয় এবং এর পরে 'চারিদিকে শত্রু-১, ২' পড়ে রানা আমায় সত্যিই জাদু করে ফেলল। এরপর থেকে আমি মাসুদ রানা সিরিজের অন্যতম নিয়মিত পাঠক হয়ে যাই। কিন্তু এবার কলেজে ওঠায় লেখাপড়ার কারণে সেবা'র অন্যান্য বইগুলো ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। তবে মাসুদ রানা সিরিজ আমি ছাড়িনি। অনেক দেরিতে হলেও রওশন জামিলের 'ওয়ানটেড' বইটা বন্ধুর কাছ থেকে পড়লাম। বইটা সত্যিই চমৎকার লেগেছে। এজন্যে লেখককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন।

শহিদুল

শ্রীরামপুর (কালীগঞ্জ), নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।

বিষয়বস্তু একটু আগের বলে উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন না। স্বর্গ-রাজ্য যে ক'বার পড়েছি, সেই ক'বারই এই জায়গায় এসে হোঁচট খেয়েছি।

'স্বর্গরাজ্য-২'-এর ৩৬ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর লাইনে আছে 'রাত মাত্র ন'টা, কিন্তু মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এলেই জানালার বাইরে উজ্জ্বল রোদ দেখা যাচ্ছে।'

কিন্তু কাজী ভাই, রাতে সূর্য রোদ ছড়ায় কিভাবে?

* ওই দেশে ছড়ায়। ওখানে একটানা অনেকক্ষণ সূর্য উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকে বলে ঘড়ি-ঘণ্টা ধরে রাত-দিন নির্ধারিত হয়—সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের ওপর নির্ভর করলে চলে না।

ইসতিয়াক হোসেন রুবেল

৯৭/১, পশ্চিম ধানমণ্ডি, শংকর, ঢাকা-১২০৯।

যদি বলতে হয়, তবে আপনার সংগে আমার পরিচয় অনেক-দিনের। মামার ডায়েরীতে তাঁর প্রিয় লেখকের ছবি দেখে ভাব-তাম, এই হালকা-পাতলা লোকটি কলম নিয়ে এমন কি আক কাটেন, যাতে আমার ব্যস্ত মামাও ঘণ্টা দুয়েকের জন্য অতিব্যস্ত হয়ে পড়েন ?

ক্লাস ফোরে চুরি করে পড়লাম সলোমনের গুপ্তধন, ধরা পড়ার পর মামার হাতটা কানের (আমার) দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও থেমে গেল। বইটার নাম দেখে। কলমের এক খোঁচায় ঐ গুপ্তধনের বাক্সটি মামা আমাকে দান করলেন। সেই শুরু, আমার অনন্ত যাত্রার। মামাই আমার অগ্রপথিক।

ক্লাস ফাইভে পেলাম মামার উপহার দশটি অনবদ্য ক্লাসিক। এভাবে এখন '৯০ তে নাইনে ওঠার পর মামা তাঁর গুপ্তধনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, এক কাঠের দুষ্প্রাপ্য আলমারি ভর্তি সেবা'র বই। নিজ হাতে তুলে দিলেন রানা সিরিজের প্রথম বইটি। এরপর থেকেই রানা আমার একান্ত প্রিয়জন হয়ে দেখা দিয়েছে।

শান্তনু পাল
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

বাধ্য হয়ে আলোচনা বিভাগের সমালোচনায় নামতে হলো। আমি যতদূর জানি, আলোচনা বিভাগে হাজারখানেক চিঠি থেকে বাছাই করে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশটি চিঠি ছাপানো হয়। সেখানে একটি চিঠি কি করে দুটি বইতে ছাপানো হলো তা বুঝতে পারলাম না। আমি 'আবার উ সেন-২'-এর দ্বিতীয় চিঠিটি, যার লেখক

শামসুল আলম, তার চিঠিটির কথা বলছি। তার একই চিঠি ছাপানো হয়েছিল আগের অন্য আরেকটি বইয়ের আলোচনা বিভাগে। বইটির নাম এ-মুহূর্তে ঠিক মনে আসছে না।

আপনি আলোচনা বিভাগের শুরুতে বিভিন্ন মন্তব্য, যেমন—চিঠি ছাপা না হলে জানবেন বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে, দয়া করে চিঠি ছাপানোর জন্যে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না ইত্যাদি লিখে থাকেন। এখন সেবা'র একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমার অনুরোধ—দয়া করে একই চিঠি একাধিক বার ছাপবেন না। আপনাকে 'অনুপ্রবেশ-১'-এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। 'অনুপ্রবেশ-২'-এর জন্যে অধীর অপেক্ষায় রইলাম।

* অসাবধানতা বশতঃ একই ব্যক্তির একই বিষয় নিয়ে লেখা একাধিক চিঠি আলোচনা বিভাগে ছাপা হয়েছে জেনে আমরা দুঃখিত। কেউ কেউ আছেন, একই চিঠির অনেকগুলো কপি করে বিভিন্ন সময়ে পোস্ট করেন। তাঁরা মনে করেন এতোগুলোর মধ্যে কোনও একটি চিঠি আমার চোখে পড়বেই। দুটি চোখে পড়ে যাবে—এমনটি বোধহয় তাঁরা ভাবেননি। একই ব্যক্তির সর্বোচ্চ ৪৩টি চিঠি পেয়েছি আমরা আমাদের ফাইলে—ওগুলো বাছাই করে ফেলে দেয়া হয়। এটি হাত ফস্কে বেরিয়ে গিয়ে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করায় আমরা দুঃখিত।

শামীম
দ্বিতীয় বর্ষ (সম্মান) পদার্থবিদ্যা, বি. এম. কলেজ, বরিশাল।

'অনুপ্রবেশ-১' পড়লাম। হার্মিস যে এতোটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ভাবিনি। রোজিনাকে সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষমতা সম্পর্কে

রানা খুব একটা সচেতন ছিল না। যার পরিণামে··।

আরেকটা কথা, রানা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না বা বি. সি. আই.য়ের কোন এজেন্ট তার কাছাকাছি যেতে পারছে না—কথাটা বোধহয় পুরোপুরি সত্যি না। এমন একজন আছে যে নির্দ্বিধায় রানার কাছে পৌঁছতে পারে এবং রানা তাকে বিশ্বাসও করে। হ্যাঁ, সে হলো গিলটি মিয়া। আশা করছি দ্বিতীয় খণ্ড আরও প্রাণবন্ত ও অ্যাকশনে পরিপূর্ণ হবে।

তুহিন সমদ্দার

তুহিনালয়, পাবলিক স্কুল সড়ক, নতুন বাজার, বরিশাল ৮২০০।

একটি কবিতা :

মাসুদ রানার মত

ছোট্ট বেলায় নাম শুনেছি
আনোয়ার হোসেন কাজী
'নভেল' লেখেন, নায়ক তাহার
একেবারেই পাজী।

বাউণ্ডুলে দুষ্টু টা সেই
পঁচিশ বছর থেকে
চিরযুবক বিয়ে করার
নাম নেইকো মুখে।

রাহাত খানের মুখের কথায়
দারুণ নিয়ে ঝুঁকি
সোহানাটার জড়িয়ে কোমর
মৃত্যুতে দেয় উঁকি।

এই ছেলেটি চোখে পড়ে
যে মেয়ের একবার
ভাল তাকে বাসবেই সে
পায়না কভু পার।

বন্ধু আছে সলিল, সোহেল
গগল, রেমারিক ;
দুঃখ এলেই রানার পাশে
দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক।

মারতে তাকে চেষ্টা করে
যেই বাড়াবে হাত—
কাঁচকলা তার ভাগ্যে জোটে
উল্টে কুপোকাৎ।

বি. সি. আই.-য়ের রত্ন এযে
গোয়েন্দা এই দেশের
গিলটি মিয়া সংগে আছে
অসুবিধা কিসের ?

যতই করি কুৎসা তাহার
বকুনি দেই যত
মনে মনে চাই যে হতে
মাসুদ রানার মত।

সাজু আহমেদ
১৯৫, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা ক্যান্ট-১২০৬।

'মুক্ত বিহঙ্গ-১'-এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় রানা অ্যানিকে বললো, 'আমি একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো, তাতে ছাত্র-ছাত্রী থাকবে দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতারা। আর তাদেরকে পড়াবে কমপিউটার, বেত আর গ্রাম্য চাষীরা। কমপিউটার তাদের শেখাবে কিভাবে জন-সাধারণের টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে ও দিতে হয়। বেত যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করবে আর গ্রাম্য চাষীর কাছ থেকে ওরা শিখবে কিভাবে দেশকে দেশের মাটিকে ভালোবাসতে হয়।'

—ওহ! কাজীদা, কি সুন্দর এই সংলাপ। সত্যি ভালো লাগতো যদি কথাগুলো কল্পনা না হত। 'মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২' খুব ভালো লেগেছে। মাইকেলের মৃত্যুতে সত্যি দুঃখ পেয়েছি। 'কুচক্র' পড়-লাম তা-ও মানের দিক দিয়ে অনেক উন্নত। আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের দিকগুলো 'কুচক্রে' প্রতিফলিত হয়েছে।

আ. স. ম. সাইদ চৌধুরী
ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও।

ক'মিনিট হল আপনার লেখা 'শ্বেত সন্ত্রাস-১,২' শেষ করলাম। ভালই লাগলো, পড়ে আনন্দও পেলাম; তবে দুঃখ হচ্ছে মাসুদ রানার বন্ধু সোহেলকে নিয়ে। 'ভারত নাট্যমে' বেচারার এক হাত কেটে নিয়েছিলেন আর এখানে এক আঙুল। তাহলে বেচারার থাকলো মাত্র একহাত আর চার আঙুল। দুঃখ হচ্ছে সোহেলের জন্যে।

আনন্দিত হলাম লিনা খলিফা নয় জেনে। তাদের সুন্দর ভাল-বাসার মধ্যে খলিফা কাঁটা হয়ে ছিল। শেষে যখন দেখলাম লিনা রানাকে বন্দী করছে তখনও ভেবেছিলাম তাদের ভালোবাসায় বাদ সাধলেন, শেষে দেখি, না, তাদের মিলন হল। আশা করি তাদের এ-মিলন চির অমর হবে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ১০০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু থ্রিলার, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনা-মূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার-৪৫

তিন গোয়েন্দা সিরিজের

বাক্সটা প্রয়োজন

রচনা : রকিব হাসান

প্রকাশের তারিখ : ২৮-৫-৯০

বিষয় : প্রায় 'ইন্দ্রজাল'-এর বাক্সের মতই পুরনো একটা বাক্স নিয়ে বাধলো বিপত্তি। জানা গেল ওটা জলদস্যুর জিনিস। বাক্সটা ছিনিয়ে নিতে চায় সাংঘাতিক পাজি লোক—টিক বানাউ। জটিল রহস্যের সমাধানে ব্যস্ত হলো তিন গোয়েন্দা।